মহাভারত

ব্যাসোক্ত।

পদাবলিছন্দে।

কাশীরামদাস বিরচিত।

চতুর্থ বহি।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৩।

মহাভারত।

আদি পর্ব্ব।

তবে পুনঃপুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবলে
লক্ষ বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে।
শুনিয়া উঠিলা তবে কুরুবংশ পতি
ধনুর নিকট গেল ভীষ্ম মহামতি।
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বামজানু
স্থলে ধরি নোয়াইল মহাবল ধনু।

বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার
আকর্ন পুরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার ।
মহাশব্দে মোহিত হইলা সর্ব্ব জন
ডাকিয়া বলিলা তবে গঙ্গার নন্দন ।
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজাভাগ
সভে শোন আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ ।
কন্যা সহ আমার কিছু নাহি প্রয়োজন
আমি লক্ষ বিন্ধিলে লইবে দুর্যোধন ।
এত ভীষ্ম বলি বান যুড়িল ধনুকে
হেন কালে শিখণ্ডিকে দেখিল সম্মুখে ।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়য়ে ধনুঃশর ।
শিখণ্ডি দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি
তার মুখ দেখি ধনু থুইলা মহামতি ।

তবেত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রিগন
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চালনন্দন।
ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুনবতী।
এত শুনি উঠিল আচার্য্য দ্রোন গুরু
শিরেতে ধবল উষ্ণিক বান্ধিয়াছে গুরু॥
শুক্লমলয়জ শোভে শুক্ললোম কণ্ঠ
কত কুন্তহীন মুখ লোলে অঙ্গভঙ্গি।
ধনুক লইয়া দ্রোন বলয়ে বচন
যদি আমি এই লক্ষ বিন্ধি কদাচন।
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদ কুমারি
সখার কুমারি হয় আমার ঝিয়ারি।
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ হানি
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বামপানি।

উচ্চারিয়া গুন পুনঃ বলে মহারথী
ঘমাইয়া দিব গুন কোন চিত্রকথা ।
বিন্ধিতে যে শক্তি তারে গুন দিতে কোন
দুই স্থানে শুদ্ধি হৈল কৈব দুর্য্যোধন ।
তেকারনে দুচাইতে নাহি প্রয়োজন
বিশেষে ভীষেমরদত্ত নহে অন্যজন ।
তবে দ্রোন লক্ষ দেখে তলের ছায়াতে
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ দ্রুপদ নৃপতে ।
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধেতে স্বর্নমৎস্য আছে
তার অর্দ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে ।
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মান
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় একবান ।
ঊর্দ্ধদৃষ্ঠ কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে
জলেতে দেখিতে পাই চক্রছিদ্র পথে ।

অধোমুখ চাহিয়া থাকিব মৎস্যলক্ষ
ঊর্দ্ধবাহু বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য ॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলছায়া চাহে
দেখিয়া সে হৃদয়েতে চিন্তে যদুরায়ে ॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাবীর
নানাবিদ্যা অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণিত শরীর ।
বিশেষে সভার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ
সকল লোকেতে খ্যাত দৃষ্ট করে ভেদ ।
লক্ষ বিন্ধিবারে কিছু চিত্র নহে কথা
এক্ষনে বিন্ধিব লক্ষ নহিক অন্যথা ॥
সুদর্শন চক্রে আচ্ছাদিল চক্রধর
মৎস্য চক্র আবরিয়া রহে চক্রধর ।
তবে দ্রোণাচার্য্য বীর আকর্ণ পূরিয়া
চক্রছিদ্র পথ বিন্ধে জলেতে চাহিয়া ॥

মহাশব্দে উঠে অস্ত্র গগনমণ্ডলে
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে।
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িলা ধনুক
সভাতে বসিলা গিয়া হৈয়া অধোমুখ।
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রোণি
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি।
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জল পানে
আকর্ণ পূরিয়া চক্রছিদ্র পথে হানে।
গর্জ্জিয়া উঠিল অস্ত্র উলুকা সমান
রাধাচক্রে ঠেকিয়া পড়ে হইয়া খানখান।
দ্রোণ দ্রোণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল
লজ্জা ভয় হইয়া কেহ আর না উঠিল।
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন
ধনুর নিকট বীর করিল গমন।

বামহস্তে ধরে ধনু দিয়া পদভর
নামাইয়া গুন পুনঃপুনঃ দিল বীর ।
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বান
ঊর্দ্ধকরে অধোমুখে যুড়িল সন্ধান ।
ছাড়িলেক বান বায়ুভর বেগে ছুটে
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরিক্ষে ওঠে ।
সুদর্শন চক্র ঠেকি চুর্ন হৈয়া গেল
তৃনবত হৈয়া বান ভুতলে পড়িল ।
লজ্জিত হইয়া ধনু ভুমেতে ফেলিল
অধোমুখ হৈয়া সভা মধ্যেতে বসিল ।
ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর
পুনঃপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদকুমার ।
দ্বিজ হৌক ক্ষত্রি হৌক বৈশ্য শুদ্র আদি
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ বিন্ধিবেক যদি ।

লভিবে দ্রোপদি সেই এত মোর পন।
এত বলি দান ডাকে পাঞ্চালনন্দন ।
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশতি দিন তথা গেল হেনমতে।
দ্বিজসভা মধ্যে বসিছিল যুধিষ্ঠির
চতুর্দ্দিগে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর ।
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মন মণ্ডল
মধ্যস্থল মধ্যে যেন শোভে আগুন ।
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃপুনঃ ডাকে
লক্ষ আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে ।
যে লক্ষ বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থীর ।
বিন্ধিব বলিয়ালক্ষ কৈল হেন মনে
অনুসন্ধানে তবে চাহিল ধর্ম্ম পানে ॥

অর্জুনের চিত্ত বুঝি ইঙ্গিতে কহিল
আজ্ঞা পাইয়া ধনঞ্জয় উঠিয়া চলিল ॥
অর্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে
দেখি দ্বিজগণ সব লাগিল পুছিতে ।
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন ।
অর্জুন বলিল যাহি লক্ষ বিন্ধিবারে
প্রসন্ন হইয়া সভে আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল ।
যে ধনুকে পরাজয় হৈল রাজাগণ
জরাসিন্ধু শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্যোধন ।
সে লক্ষ বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন লাজে
ব্রাহ্মণেরে হাসাইতে ক্ষত্রির সমাজে ।

বলিবেক ক্ষত্রিগন লোভি দ্বিজগন
হেন বিপরিত আসা কৈল তেকারন।
বহুদূর হইতে আসিয়াছে দ্বিজগন
বহু আসা করিয়াছে পাব কিছু ধন।
সেই সব নষ্ট হবে তোমার কর্ম্মেতে
অসম্ভব্য দ্বিজে কেন হয় বিপরিতে।
অনর্থ না কর ধৈর্য আসিয়া ব্রাহ্মন
এত বলি ধরি বশাইল দ্বিজগন।
পুনঃপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ তনয়
শুনিয়া অধৈর্য্যচিত্ত বীর ধনঞ্জয়।
পুনঃ ওঠবারে বীর চিন্তে মনেমনে
হেন কালে শঙ্খনাদ করে নারায়নে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পুরিল
দুষ্টরাজাগন শব্দ শুনি স্তব্ধ হইল।

শঙ্খশব্দ শুনি পার্থ হইল উল্লাস
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস।
উঠহ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর
লক্ষ বিন্ধি দ্রৌপদিরে লভহ সত্তর।
গোবিন্দের আজ্ঞা পাইয়া উঠিল অর্জুন
পুনঃ গিয়া ধরিল যতেক দ্বিজগন।
দ্বিজগন বলে দ্বিজ হইলা বাতুল
তোর কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল।
দেখিলে হাসিব যত দুষ্ট ক্ষত্রিগন
বলিবেক লোভি এই যত দ্বিজগন।
সভা হইতে সভাকারে দিবে খেদাইয়া
পাবার থাকুক কায্য লইব কাড়িয়া।
এত বলি ধরাধরি করি বশাইল
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল।

কিকারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন।
যে লক্ষ বিন্ধিতে ভঙ্গদিল রাজাগণে
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন জনে।
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ
তবে নিবারণ আমা সভার কি কায।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়িদিল সভে
ধনুক নিকটে ধনঞ্জয় গেল তবে।
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস
অসম্ভব কর্ম্ম দেখি দ্বিজের প্রয়াস।
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ
যাহে পরাজয় হইল রাজার সমাজ।
সুরাসুর যেই যেই হিপুল ধনুক
তাহে লক্ষ বিন্ধি চাহে দরিদ্র ভিক্ষুক।

কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান
বাতুল হইল কিম্বা বুঝি অনুমান।
কিবা মন করিয়াছে দেখ একবার
পারিলে পারিবে নহে কি যাবে আমার।
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণেরে এমনে না ছাড়িব
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব।
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন
সামান্য মনুষ্য বলি না জান এ জন।
দেখ দ্বিজ মন স্মিজ জিনিয়া মুরতি
পদ্মপুষ্প যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর অতুল
খগরাজ করে লাজ নাশিকা অতুল।

দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর
গজ স্কন্ধ গতি মন্দ মত্ত করিবর ।
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানু লম্বিত
করিকর যুগবর জানু সুবলিত ।
বুকপাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী
দেখি ইহা ধৈর্য্য হিয়া নহিবে কামিনী ।
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে
অগ্নি অংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিল নাগে ।
এইক্ষনে লয়মনে বিন্ধিবেক লক্ষ
কাশী ভনে কৃষ্ণ জনে কি কর্ম্ম অশক্য ।

এই মত রাজাগন করয়ে বিচার
ধনুর নিকটে গেল কুন্তির কুমার ।

প্রদক্ষিণ ধনুক করিল তিনবার
শিবদাতা শিবে বীর কৈল নমস্কার।
বামকরে ধরি ধনু তুলিল অর্জুন
লোয়াইয়া ঘুচাইল কর্ণদত্ত গুন।
পুনঃ গুন দিয়া পার্থ দিলেক টঙ্কার
শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সভার।
গুরু প্রনমিব বলি চিন্তিল হৃদয়
সাক্ষাত কি রূপ হব অজ্ঞাতসময়।
পূর্ব্বে গুরু দ্রোনাচার্য্য কহিল আমারে
মোরে যদি প্রনাম ইচ্ছহ করিবারে।
আগে একঅস্ত্র মারি কর সম্ভোষিন
আর অস্ত্র মারি পায় করিবে বন্দন।

সেই অনুসারে পার্থ চিন্তে মনেমনে ।
ভুমিতলে নাহি স্থল লোকের গহনে ।
বিশেষে সভারে বিদ্যা দেখাবার তরে ।
শূন্যেতে স্থাপিল অস্ত্র পবনের ভরে ।
দুই অস্ত্র যাইল তবে ইন্দ্রের নন্দন
বরুন অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরন
আর অস্ত্র পুনায় করিল গিয়া পায়
কল্যান করিয়া দ্রোন একদৃষ্টে চায় ।
বিস্ময় হইয়া দ্রোন চিন্তে মনেমন
মোর প্রিয়শিষ্য এই হবেক সুজন ।
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার
কর যোড়ে পার্থ তারে কৈলা নমস্কার ।
দ্রোন বলে হের দেখ সান্তনুতনয়
লক্ষবেন্ধা ব্রাহ্মন তোমারে পুনময় ।

ভীষ্ম বলে আমি ক্ষত্রি এ হয় ব্রাহ্মন
আমারে প্রনাম সে করিবে কি কারন ৷
দ্রোন বলে দ্বিজ এই না হয় কদাপি
ক্ষত্রিকুল শ্রেষ্ঠ এই চন্ন দ্বিজরূপী ৷
যেই বিদ্যা দেখাইল সভাবিদ্যামানে
মোর শিষ্য বিনে ইহা অন্যে নাহি জানে ৷
বড়২ রাজা ইহা কেহ নাহি জানে
এ বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মনে ৷
বিশেষে তোমারে সে করিলে নমস্কার ৷
তোমার বংশেতে জন্ম হইয়াছে ইহার
এক্ষনে বিদিত আর হবে মুহুর্ত্তেকে
কতক্ষন লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে ৷
ভীষ্ম বলে আমিহ হৃদয়ে ভাবিতেছি
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি ৷

যেইক্ষণে ইহার দেখিল আমি মুখ
কহনে নাযায় যত জন্মিতেছে সুখ।
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে।
দ্রোণাচার্য্য বলেন কহিতে ভয় করি
কেহ পাছে শুনে ইহা দুষ্টলোকে ডরি।
বিশেষে অনেক দিন মৈল যেই জনে
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে।
ভীষ্ম বলে কহ গুরু কি ভয় তোমার
কে মরিল বহুদিন কি নাম তাহার।
দ্রোণ বলে যে বিদ্যা করিল এ সভায়
পার্থ বিনা মোর ঠাই কেহ নাই পায়।
পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিল অঙ্গীকার
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার।

সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে
যত্নে দিয়াছিলা মোরে ভৃগুর তনয়ে।
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে
তেঁই পার্থ বলি ইহা লয় মোর মনে।
পার্থের শুনিয়া কথা ভীষ্ম শোকাকুল
নয়নের জলেতে তিতিল অঙ্গের দুকূল।
কি বলিলা আচার্য্য করিলা কোন কর্ম্ম
জ্বালিলে নির্বান অগ্নি দগ্ধ হৈলে মর্ম্ম।
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কানে
আর কোথা পাইব সে সাধু পুত্রগণে।
এত বলি কান্দে ভীষ্ম সজল নয়ন
দ্রোণ বলে ধৈর্য্য হও ত্যেজ শোকমন।
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তির নন্দন
দেব হইতে জন্ম পাণ্ডব পঞ্চজন।

পাণ্ডুপুত্র পুড়ি মৈল কহে সর্ব্বজনে
সে কথায় আমার প্রত্যয় নাহি মনে।
বিদুরের মন্ত্রনায় তাঁহে গেলা তরি
এই কথা ভাবি আমি দিন পাছে করি।
হেন নিত্ত কার আছে মুনিগান বলে
পাণ্ডবের মরন নাহিক ক্ষিতিতলে।
এত শুনি ভীষ্ম বীর তেজিল ক্রন্দন।
দুই জনে কল্যান করিল হৃষ্টমন
যদ্যপীহ কুন্তিপুত্র হইবে ম্লানগুনি।
লক্ষ বিন্ধি লবে এই দ্রুপদনন্দিনি
তবে পার্থ প্রনমে গোবিন্দে জোড়হাতে
পাঞ্চজন্যশঙ্খ বাদ্য হয় যেই ভিতে।
দেখিয়া কল্যান কৃষ্ণ কৈল হৃষ্টমতি
হাসিয়া বলিলা তবে বলভদ্রপ্রতি

অবধানে দেখ হের রেবতিবল্লভ
তোমারে প্রনাম করে মধ্যম পাণ্ডব।
রাম বলে ধনঞ্জয় বিন্ধিবেক লক্ষ
কন্যা লৈয়া যাইবারে না হইবে শঙ্কা।
একা ধনঞ্জয় এত সমূহ বিপক্ষ
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা একলক্ষ।
অনুপম রূপ কৃষ্ণা অনঙ্গ মোহিনী
সভাকার মন হরিয়াছে সে ভাবিনি।
এই হেতু সভাই করিবে প্রানপন
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজাগন।
বিশেষে ব্রাহ্মন বলি পার্থে সভে জানে
এত লোকে কি করিবে পার্থ এক জনে।
কৃষ্ণ বলে অন্যায় করিবে দুষ্টগন
তুমি আমি বসিয়াছি কিসের কারন।

আমি বিদ্যমানেতে করিবে বলা-কার
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার।
জগজ্জনের আমি অন্তে হই দাতা
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফলদাতা।
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব
তবে কেন জগন্নাথ নাম লোকে লব।
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি
পূর্ব্বে যেন নিক্ষত্রি করিল ভৃগুপতি।
নিঃশেষ করিতে অবনির মহাভার
তেঞী জন্ম অবনিতে হয়েছে আমার।
গোবিন্দের বাক্য শুনি রাম চিন্তে মনে
গোবিন্দের চরণে কাশীদাস বিরচনে।

তবে পার্থ প্রনমিল ধর্ম্মের চরনে
দেখি যুধিষ্ঠির বলে চাহি দ্বিজগনে।
লক্ষবিন্ধা ব্রাহ্মন প্রনমে কৃতাঞ্জুলি
কল্যান করহ তারে ব্রাহ্মনমগুলি।
শুনি দ্বিজগন বলে স্বস্তি স্বস্তি বানী
লক্ষ বিন্ধি প্রাপ্তি হওক দ্রুপদ নন্দিনি।
ধনু লৈয়া ধনঞ্জয় পাঞ্চালে ডাকিল
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ বলি জিজ্ঞাসিল।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে
চক্রছিদ্র পথে মৎস্য পাইয়ে দেখিতে।
কনকের মৎস্য তার মানিক নয়ন
সেই মৎস্যচক্ষু বিন্ধিবে যেই জন।
সে লভিবে মোর ভগ্নি দ্রুপদদুহিত
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহারথ।

ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্নে টানে গুন
অধোমুখ করি বান ছাড়িল অর্জুন।
সুদর্শন জগন্নাথ করিল অন্তর
মৎস্যচক্ষু ভেদিলেক অর্জুনের শর।
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার
অর্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার।
আকাশে অমরগন পুষ্পবৃষ্টি কৈল
জয়২ শব্দ দ্বিজ সভামধ্যে হৈল।
বিন্ধিল২ বলি হৈল মহাধ্বনি
শুনিয়া বিস্ময় হৈল যত নৃপমনি।
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব নৃপমনি
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যজ্ঞসেনি।

ভিক্ষুক দরিদ্র এই সহজে হীনজাতি
লক্ষ বিন্ধিবার ইহার কোথায় শকতি।
মিথ্যা গোল কি কারনে কর দ্বিজগন
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মন।
ব্রাহ্মন বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি
ইহার উচিত এইক্ষনে দিতে পারি।
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধ লক্ষ শূন্যেতে আশ্রয়
বিন্ধেছে কি না বিন্ধেছে কে জানে নির্ণয়।
বিন্ধিল২ বলি মিথ্যারব কৈল
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগন
নির্ণয় করিতে জল করে নিরীক্ষন।
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নহে
ছায়া দেখি কেমতে তাহা হইব প্রত্যয়ে।

শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটীয়া পাড়িবে
সাক্ষাতে দেখিলে সে না প্রত্যয় জন্মিবে।
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি
এই রূপে কহিলা যতেক দুষ্টমতি।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল পাঞ্চালনন্দন
হাসিয়া অর্জুন বীর বলেন বচন।
অকারনে মিথ্যাদ্বন্দ কর তুমি সভে
মিথ্যা দ্বন্দ্বে কথা কহে সে কার্য্য নাহি লভে
কতক্ষন জলের তিলক থাকে ভালে
কতক্ষন রহিবে শূন্যেতে শিলে যাইলে।
সর্ব্ব কাল অন্ধকার রাত্রি নিশা রহে
মিথ্যা২ সত্য২ লোকে খ্যাত হয়ে।
অকারনে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন
লক্ষ কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন।

একবার কার্য্য আছুক শতবার বলে
যতবার কহিবে বিন্ধিব অবহেলে।
এত বলি অর্জুন লইল ধনুঃশর
আকর্ণ পুরিয়া বিন্ধে ইন্দ্রের কোঙর।
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুকে
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ সভার সম্মুখে।
বিস্ময় দেখিয়া ভাবে সব রাজাগন
জয়২ শব্দ করে সকল ব্রাহ্মন।
হাতে দধির পাত্র মাল্য দ্রৌপদি সুন্দরী
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি।
দধি মাল্য দিতে পার্থে কৈল নিবারন
দেখি অনুমান করে সব রাজাগন।
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মন নিষেধিল।

সহজে দারিদ্র নির্দ্ধন জীর্ণঘলি
তৈল বিনে শির দেখ হয়েছে জটিলি।
রত্ন হীন সহিতে দ্রুপদ রাজা দিবে
এই হেতু বরিতে না দিল হীনলোভে।
ব্রহ্মতেজে লক্ষ বিন্ধিলেন তপোবলে
কি করিবে কন্যা তার অন্ন নাহি মিলে।
হীনের প্রয়াস দ্বিজ বুঝিল কারণে
চর পাঠাইয়া তত্ত লহ এইক্ষনে।
এত বলি রাজাগন বিচার করিয়া
অর্জুনের স্থানে দুত দিল পাঠাইয়া।
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর
রাজাগন পাঠাইল তোমার গোচর।
যে বলিল তোমারে করিয়ে নিবেদন
তোমা সম বর্ম্ম নাহি করে কোন জন।

দুর্য্যোধন রাজা এই কহিল আমায়
মুখ্যপাত্র করি তোমায় রাখিব সভায়।
বহুরাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব
একশত দ্বিজকন্যা বিভা করাইব।
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদদুহিতা।
শুনিয়া অর্জুন বীর অগ্নি হেন জলে
দুইচক্ষু রক্তবর্ণ দ্বিজ প্রতি বলে।
ওহে দ্বিজ যেমত তুমি বলিলা বচন
অন্যজাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ।
তেকারনে মোর ঠাঞী পাইলা জীবনে
এ কথা কহিয়া কে জীবেক মোর স্থানে।
আর তাহে দুত তুমি কি দোষ তোমার
মোর দুত হয়ে তথা যাহ পুনর্ব্বার।

দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজাগনে
অভিলাষ তোমসভার আছে যদি মনে।
আমি দিব তামসভারে পৃথিবী জিনিয়া
নানা রত্ন ধন দিব কুবের জিনিয়া।
তোমা সভাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি
এই কথা সভাস্থানে কহিবে আপনি।
শুনিয়া সত্বরে তবে গেলা দ্বিজবর
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জলে
এত শুনি রাজাগন ক্রোধে তারে বলে।
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হইল রাজ্ঞার
হেন বুঝি লক্ষ বিদ্ধি হয়েছে অহঙ্কার
রাজাগনে এতাদৃশ বচন কহিত
দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত।

রাজাগনে এতাদৃশ কুচ্ছিত বচনে
প্রান আমা থাকিতে কহিব কোন জনে।
দ্বিজ জাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ
হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ।
এ হেন দুর্ব্বাক্য ভাষা কার প্রানে সহে
বিশেষে এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মনের নহে।
ক্ষত্রিস্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কায
দ্বিজ হৈয়া কন্যা লবে ক্ষত্রিকুলে লাজ।
এমত কহিয়া যদি রহিবে জীবন
এইমতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগন।
তেকারনে ইহারে ওচিত শাস্তি দিব
অন্য স্বয়ম্বরে তবে এমত না হব।

দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার
আয়া সভা নাহি মানে করে অহঙ্কার।
মহারাজাগন ত্যেজি বরিল ব্রাহ্মণে
এমত কুৎচ্ছিতকর্ম্ম সহে কার প্রানে।
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত
দারিদ্র ব্রাহ্মনে দিবে সভার বিহিত
মারহ দ্রুপদ আজি সপুত্র সহিত
মার এই ব্রাহ্মনেরে বধে নাহি ভীত।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুন্যবান।

যার যেবা লৈয়া অস্ত্র যত রাজাগন
জরাসিন্ধু শল্য সাল্ব দুর্য্যোধন।

শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি
রুক্মি ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি।
চিত্রসেন যদুসেন চন্দ্রসেন রাজা
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা।
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু রাজন
অনুরেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুসেন ভূষণ।
যার যে লইয়া সৈন্য নৃপতিমণ্ডল
নানা অস্ত্র বরিষে যেন বরিষারজল।
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি ভুষণ্ডি তোমর
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গর।
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্রবৃষ্টি।
দেখিয়া দ্রোণাদি দেখি কম্পিত হৃদয়
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহেন বিনয়।

না দেখিয়ে দ্বিজবর ইহার উপায়
বেড়িলেক রাজাগন সমুদ্রের প্রায়।
ইথে কি করিব মোর পিতার শকতি
নিশ্চয় জানিল আর নাহিক নিস্কৃতি।
অর্জুন বলিল তুমি রহ মোর কাছে
দাণ্ডাইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে।
কৃষ্ণা বলে কহ দ্বিজ অপূর্ব কাহিনি
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমনি।
হাসিয়া অর্জুন বলে দেখ গুনবতী
একেশ্বর বিনাশিব সব নরপতি।
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতী
একাসিংহে নাহি পারে অজাযুথপতি।
একেশ্বর গরুড় সকল বিষ নাশে
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে।

একাব্যাঘ্র কি করিবে লক্ষমৃগ ক্ষুদ্র
একা শেষ বিষবীর মথিল সমুদ্র।
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা
সেই মত নৃপগণে করিব আমি একা॥
এত বলি ধনঞ্জয় কৃষ্ণা আশ্বাসিল
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ সন্ধান পুরিল।
তবেত দ্রুপদ রাজা পুত্র সমুদিত
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি সহিত সভাজিত॥
যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ কৈল নারিল সহিতে
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে।
একেশ্বর অর্জুনে বেড়িল নৃপগণ
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবননন্দন।
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়
দেখিয়া সঙ্কোচচিত্ত হৈলা ধর্ম্মরায়।

যুধিষ্ঠির বলে ভাই অনর্থ হইল
একলক্ষ রাজা একা অর্জ্জুনে বেড়িল।
শীঘ্র যাহ নিবারিয়া আনহ অর্জুনে
দ্বন্দ করিবার কিছু নাহি প্রয়োজনে।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা পাইয়া বীর বৃকোদর
ওপাড়িয়া লৈল এক দীর্ঘতরুবর।
দশযোজন দীর্ঘতরু নিমুত্র করিয়া
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া।
ক্ষত্রিগন চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগান
ভীমের পাছে পাছে ধাইল সর্ব্বজন।
হের দেখ ক্ষত্রি পাপিষ্ঠ দুরাচার
সভামধ্যে লক্ষ দ্বিজ বিন্ধিল আমার।
লক্ষবিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন
এবে দ্বন্দ করে কেন একান্ত ব্রাহ্মন।

এমত অন্যায় বল কার প্রানে সহে
যুদ্ধ করি প্রান পাছে দিব দ্বিজ রায়ে।
মরিব২ আজি করিব সমর
হেন কর্ম্ম সহিব কাহার কলেবর।
এত বলি দ্বিজ দণ্ড লইয়া সে করে
মৃগচর্ম্ম করি দৃঢ় বান্ধি কলেবরে।
লক্ষ২ ব্রাহ্মন ধাইল বায়ুবেগে
হাতে ঠেঙ্গা করিয়া নৃপতিগন আগে।
দেখিয়া বলয়ে পার্থ করি কৃতাঞ্জলি
মাথায় লইয়া দ্বিজগন পদধুলি
তুমি সব দন্দ্বে আইলা কিসের কারন
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন।
যাহারে করিয়ে ভয় মুখের বচনে
তাহার সহিত দন্দ নহে সুশোভনে।

তোমা সভাকার মাত্র চরণ প্রসাদে
দুষ্ট ক্ষত্রিগণেরে মারিব পরমাদে ।
যেন যত দুষ্টাচার করিয়াছে সর্ব্বে
তাহার উচিত এইক্ষনে শাস্তি পাবে ।
এত বলি নিবারণ কৈল দ্বিজগণ
রাজাগণ সুখে থাইল ইন্দ্রের নন্দন ।
হাঁসিয়া বলিল রায দেখ ভগবান
পূর্ব্বে যেই কহিয়াছি হৈল বিদ্যমান ।
এই দেখ লক্ষরাজা একত্র হইয়া
বেড়িলেক অর্জুনেরে সসৈন্য লইয়া ।
একাপার্থ প্রবোধিব কত কত জনে
প্রতিকার ইহার না দেখিয়ে নয়নে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সব মিলি রাজাগণে
দ্বিজ মারি কন্যা দিব রাজা দুর্য্যোধনে ।

রায়ের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ
নয়নযুগল যেন বিকচারবিন্দ।
ক্ষনেক রহিয়া কৃষ্ণ করিল উত্তর
যে বলিলে সত্য দেব যাদবঈশ্বর।
একলক্ষ নৃপতি বেড়িল একজনে
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য পরানে।
অর্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি
মুহূর্ত্তেকে নিতে পারে সসাগরা ভূমি।
মনুষ্য ঘাতেক আর সুরাসুর সহ
অর্জুনের সঙ্গে যদি করিবে কলহ।
ওদায় বনেতে যেন মদমত্ত নাগ
তারে কি করিতে পারে রাজাগন ছাগ।
কহিলে যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজাগনে
দ্বিজ মারি কন্যা দিব রাজা দুর্য্যোধনে।

সিংহ কোথায় চন্দ্রমা হরিবারে পারে
ব্যাঘ্র মুখে আমিষ্য শৃগাল কোথা নরে।
তবে যদি অর্জুনের ন্যূনতা দেখিব
সুদর্শনচক্রে আমি সভারে ছেদিব।
শুনি বলভদ্র হৈল সভয় অন্তর
স্নেহশিষ্য দুর্য্যোধন অতিপ্রিয়তর।
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আছয়ে অন্তরে
এই ছলনাতে পাছে সভা বধ করে।
চিন্তিয়া বলিল রাম চাহি নারায়নে
আমা সভাকার দ্বন্দে নাহি প্রয়োজনে।
বিশেষে আপনে বল পার্থ মহাবল
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক নৃপতি সকল।
সেই কথা পরিক্ষা করিব এইস্থানে
অভ্যন্তরে থাকি যুদ্ধ দেখহ আপনে।

গোবিন্দ বলিল আমি না যাইব রণে
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে।
একপার্থে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে
হয় নয় এখনে দেখিবে বিদ্যমানে।
সুমেরু টলিবে শুষিবেক সিন্ধুজল
শীতল হইবে যদি বড় দাবানল।
পশ্চিমে উদয় যদি হব দিনমণি
তথাপি অর্জুনে কেহ না পারিবে জানি।
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন
নিঃশব্দে রহিল রায় হইয়া বিমন।
একলক্ষ নৃপতি বেড়িল চতুর্দ্দিগে
নাহিক সম্ভ্রম পার্থ সিংহ যেন মৃগে।
হিমাদ্রি পর্ব্বত প্রায় বীর মহাবীর
সমুদ্র সদৃশ বুদ্ধি জিনিয়া গভীর।

অস্ত্রগণ মধ্যে যেন কালান্তক যম
ইন্দ্রের নন্দন বীর ইন্দ্রপরাক্রম।
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়
তাদৃশ অর্জুন অঙ্গে বাণবৃষ্টি হয়।
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর
অর্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর।
একাপার্থে কোটী কোটী বেড়িল বিপক্ষ
হাতে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবার লক্ষ।
পুত্রের সাহায্য হেতু দেব রাজা তূর্ণ
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র অস্ত্রগণ পূর্ণ।
বৈযয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ
হৃষ্ট হৈয়া বীরবর ছাড়ে সিংহনাদ।
টঙ্কারিয়া বীরগণে এড়ে অস্ত্রগণ
নিমিষেকে শরবৃষ্টি কৈল নিবারণ।

যেন মহাবাতাসে ওড়াল মেঘমালা
সমুদ্র নহরি যেন নিবারিল ভেলা।
শিশুগণমধ্যে যেন করে গোস্তুলীলা
তাদৃশ সমরে বীর করে নানা খেলা।
দাবাগ্নি নিবর্ত্ত যেন হৈল বৃষ্টিজলে
নিমিষেকে ধনঞ্জয় করিল সকলে।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত।—

প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর
মার২ শব্দে ডাকে যত নৃপবর।
চতুর্দ্দিগে সভাকার মুখে এই রব
রহ২ দুষ্টমতি দ্বিজগণ সব।

সিংহনাদ শঙ্খনাদ মুখে ঘোরনাদ
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণে গণিল প্রমাদ ।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব
দেখ হের অন্তে যেন উথলে অর্ণব ।
উঠহ দ্বিজ সর্ব্ব চলহ সত্বর
নির্ভয় হয়েজ মনে নাহি কিছু ডর ।
মরিবার হেতু দুষ্ট সঙ্গে আনিছিলে
আপনিহ মৈল সব দ্বিজে দুঃখ দিলে ।
ক্ষত্রি রাজাগণ সহ হইল বিবাদ
আজুক দক্ষিণা প্রাণে পড়িল প্রমাদ ।
পলাহ দ্বিজ চলহ সত্বর
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর ।
ক্ষত্রির কর্ম্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে
রাজকন্যা দেখি লক্ষ বিন্ধিলেক লোভে ।

এথায় রহিতে আর নাহি প্রয়োজন
এত বলি পালাইল যতেক ব্রাহ্মণ।
বিংশতিসহস্র শিষ্য লইয়া মার্কণ্ড
পঞ্চদশ লইয়া ধায়েন মুনি কৌণ্ড।
বাইশ শহস্র শিষ্য লৈইয়া যায় ব্যাস
পৌলস্ত্যমুনি ধায় বহে ঊর্দ্ধশ্বাস।
ষষ্ঠিদশসত শিষ্যে পলায় দুর্ব্বসা
দ্বাদশসহস্র গর্গ নাহি স্ফুরে ভাষা।
পঞ্চবিংশসহস্রেতে পরাসর মুনি
চতুর্দ্দিগে ধায় সভে নাহি স্ফুরে বাণী।
দ্বন্দ দেখি হরষিত দ্বন্দপ্রিয় ঋষি
কর তালি দিয়া তারা নাচে হাসি হাসি।
লাগং বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে
ফণং সকল রাজারে গালি পাড়ে।

বার্থ ক্ষত্রিকুলে জন্ম কার্য তুমি সব
একাদ্বিজ করিল সভারে পরাভব।
কন্যা লৈয়া যাবে যদি দারিদ্র ব্রাহ্মণ
কোন লাজে লোকে তোরা দেখাবি বদন।
এত বলি ঊর্দ্ধবাহু নাচে তপোহিন
রাজার তুমলযুদ্ধ না যায় লিখন।
সভাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের নন্দন
করিল প্রহার নিজ অস্ত্রে রাজাগন।
কাহারো কাটিল ধনু কার কাটে গুন
কাহার কাটিল খড়্গ কারো কাটে তূন।
কাহার কাটিল রথ কাহার সারথি
কহার কাটিল শর শেল শূল শক্তি।
নিরস্ত্র করিয়া তবে যত রাজাচয়
দশ২ বান বিন্ধে সভার হৃদয়।

মুখে পঞ্চ ভুজে চারি চারি চারি পায়
মুর্চ্ছিত হইয়া সভে রথ ছাড়ি যায়।
রথ ফিরাইল যত রথের সারথি
ভঙ্গ দিল চতুর্দ্দিগে যত নরপতি।
পাণ্ডু পানে চাহি পার্থ কৃষ্ণারে আশ্বাসে
পাছে থাকি ভানুকর্ণ খলখল হাসে।
কি কর্ম্ম করিস দ্বিজ মুখে নাহি লাজ
পরনারী সঙ্গাসহ কেন সভামাঝ।
আপনার ভোজ্য আগে করহ ব্রাহ্মণ
তবে কৃষ্ণা সহ কহ কথোপকথন।
অনদ্ভুত শুনিবারে উপহাস কথা
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছ রাজার দুহিতা।

লেগুটিয়া দেখে পার্থ রাধার নন্দনে
পার্থ বলে কহ কর্ন আছয়ে জীবনে।
অরে কর্ন দুরাচার বীন্য তোর প্রান
জিয়ন্ত আছহ তুমি খাইয়া মোর বান।
কর্ন বলে দ্বিজবর বুঝি ভাষা কহ
কোন দেশে ঘর তোর আয়া না জানহ।
ব্রাহ্মন বলিয়া আমি করি ওপরোধ
কার প্রান জিয়ে আমি করিলেক ক্রোধ।
কর্নবাক্য শুনি পার্থ হাসিয়া বলিল
দ্বিজ বলি আমি তোরে কখন কহিল।
যুদ্ধভয় করি প্রায় কহ এই রূপে
দুর্যোধনে ভাগ্ডি রাজ্য খাও এই যুগে।
ক্ষত্রিনীর্ত আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত
নাহি যুদ্ধ তার সনে যেই ভয়ভীত।

ক্ষত্রিনীত আছে হেন শাস্ত্রের বিধান
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মনশুদ্ধ একই সমান।
তুমি বড় বিষ্মিতর ব্রহ্মবিভয়
তেঞী একজনেরে বেড়িলে রাজাচয়।
হারিয়া এক্ষন বল কৈল গুপরোধি
কে বলিল তোমারে করিতে শাম্য ক্রোধি।
যত শক্তি আছে তোর নাহি কর ক্ষমা
ব্রাহ্মন বলিয়া তুঞী না জানিস আমা।
অর্জুনের বাক্য শুনি কর্ন কোপে জলে
নানাবর্ন অস্ত্র বীর পার্থোপর ফেলে।
কর্ন বিনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাটান্তর
হাতে বৃক্ষ গুপনীত বীর বৃকোদর।
মারং বলি অস্ত্র ফেলে চতুর্দ্দিগে
আষাঢ় শ্রাবনে যেন বরিষয়ে মেঘে।

মুষল মুদ্গর শেল শূল শক্তি জাঠি
গদা চক্র পরশু ভুষণ্ড কোটিং ।
মারং বলি সভে চতুর্দ্দিগে ডাঁকে
বৃষ্টিবত নানা অস্ত্র ফেলে ঝাঁকেং ।
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদর
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর ॥
বাযুর নন্দন ভীম বাযুপরাক্রম
অজাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ যেন ব্যাঘ্র নাহি সম ॥
পরম আনন্দ যার পাইলে বিক্রম
এত অস্ত্র প্রহারে তিলেক নাহি শ্রম ॥
সংগ্রাম আহার আর রমণি রমণে
তিন ঠাঞী ভঙ্গ যার না হয় কখনে ।
অনলের তেজ যেন ঘৃত দিলে বাড়ে
ক্রোধেতে জ্বলে ভীম যত অস্ত্র পড়ে ।

জন্তুগন মধ্যে যেন যুগান্তক অন্ত
ভীম বিহরে যেন দেখি সন্ধ্যাকান্ত।
প্রলয়ের মেঘ যেন জিনিয়া গর্জ্জন
বৃক্ষ বুলাইয়া অস্ত্র কৈল নিবারন।
আথালি পাথালি বীর মারে বৃক্ষবাড়ি
সহস্রং চূর্ন হয় ভূমে পড়ি।
ভাঙ্গিল অনেক রথ রথি অশ্ব দ্বিজ
সহস্রং ঘোড়া লক্ষং গজ।
দক্ষিন বাযেতে বীর ধায় আগে পাছে
মুহুর্ত্তেকে বহুসৈন্য নিপাতিল গাছে।
মুণ্ড তুলি বৃকোদর যেই ভিতে চাহে
পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়ে।
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর।

মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে
দানবগনের মধ্যে যেন আখণ্ডলে।
দণ্ডহাতে যম যেন বজ্রহাতে ইন্দ্র
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ।
যে দিগে বৃকোদর সৈন্যে যায় খেদি
দুই দিগে তট যেন মধ্যে হয় নদী।
যতেক দেখিয়া সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা
খরশ্রোতে রক্তবহে ভাদ্রে যেন গঙ্গা।
ব্যাঘ্র যেন খেদি যায় ছাগলের পাল
পলায় যতেক রাজা নাহি বান্ধে বাল।
সঙ্গেতে থাকয়ে যার সদা নৃপবৃন্দ
ত্রিংশ অক্ষোহিনিপতি ধীর জরাসিন্ধু।
একাদশ অক্ষোহিনিপতি দুর্য্যোধন
সাত অক্ষোহিনিপতি বিরাট রাজন

পঞ্চ অক্ষোহিনিপতি যায় শিশুপাল
নব অক্ষোহিনিপতি কলিঙ্গভুপাল।
বিভু অনু বিভু চারি অক্ষোহিনিপতি
কোথা গেল রথ গজ তুরঙ্গ পদাতি।
এহা একি প্রান লৈয়া সভাই পলায়
আইল২ বলি পাছেতে নাহি চায়।
মুকুট পড়িল খসি আর রথের ধনুক
তুলিয়া লইতে কেহ নাহি বান্ধে বুক।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সভে পাছে নাহি দেখে
মার২ বলিয়া ভীম বীর ডাকে।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন হৃদয়।
জন্তু বধিয়ে যেন মৃগপতি নির্দ্দয়।
শরন লইনু বৈলে যারে আছাড়িয়া
পলাইলে রক্ষা নাই মারিল বাড়িয়া।

পলায় নৃপতিগণ না দেখে নিস্কৃতি
গর্জিয়া লেওছিল যদের অধিপতি।
নানা অস্ত্র প্রহার করে ভীমের ওপর
বৃক্ষ লৈয়া প্রহারয়ে বীর বৃকোদর।
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া গেল
লাফ দিয়া শল্য রাজা ভূমেতে পড়িল।
হয় রথ চূর্ণ হৈল বৃক্ষের প্রহারে
গদা লৈয়া শল্য রাজা ভূমের ওপরে।
গদাহস্ত শল্য রাজা ভ্রুহস্ত ভীমে
দোঁহাকার মহাযুদ্ধ নাহিক ওপমে।
কৌতুক দেখয়ে সভে থাকিয়ে অন্তরে
মণ্ডলি করিয়ে দোঁহে চারিভিতে ফিরে।
পর্ব্বত ওপরে যেন পড়িল পর্ব্বত
সর্ব্ব রাজাগণ যেন মানিল অদ্ভুত।

পর্ব্বত উপরে যেন বজ্রাঘাত হইল
অদ্ভুত দোঁহাকার শব্দেতে পূরিল।
পর্ব্বত পড়য়ে যেন পর্ব্বত উপর
মহাশব্দে প্রহারে দোঁহার কলেবর।
দুই মত্তহস্তি যেন পর্ব্বত উপর
দুই মত্তবৃষ যেন গোষ্ঠের ভিতর
প্রলয়ের মেঘ যেন দোঁহার গর্জ্জন
ঘনং হুহুঙ্কারে কাঁপে সর্ব্বজন।
বিপরিত দোঁহার দন্তের কড়মড়ি
ভূমিকম্প চরণে চলনি ভড়বড়ি
এইমত কতক্ষন হইল সমর
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় বীর বৃকোদর।
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ন হৈয়া যায়
দেখিয়ে সকল রাজা পলাইয়া যায়।

ঘুরাইয়া বৃক্ষ প্রহারিল সব্যহাতে
খসিয়া পড়িল গদা গুরুতরঘাতে।
নিরস্ত্র হইল শল্য কিছু নাহি আর
লাফ দিয়া ধরে তারে পবনকুমার।
শল্যেরে ধরিল ভীম দূরে ফেলি বৃক্ষ
পায় ধরি তাহারে ঘুরায় অন্তরিক্ষ।
দেখিয়া হাসয়ে যত ব্রাহ্মণমণ্ডলি
টিটকারি দিয়া নাচে দিয়া করতালি।
অরে২ দুষ্টগণ অকর্ম্ম করিলে
তাহার উচিত ফল হাতে২ পাইলে।
দয়াযুক্ত হৈয়া তবে যতেক ব্রাহ্মণ
ছাড়২ বলিয়ে করিল নিবারণ।
এই যদুপতি সদা ব্রাহ্মণ সেবয়ে
তেকারনে মারিবারে উচিত না হয়ে।

হৈল যেন শল্যরাজা হরিল যে জ্ঞান
আর দুই তিন পাকে ছাড়িব পরান ।
তবে ভীম যতেক দ্বিজের গুণরাশি
বিশেষে মাতুল জানি ত্যাগ কৈল ক্রোধ ।
মৃতপ্রায় করিয়া শল্যেরে ছাড়ি দিল
দেখিয়া যতেক রাজা বিস্ময় হইল ।
বাহুযুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে
এক হলধর আর বৃকোদর পারে ।
মনুষ্যের কর্ম্ম নয় জানিল নিশ্চয়
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয় ।
প্রাণ লইয়া পলায় যতেক নৃপবর
খেদাড়িয়া পাছে২ যায় বৃকোদর ।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত
কাশীদাস কহে সাধু শুনে অভিরত ।

অর্জুন কর্ণের যুদ্ধ লোকে অনুপম
পূর্বে যেন যুদ্ধ হইল রাবণ শ্রীরাম।
যেন বৃত্র বৃত্রহা মারিব ওমারিব
বালি সুগ্রিবেতে কিবা গজেন্দ্র কচ্ছপ।
নানা অস্ত্র দুই জনে দোঁহারে যোদায়
দূরে রহি রাজাগন দাণ্ডাইয়া চায়।
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ
একবানে সৃজিলে সহস্রশত সাপ।
মহাশব্দে আইশে সর্প যুড়িয়ে আকাশ
দেখিয়ে নৃপতিগনে লাগিল তরাস।
হাসিয়ে গরুড় অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ।
শতং খগবর উড়য়ে আকাশে
ভুজঙ্গ গিলিয়ে পাখে গিলিতে আইশে।

অগ্নি অস্ত্র এড়ি পার্থ সৃজিল অনল
আগুনে পক্ষের পাক্ষা পুড়িল সকল।
ঝাঁকে২ অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের ওপর
দেখি কর্ণ এড়িলেক অস্ত্র জলধর।
বৃষ্টিকরি নিবারন কৈল বৈশ্যানর
মুষলধারায় জল বর্ষে পার্থোপর।
তবে পুনর্ব্বার পার্থ পুরিল সন্ধান
বৃষ্টি নিবারিতে বীর এড়ে দিব্যবান।
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পুরিল সন্ধান
ওড়াইল জল অস্ত্র পার্থ বলবান।
বায়ু অস্ত্রে ওড়াইল যত মেঘচয়
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়।
সাহিয়ে আকাশ অস্ত্র সংহারিল বাত
এইমত দুই২জনে হয় অস্ত্রাঘাত।

সুচিমুখ অর্দ্ধচন্দ্র পরশু তোমর
জাঠা জাঠি শক্তি শেল মুষল মুদ্গর।
নানা অস্ত্র ফেলে দোঁহে যেবা যত জানে
মুষলধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখিয়ে আর
দিন দুইপ্রহরে হইল ঘোর অন্ধকার।
আকাশে প্রশংশা করে যতেক অমর
বিস্মিত নৃপতি যত দেখিয়ে সমর।
বিস্মিত হইয়া কর্ন বলয়ে বচন
কহ তুমি বেশধারি কি হেতু ব্রাহ্মন।
কিম্বা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরুপাক্ষ।
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদ কিম্বা তুমি রাম
কিম্বা তুমি জয়ন্ত পাণ্ডবার্জ্জুননাম।

এত জন মধ্যে তুমি হবে কোন জন
মোর ঠাঞি অন্যকে জীবেক এতক্ষন ।
এত শুনি হাসিয়ে বলিল ধনঞ্জয়
মোর কিবা হৈব তোরে দিলে পরিচয় ।
মোর পরিচয় তোর হবো কোন কায
দারিদ্র ব্রাহ্মন আমি তুমি মহারাজ ।
একা দেখি বেড়িলে লইয়ে লস্কং
হারি পরিচয় মাগ শুনিতে অশংকা ।
যদি প্রানে ভয় হয় যাহ পলাইয়া
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া ।
অর্জুনের বাক্য শুনি আরুনি কোপিত
অরুন নয়নযুগ্ম ঘোরে বিপরিত ।
অরুননন্দন বীর অরুনপ্রতাপে
অরুনসদৃশ বান বসাইল চাপে ।

আকর্ন পুরিয়ে কর্ন এড়িলেক বান
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় কৈল খান২ ।
যত অস্ত্র ফেলে কর্ন তত ফেলে কাটী
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়িলে কিরিটী ।
চারিবানে কাটিল রথের চারি হয়
সারথি কাটিল তার বীর ধনঞ্জয় ।
বিরথি হইল কর্ন যুদ্ধের ভিতর
হাহাকার করি ধায় যত নৃপবর ।
কর্নরক্ষাহেতু সব বেড়িল অর্জুনে
হাসিয়া অর্জুন অস্ত্র কৈল বরিষনে ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে
দিনকর তেজ যেন সব প্রাণী লাগে ।
কাকং অঙ্গে অস্ত্র করিল প্রহার
সহস্র সহস্র বীর করিল সংহার ।

কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিৎ
নাশা শ্রুতি কাটিল দেখিতে বিপরিত।
ধনুক সহিৎ কাটি পাড়ে বামহাত
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাযে দাত।
ভাদ্রমাসে পাকাতাল পড়ে যেন ঝড়ে
পঞ্জেং স্থানেং পার্থ কাটি পাড়ে।
ভীষন দশন হাতে পর্ব্বত আকার
মুষল মুদ্গর ধরে মুণ্ডে সভাকার।
নবমেঘ ঘটা যেন শোভে ভুমিতলে
পার্থের নির্ঘাতে সব গড়াগড়ি বুলে।
লক্ষং তুরঙ্গ সারথি রথ রথী
অর্ব্বুদং কত পড়িল পদাতি।

অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল
দুই ভাই রাজাগণ মথিল সকল।
রক্তের বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে
রক্তমাংসাহারি বীর ঘোররব করে।
বিস্ময় হইয়া চিত্তে নর রাজাগণ
জানিল মনুষ্য নহে এই দুই জন।
এত ভাবি নিবর্ত্ত হইল রাজাগণ
দুই ভাই আনন্দিতে কৈল আলিঙ্গন।
চতুর্দ্দিগ হইতে আইল দ্বিজগণ
জয়২ দিয়া করে আশিষ বচন।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার
ইহলোকে পরলোকে হিত উপকার।
কাশীরামদাস কহে পাঁচালির ছন্দ
সজ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দ।

দশ২ যোজনে চৌদিগে হৈল খেদা
আড়ে দীর্ঘ শত ক্রোশ রক্তে হৈল কাদা।
দ্বিজ মার মার বলি পূর্ব্বে শব্দ হৈল
সেই ভয়ে যতেক ব্রাহ্মণ পলাইল।
ঊর্দ্ধশ্বাস হীন বাস যায় শীঘ্র চলি
দণ্ড কমণ্ডলু পড়ে নাহি লয় তুলি।
ফেলে চর্ম্মপাদুকা কান্ধে হৈতে ছাতা
মৃগচর্ম্ম ফেলি কেহ ছিঁড়ি ফেলে পৈতা।
বায়ুবেগে ধায় সভে পাছে নাহি চায়
লক্ষ২ চতুর্দ্দিগে ব্রাহ্মণ পলায়।
পশ্চাত হইল যুদ্ধ ক্ষত্রি ভঙ্গিয়ান
বর্নিনে না হয় রাজাগন অপমান।
কোথা রথ কোথা গজ কোথা ভৃত্যগন
কেবল লইয়া প্রান ধায় রাজাগন।

যে দিগে পারিল যাইতে সে গেল সে দিগে
পশ্চিম বাসি রাজা পলায় পূর্ব্বভাগে।
উত্তরের রাজাগন দক্ষিনেতে গেল
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিগে পাইল।
খড়াখড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ
একে চাঁপি আর যায় যেই বলবন্ত।
বৃষ উট পদা চাঁপে যায় হস্তিগন
হস্তির উপর দিয়া রথের গমন।
রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার
চাকরে চাঁপিয়া যায় ভৃত্য যানি আর।
ঠেলাঠেলি চাঁপাচাঁপি অর্দ্ধ সৈন্য মৈল
স্থানেং পর্ব্বত আকার সব হৈল।
একপদ কাটাকার কাটা দুই ভুজ
বুকের প্রহারে কেহ হৈয়াছে কুবুজ।

সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার
মুক্তকেশ গুলঙ্গ শুবনকাটা কার।
আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া
জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতরিয়া।
ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মন পলায় ত্তরে
দ্বিজে দেখি ক্ষত্রি সব লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে।
দ্বিজে ক্ষত্রিভয় হৈল ক্ষত্রি দ্বিজভয়
দ্বিজ ক্ষত্রিবেশ ধরে ক্ষত্রি দ্বিজ হয়।
ধনুর্ব্বান ফেলিল হাতের গদা শূল
মাথার মকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল
তুলিয়া লইল ছত্র দণ্ড কমণ্ডলু
ধনুর্ব্বান ভুলি লৈল ব্রাহ্মন সকল।
প্রানের ব্যগ্রতে কেহ ডুবি রহে জলে
কেহ কাঁটাবনে পৈসে কেহ বৃক্ষ ডালে।

মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে
দশযোজন গিয়া কেহ ভয়ে স্থির নহে।
ভাঙ্গিল রাজ্যের ঘর দেওল প্রাচীর।
বৃক্ষ লতা চূর্ণ হৈল প্রাসাদ মন্দির।
পঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ ঘর।
কেবল পাইল রক্ষা দ্রুপদনগর।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু জন করে পান।—

আশ্চর্য্য শুনিয়া তবে রাজা জন্মেজয়
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয়।
কহ মুনিবর পুনঃ অদ্ভুত এ কথা
পৃথিবীর রাজাগণ মিলিয়াছিল তথা।

অসঙ্খ্যা অরবুদি সৈন্য না যায় গনন
সকল দলিল মাত্র ভাই দুইজন।
না চাহি দ্রুপদ নৃপে হেন অবিহিত
ক্ষত্রি হৈয়া পলাইল রনে পাইয়া ভীত।
সমুহ ক্ষত্রির মধ্যে ছাড়িয়া কন্যারে
কি বুঝিয়া পলাইয়া গেল কি প্রকারে।
কোথা গেল বীর্ম্মরাজা সহ মাদ্রিসুত
কোথা গেল যদুবংশে শ্রীরাম অচ্যুত।
ভাঙ্গিল প্রাসাদ বৃক্ষ পর্ব্বতনগর
কেমতে রহিল কুন্তি কুম্ভকার ঘর।
কহ শুনি অপুর্ব্ব কথন মুনিরাজ
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদি মাঝ।
মুনি বলে রহস্য শুনহ কুরুরাজ
কথন বেড়িল আসি ক্ষত্রির সমাজ।

করিল অনেক যুদ্ধ দ্রুপদ নৃপতি
ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্যজিত সিখণ্ডি সংহতি ॥
শিশুপাল সহ সত্যজিতের সংগ্রাম
বিরাট সিখণ্ডি যুদ্ধ লোকে অনুপম ॥
তিন অক্ষোহিনি দলে কৈল মহারন
অনেক সংগ্রাম কৈল করি প্রানপন ॥
স্বরাসিন্ধু সহিত দ্রুপদ নরপতি
ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল যুদ্ধ কীচক সংহতি ॥
দুর্যোধনে ডাকিয়া বলিল দ্রোনাচার্য্য
নিবর্ত্তহ দ্বিজ সঙ্গে দ্বন্দ্বে নাহি কার্য্য ।
ব্রাহ্মন বিন্দিল লক্ষ সভার বিদিত
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় বিহিত ।
অবিহিত কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্ম নাহি সহে
অধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে কোথাও জয় নহে ।

অনাথ দুর্ব্বল জনে কৃষ্ণ বলবান
দুষ্টকর্ম্ম ভাল নহে তার বিদ্যমান ।
গরুড়ারূঢ় হোয়ো আছে জগতপতি
কৃষ্ণবলে যুঝে বীর হেন লয় মতি ।
যাবত না হয় ক্রোধ দেব হৃষীকেশ
চল ভালভালে প্রাণ লৈয়া যাব দেশ ।
ভীষ্ম বলে যে বলিল হইল বিদিত
কুন্তিপুত্র পার্থ এই জানিহ নিশ্চিত ।
অচল পর্ব্বত প্রায় দাঁড়াইয়া আছে
কার শক্তি নাহি যে যায়েন তার পাছে ।
মনুষ্যে কাহার শক্তি বিন্ধে হেন লক্ষ
কার শক্তি নিবারিবে এতেক বিপক্ষ ।
শরতের মেঘ যেন উড়ায় পবনে
বড়২ রাজাগণ ভঙ্গ দিল রনে ।

ভীষ্ম বলে দ্রোণাচার্য্য যাইব কেমনে
লক্ষ রাজা বেড়িলেক একক ব্রাহ্মণে।
পরার্থে দ্বিজার্থে সাধু সদা ত্যজে প্রাণ
হেন নীতশাস্ত্রে কহে আগম পুরান।
সাক্ষাতে দেখিয়া ইহা যাইব কেমনে
রাখিব ব্রাহ্মন আজি মারি রাজাগনে।
তোমা কেহ হেন কর্ম্ম না চাহি আচার্য্য
প্রানপনে করে লোক স্বজাতি সাহায্য।
হোর দেখ হীনাস্ত্র দুর্ব্বল দ্বিজগান
প্রানপনে ধাইতেছে জাতির কারন।
দ্বিজ নহে এ যদি কুন্তিপুত্র হব
এ কষ্টে রাখিয়া ইহা কেমনে যাইব।
দ্রোন বলে একা পার্থ হয় ইথে ক্ষেম
বিশেষ বুঝিব আজি পার্থের বিক্রম।

তবে অর্জুন রনেতে যদি হৈব শুম
হের দেখ বন্ধু তার দুষ্কণীন যম।
মুহুর্ত্তেকে সভাকার করিব সংহার
এক্ষানে রহিবা তেঁই ভদ্র নাহি আর।
হোর দেখ বেগে আইশে হাতে তরুবর
অন্য কেহ নহে এই বীর বৃকোদর।
জানি আমি ভাল মতে তাহার চরিত্র
নাহি পরাপর জ্ঞান যুদ্ধেতে পিরিত।
পূর্ব্বের বালক বলি নাহি জান ভীমা
পিতামহ বলিয়া না কহিবেক তোমা।
তোগৃহে পোড়াইলে সেহ ক্রোধ আছে
হোর দেখ এই দিগে আইশে হাতে গাছে
চল শীঘ্র নহিলে হইব পরমাদ
প্রায় বুঝি বৃক্ষ বাড়ি খাইতে আছে সাধ

দ্রোণের বচন শুনি চলিলা গান্ধার
দুর্য্যোধন প্রভৃতি লইয়া সৈন্য সব।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সাধু শুনে পুণ্যবান।

ভীমের ভৈরব নাদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি
হাতে বৃক্ষ যায় যেন যুগান্ত সমবর্ত্তি।
ভঙ্গ দিয়া রাজাগণ বীর চমকিত
নগরেতে মহারোল হইল অপ্রমিত।
হেন কালে আইল পুরের এক জন
দ্রোপদির আগে কহে করিয়া ক্রন্দন।
দেখ সৈন্য ভঙ্গ যেন সিন্ধু উথলিল
নগরের পুর দ্বার সকল ভাঙ্গিল।

প্রান লৈয়া দেশান্তরে গেল পুত্রাগন
অন্তঃপুরে কি হৈল না জানি এতক্ষন।
ধনে প্রানে রাজ্য দেশ সভার সহিত
তোমার কারনে রাজা মজিল নিশ্চিত।
শুনিয়া অধৈর্য্য হইলা দ্রুপদনন্দিনি
জনকের ঠাঞী শিঘ্র পাঠাল কেশনি।
যাহ শীঘ্র কেশনি জনকে গিয়া কহ
ত্যজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ।
আপনার প্রান রাখ রাখ পুত্রগন
দারা বন্ধু রাখ গিয়া রাখহ স্ত্রীগন।
আপনা রাখিলে তাত সকলি পাইবে
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবে।
যে পন করিয়াছিলা হইল পুর্নিত
ব্রাহ্মন বিন্ধিল লক্ষ সভার বিদিত।

মোর ভাল মন্দ এবে তোমারে না লাগে
ব্রাহ্মনের হইলাম আছি তার আগে।
যাহ শীঘ্র না রহিয় আমার সপদ
শুনিয়া দ্রোপদি বর্ত্তা বেষিত দ্রুপদ।
পুত্রগান আনি কহে সকরুন বানী
যতেক কহিয়া পাঠাইল যজ্ঞসেনী।
চল যাহ পুত্রগান সম্বরহ রন
এ সৈন্য সাগার কে করিবে নিবারন।
সমান সহিতে সে সংগ্রাম সুশোভন
না শোভে পতঙ্গ প্রায় অগ্নিতে মরন।
বিশেষ না জানি অন্তপুর ভদ্রাভদ্র
সৈন্যগান কোলাহল পুরয় সমুদ্র।
আপনার প্রান রাখ রাখ পুরজন
আমি রহিলাম দ্বিজ সাহায্য কারন।

যুদ্ধ করি প্রাণ মুই ত্যজিব আপনার
কৃষ্ণার যে গতি আজি সে গতি আমার ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে বৃথা মুখে নাহি লাজ
ভগ্নিকে ছাড়িয়া যাব সংগ্রামের মাঝ ।
হেন প্রাণ রাখি আর কোন প্রয়োজন
কোন লাজে লোকে দেখাইব এ বদন ।
মারিব মরিব আজি করিব সমর
তুমি যাহ রাখ গিয়া আপনার ঘর ।
পুত্রের বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ ।
কৃষ্ণা পাঠাইল বলি আপন সম্পদ ।
যত দিন কৃষ্ণা হইয়াছে মোর গৃহে
কভু নাহি লঙ্ঘি আমি কৃষ্ণা যাহা কহে ।
বৃহস্পত্যধিক বুদ্ধি কৃষ্ণা শশিমুখি
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্য মোর সুখি ।

কৃষ্ণা যে কহিল যদ্ধ হইত নিবারন
তোমা সভা যাইতে কহি তথির কারন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে তুমি সভে যাহ দূর
কৃষ্ণার রক্ষনে আমি আছি একেশ্বর॥
এত বলি পুরোহিত পাঠাইল সভাকারে
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে।
করিল অনেক যুদ্ধ কিচক সং-হতি
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিল বিরথি॥
গদার প্রহারে তার চূর্ণ হৈল জান
হাতে হৈতে খসিয়ে পড়িল ধনুর্ব্বান॥
নিরস্ত্র বিরথ হৈয়া দ্রুপদনন্দন
দ্বিজগন মধ্যে পসি রাখিল জীবন।
কাঁদয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ
না জানিয়ে কিবা হৈল বৃদ্ধ মোর বাপ॥

না জানিয়ে কিবা হৈল ভ্রাতৃ মাতৃগন
না জানিয়ে কিবা হৈল রাজ্যের প্রজাগন।
কৃষ্ণার বচন শুনি বলে ধনঞ্জয়
কি হেতু কাঁদহ দেবী কারে তোর ভয়।
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ
মোর হেতু সবংশে মজিল মোর বাপ।
পার্থ বলে কিবা হৈব করিলে বিশাদ
অভয় পঙ্কর হয় গোবিন্দের পাদ।
মহাবিপদ পথে সিন্দু তরিতে তরনি
গোবিন্দের নাম বিনে না কহ যজ্ঞসেনী।
অর্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ
হে কৃষ্ণ আপদহর্ত্তা সভাকার তাত।

তোমা বিনে রাখে মোরে নাহি হেন জন
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ন ॥
তাত মাতা রাখ মোর রাখ ভ্রাতৃগন
রাজ্য দেশ রাক্ষ মোর যত প্রজাগন ॥
তুমি যদি সত্যপাল আমি যদি সতী
সভা জিনি মোরে লওন দ্বিজ মোর পতি ॥
দ্রৌপদির আপদ জানিয়ে জগন্নাথ
নাহি ভয় বলি বলে তুলি বামহাত ॥
দ্রৌপদিরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য
শব্দেতে নিঃশব্দ হৈল যত রিপুসৈন্য ॥
সর্ব্ব যদুগনে ডাকি গোবিন্দ বলিল
এই দেখ লক্ষরাজা অর্জুনে বেড়িল ॥
সৈন্যগন গতায়াতে ভাঙ্গিল নগর
চন্দ্রপুরের রাখ সব পঞ্চালের ঘর ॥

শুনিয়া সাত্যকি গদ প্রদ্যুম্ন সারণ
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জন।
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তির কুমার
তুমি তার প্রিয় বন্ধু বলয়ে সংসার।
এ মহাসঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা
আর কোন বেলা তার তুমি হবে সখা।
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব আমি সব
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডব।
এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখিলা সভারে।
এতক্ষন আমি মারিতাম রাজাগন
যুদ্ধ করিবারে রাম কৈল নিবারন।
রামের বচন কেবা লঙ্ঘিবারে ক্ষেম
বিশেষে বুঝিব অর্জুনের পরাক্রম।

—

পৃথিবীর লোক যদি হয় একভিত
অর্জ্জুনে জিনিতে নারে কহিনু নিশ্চিত।
অসুখ না হও কিছু অর্জ্জুনকারণ
পঞ্চালনগর গিয়া করহ রক্ষণ।
কৃষ্ণের বচনে যত যাদবকুমার
রক্ষা হেতু গেলা সর্ব্বে পঞ্চালনগর।
অস্ত্র শস্ত্র হাতে প্রতি ঘরে জন২
রাখিল সকল প্রজা নিবারি সৈন্যগণ।
যথা কুন্তি আছে কুম্ভকার কর্ম্মসাল
তথা রক্ষা হেতু গেলা শ্রীরাম গোপাল।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অবিরত।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়।
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল
ধিরে২ চলিলা ভার্গব কর্ম্মশাল।
দোঁহার পশ্চাত চলে দ্রুপদনন্দিনী
মত্তহস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী।
চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ
কেমনে বাহির হব চিন্তে দুই জন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলয়ে দ্বিজগণে
বিদায় হইয়ে আজি সভাকার স্থানে
অর্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণে
এমত অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারনে।
তোমা দোঁহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন
না জানিহ কিবা করে যত ক্ষত্রিগণ

নিশীকালে তোমা দোঁহা নিঃসঙ্গ দেখিয়া
দোঁহে মারি দ্রৌপদিরে লইবে কাড়িয়া।
দোঁহারে বেড়িয়ে সভে থাকিব চতুর্ভিতে
যাবত না শুনি ক্ষত্রি নাহি এ দেশেতে।
পার্থ বলে সে ভয় না কর দ্বিজগন
আজি যাহ কালি সভা করিব মিলন।
অনেক প্রকারে পুনঃপুনঃ বুঝাইল
তথাপিহ দ্বিজগন সঙ্গ না ছাড়িল।
দ্বিজগন মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধনে
ডাকিয়ে নিভৃতে কহে সব দ্বিজগনে।
কোথাকারে যাহ সভে এদোঁহা সংহতি
চিনিলে কি এই দোঁহে হয় কোন জাতি।
কিবা দৈত্য কিবা দেব রাক্ষস কিন্নর
কাহার তনয় দোঁহে কোন দেশে ঘর।

ইহার সংহতি তবে কোন প্রয়োজন
যথা ইচ্ছা তথাকারে করহ গমন।
ধৌম্যবাক্য শুনি সভে ভয় হৈল মনে
দোঁহাকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে।
দ্বিজগন মধ্যেতে আছিল ধৃষ্টদ্যুম্ন
ভগ্নিমায়ামোহ না ছাড়িল কদাচন।
গুপ্তবেশে পাছেপাছে চলিল সংহতি
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি।
হেন কালে যুধিষ্ঠির সংগে দুই ভাই
যাইতে ভার্গব গৃহে মিলিলে তথাই।
এথা কুম্ভকার গৃহে ভোজের নন্দিনী
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না দেখিয়া পুত্রগনে কান্দয়ে ব্যাকুলে
ক্ষণে ওঠে ক্ষণে বৈসে ভাসে অশ্রুজলে।

এতক্ষন নাহি আইল কি হেতু না জানি
কার সহ দ্বন্দ ভীম করেছে আপনি।
চতুর্দ্দিগে শুনিয়ে সৈন্যের কোলাহল
দ্বিজগন মারং ডাকিছে সকল।
অনুক্ষন দ্বন্দ বিনা ভীম নাহি জানে
আজি নাহি জানি বিরোধ কৈল কার সনে।
এই হেতু দ্বিজে কিবা মারে ক্ষত্রিগন
বহু বিলাপিয়া কুন্তি করয়ে রোদন।
হেন কালে ওত্তরিল পঞ্চসহোদর
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর।
আজি মাতা সমস্ত দিবস দুঃখ পাইলে
ওপবাসি একেশ্বর গৃহেতে রহিলে।
অনেক কলহ আজি হইল জননী
তেকারনে হইল মাতা এতেক রজনী।

রজনীতে পাইল ভিক্ষা দেখ আশি যাতা
কুন্তি বলে বাঁটিয়া লহ পঞ্চভ্রাতা।
তোমা সভাকার বাক্য কর্নে শুনি সুবা
আনন্দসমুদ্রে ডুবি গেল মোর ক্ষুধা।
আইস২ পুত্র আমার প্রান ধন
নিকটে আইসহ দেখি সভার বদন।
এত বলি শীঘ্র কুন্তি হইল বাহির
একে২ চুম্ব দিল সভাকার শির।
সভার পশ্চাত দেখে দ্রুপদনন্দিনী
পুর্নিমার চন্দ্র যেন শরত রজনী।
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তি পুছে পঞ্চসুতে
কেবা এ সুন্দরী দেখি তোমার পশ্চাতে।
ভীম বলে জননী এ দ্রুপদদুহিতা
একচক্রা নগরে শুনিলে যার কথা।

ইহার কারণে মাতা বহুদ্বন্দ কৈল
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব রাজারে জিনিল ৷
এই ভিক্ষাহেতু মাতা হইল রজনী
অন্য ভিক্ষা কৈলে মাতা মিলে অন্ন পানি ৷
কেন হেন বল পুত্র কি কর্ম্ম করিলে
কন্যারে আনিয়ে কেন ভিক্ষা যে বলিলে ৷
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি খাও পঞ্চজন
কেমতে আমার বাক্য করিবে লঙ্ঘন ৷
এত বলি দ্রোপদীরে কুন্তি ধরি হাতে
যুধিষ্ঠির আগে কহে কাঁন্দিতে২ ৷
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমাতে গোচর
শুনিয়াছ যাহা আমি করিল উত্তর ৷
পুত্র হৈয়ে মাতাবাক্য লঙ্ঘিবে কেমতে
না লঙ্ঘিলে বিপরিত হইবে শুনিতে ৷

যে মতে লঙ্ঘন তাত নহে মোর বাণী
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদনন্দিনী।
বুঝিয়া বিধান তাত করহ আপনি
এত বলি কাঁদে দেবী চক্ষে বহে পানি।
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন
ব্যাসের বচন পূর্ব্বে হইল স্মরণ।
একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে কহিলা শূলপানি।
পঞ্চস্বামী হবে তোর না হয় খণ্ডন
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিলা এক্ষণ।
ভাবি জানি মায়ে বলে আশ্বাস বচন
তোমার বচন মাতা নহিবে লঙ্ঘন।
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে
অর্জ্জুনের প্রতি কহে ধর্ম্ম নৃপবরে।

বড়কর্ম্ম কৈলে ভাই বহুকষ্ট পাইলে
লক্ষবিন্ধি লক্ষরাজা সমরে জিনিলে।
বহুকষ্টে প্রাপ্তি হৈল দ্রুপদনন্দিনী
শুভকর্ম্মে বিলম্ব করহ আর কেনি।
ডাকাইয়া আনিয়ে ধৌম্যাদি দ্বিজগন
বিভা কর আজি বড় রজনী শুভক্ষন।
এত শুনি কৃতাঞ্জুলি কহে ধনঞ্জয়
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয়
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার
তুমি অবিভাত বিভা হইবে আমার।
প্রথমে তোমার বিভা ভীম তার পাছে
তদন্তরে আমার শাস্ত্রেতে যেন আছে।
পার্থবাক্য শুনি ধর্ম্ম হৈলা হৃষ্টমন
শিরে চুম্ব দিয়া রাজা কৈলা আলিঙ্গন।

বীর্য্য চক্রমালে তবে হইলা প্রবেশ
হেন কালে আইলা শ্রীরাম হৃষীকেশ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান।

প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তির চরণে
বসুদেবসুত আমি ভাই দুইজনে।
শুনি সুরসেনসুতা দোঁহা কৈলা কোলে
দোঁহারে করাইল স্নান নয়নের জলে।
কোথা ছিলা তাত মোর অন্ধনের নড়ি
হাপুতির পুত্র তোরা দরিদ্রের কড়ি।
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আখি।

আজিকার রাত্রি মোর হইল সুপ্রভাত
দ্বাদশ বৎসরের কষ্ট আজি গেল তাত।
কহ তাত পূর্ব্বের কুশল সমাচার
মোর জননীগণ ভ্রাতার আমার।
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি
কেবা মরে কেবা জিয়ে একই না জানি
নাহি চাহি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা
না চাহিয়ে এতেক নির্দ্দয় তোমার পিতা।
বনে২ কত ভ্রমিলাম দেশে দেশে
দ্বাদশ বৎসর মোর না কৈল উদ্দেশে।
কৃষ্ণ বলে পিতৃস্বসা ত্যাজ মনস্তাপ
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পাপাপাপ।
গৃহদাহে মৈল বলি পাইল বারতা
সাতদিন অন্ন জল না ছুইল পিতা।

আমা পাঠাইল তবে বুঝিতে কারণ
বিদুরের ঠাঞী তবে পাইল বিবরণ।
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যেতে পাইলে
তোমা স্মরি তাত তবে ভাসে অশ্রুজলে।
শত্রুভয়ে তোমা সভার প্রয়াস না কৈল
মন আত্মা সকল তোমার ঠাঞী ছিল।
শোক না করহ দেখি দুঃখ হৈল শেষ
কালি কিম্বা পরশ্ব চলহ নিজদেশ।
কুন্তিরে প্রণাম করি গেলা বীর্যাপাশ
কৃতাঞ্জুলি প্রণমিলা সকরুন ভাষ।
শীঘ্র উঠি বীর্যাসুত কৈল আলিঙ্গন
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসে দুইজন।
স্নেহভাব দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন
বহুক্ষণে দোঁহা মুখে নাস্ফুরে বচন।

তবে রাম কৃষ্ণ পঞ্চভাই সম্ভাসিয়া
যতেক দুর্ব্বের কষ্ট পুছেন বসিয়া।
কহিল সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন
জৌগৃহে যেনমতে করিল দাহন।
বিদুরের মন্ত্রনাতে তরিল তাহাতে
রাক্ষসের মুখে হৈতে বাঁচিল যেমতে।
বনেং দেশেং তপস্বির বেশ
দ্বাদশ বৎসর সব যত পাইল ক্লেশ।
একেং কহিল সকল বিবরন
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকীনন্দন।
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট নষ্ট তার পুত্রগন
সমুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষন।
যদি প্রীতে বাঁটিয়ে না দিবে রাজ্যভার
আমি সব মিলি তার করিব সংহার।

যুধিষ্ঠির বলিল শুন দেব দামোদর
কেমতে জানিলে আমি কুম্ভকারঘর।
কৃষ্ণ বলে যে কর্ম্ম করিল তব ভাই
মনুষ্য করিবে হেন ক্ষিতিমাঝে নাই।
বিনা ভীমার্জুন অন্য করিতে না পারে
এতেই জানিলাম আমি আছ এই ঘরে।
যুধিষ্ঠির বলে আজি হইল সুপ্রভাত
তেই আজি নয়নে দেখিল জগন্নাথ।
একমাত্র বড় ভয় হৈতেছে অন্তরে
সভে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকারঘরে।
বিশেষে তোমার হয়েছে আগমন
এ সকল বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন।

গোবিন্দ বলিল রাজা ভয় কর কারে
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে।
তিনলোক সহায় করিয়ে যদি আইসে
মুহুর্ত্তেকে নিবারিব চক্রের নিমেষে।
সপ্তবংশ সহ আমি যজ্ঞসেন সখা
সভারে করিবে জয় ভীমার্জুন একা।
যুধিষ্ঠির বলে আমি তাহারে না গনি
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বড় ভয় মানি।
আজিকার রজনি বঞ্চিব এই বেশে
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে।
এত বলি মেলানি করিল দুই জন
বিদায় হইয়া গেল রাম নারায়ন।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুন্যবান।

হেতা যজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী শোকে
গড়াগড়ি দিয়ে রাজা কাঁদে অধোমুখে।
রাজারে বেড়িয়ে কাঁদে যত মন্ত্রিগন
পুত্রগন কাঁদে যত অন্তঃপুরজন।
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা
রাজা বলে এক্য দেখি কৃষ্ণা মোর কোথা।
হরি২ বিধি মোরে কৈল হেনগতি
অবহেলে হারাইলাম কৃষ্ণা গুনবতী।
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার
কি হইল লক্ষ বিন্ধে ব্রাহ্মনকুমার।
এক দ্বিজে বেড়িছিল যত রাজাগন
কহ পুত্র সংগ্রামে জিনল কোন জন।
সর্ব্বনাশ কৈল মোর ব্যাস মুনিবর
তার বোলে কৃষ্ণারে করিল স্বয়ম্বর।

ধনুর্ব্বান দিল লক্ষ করিয়ে নির্ম্মান
বলিল অর্জুন বিনে না পারিবে আন।
মোর কর্ম্মদোষে মুনির বাক্য মিথ্যা হৈল
কালে বিপরিত ফল আমারে ফলিল।
কহ বাপ কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায়
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন মুখে আইলা এথায়।
হা কৃষ্ণা২ মোর প্রানের তনয়া
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হইয়া।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখমন।
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নহে
তোমার মানস পুর্ন হইল নিশ্চয়ে।
শুনি কহ২ বলি উঠিল রাজন
কেমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে অবধানে শুন পিতা
কহনে না যায় সেই ব্রাহ্মণের কথা।
শতপুর করিয়া বেড়িন রাজাগণ
সভাকে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ।
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর
সুরাসুর মানুষে দুষ্কর্ম্ম হয় তার।
হাতে বৃক্ষ আইল যেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল নৃপবৃন্দ।
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী
দুই জন সঙ্গে চলি গেলা যাজ্ঞসেনী।
এ দোঁহার মূর্ত্তি তাত আর তিন জন
পথেতে যাইতে হৈল তাহার মিলন।
ভার্গবের কর্ম্মশালে আশ্রয় আছিল
পঞ্চজন মিলিয়া তথায় চলি গেল।

স্ত্রী এক আছিল তাহে পরম সুন্দর
তার রূপে আলো করে বিনা দীপে ঘর।
জননী হইব তার বুঝি অভিপ্রায়
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায়।
তত রাত্রে গেল দোঁহে ভিক্ষার কারন
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন।
রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমেষে
মাতা তার সাদরে বলিল প্রিয় ভাষে।
আসে পাশে ডাকিয়া আইস পুত্রগন
উপবাসি অতিথি থাকয়ে কোন জন।
অতিথিরে দিয়া যেই অবশেষ থাকে
দুই ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে।
এক ভাগ দেহ হের ইহার গোচর
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পঞ্চ ভাগ কর।

চারি ভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে
এক ভাগ দ্রৌপদী করহ দুই স্থানে।
তুমি অর্দ্ধ লহ মোরে দেহ অর্দ্ধ আনি
ক্রোধে বলে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ চাহিয়া জননী।
এত রাত্রে অতিথিরে কোথায় পাইব
ভুঞ্জিয়া থাকিবে কিম্বা নিদ্রায় থাকিব।
আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে
বিশেষে যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে।
আজিকার যেনে মাতা অতিথি রহুক
ভয়েতে জননী বলে হউক হউক।
পুন বলে অতিথির ভাগ দেহ মোরে
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা দিয় অতিথিরে।
দেহ২ বলি পুনঃ ডাকিল জননী
সেই রূপে বাঁটিয়া দিলেক যাজ্ঞসেনী।

গ্রাস দুই তিনে তাহা সকলি খাইল
মণ্ড আন মণ্ড আন বলি ডাক দিল ।
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চাহে
মোর মাথে দ্রোপদিরে মারিলেক পায়ে ।
এই হেতু মাতা তোরে জন্মে মোর ক্রোধ
তুমি কহ ভীমে নারি করিতে প্রবোধ ।
মাতা বলে তাত আজি মোরে দোষ খণ্ড
নূতন রান্ধনি আজি না রাখিল মণ্ড ।
মায়ের বচনে বস্থমতে শান্ত হৈল
ভোজন করিয়া গিয়া আচমন কৈল ।
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে
সভার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে ।
সভার ওপরে শয্যা কৈল জননীর ।
পঞ্চ ভাইয়ের শয্যা তার পদান্তর ।

সভার চরণতলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্টযুক্ত হৈয়া শুইলা দ্রৌপদী গুনবতী
শুইয়া যে সব তারা কহিল কথন
তাহাতে জানিল তন্ন না হয় ব্রাহ্মণ।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধুনর।

শুনিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দিত মনে
উঠিবসি রাত্রি পোহাইল জাগরনে।
পূর্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুন উদয়
পুরোহিত দ্বিজে কহে করিয়া বিনয়।
কুমারের পাশে তুমি যাহ শীঘ্রগতি
পরিচয় লহ তারা হয় কোন জাতি।

রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণে
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রনমিল পঞ্চজন।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমনি
সত্যশীল ধর্ম্ম তুমি বুঝি অনুমানি।
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবে ভণ্ডন
পরিচয় ইচ্ছে তোমার দ্রুপদ রাজন।
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল
দ্রৌপদী কুমারী তার যে দিনে জন্মিল।
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর
তাহার পুত্রে কন্যা দিব চিন্তিল অন্তর।
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চভাই
সভে এই কথা কহে প্রত্যয় না যাই।
ব্যাস সহ যুক্তি করি লক্ষ কৈল পন
বিনা পার্থ বিন্ধিতে নারিবে অন্যজন।

এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ
কে তুমি কাহার পুত্র পরিচয় দেহ।
ধর্ম্ম বলে পরিচয়ে কোন প্রয়োজন
জাতির নির্ণয় নাহি লক্ষ কৈল পন।
সেই পনে কন্যা ইহা আনিল জিনিয়া
এক্ষনে কি আর জাতি বর্ন জিজ্ঞাসিয়া।
পুরোহিত বলে তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে
পরিচয় দিয়া প্রীত করহ রাজারে।
যুধিষ্ঠির বলে গিয়া কহ নৃপবরে
হীন জাতি মানবে কি লক্ষ বিন্ধিতে পারে।
শুনি পুরোহিত গিয়া দ্রুপদে কহিল
পরিচয় না পাইয়া নৃপতি চিন্তিল।
পুত্রগন সহ তবে বিচার করিয়া
জয় যান রথ তবে দিল পাঠাইয়া।

পুত্র পাঠাইল আগুসরি লইবারে
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল তথাকারে।
চিহ্ন জানিবারে পথে থুইল রাজন
পাশাক্রীড়া বেদবিদ্যা পুরাণ পঠন।
ধান্য যব নানা শস্য থুইল দুই ভিতে
ধনুক বিবিধ অস্ত্র তুনের সহিতে।
নট নটী নৃত্য তথা গায়েন সুস্বর
বৃষ অশ্ব রথ সাজাইয়া করিবর।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি।
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে
কৃষ্ণা সহ পঞ্চভাই যাবে তথাকারে।
শুনি ধর্ম্ম রাজ তবে বিলম্ব না কৈল
পঞ্চভাই পঞ্চরথে আরোহন হৈল।

এক রথে কৃষ্ণা সহ ভোজের নন্দিনী
বাজিল বিবিধ বাদ্য সুমঙ্গল শুনি।
দুই ভিতে নানা রত্ন থুইল রাজন
কারু ভিতে না ভিড়িল ভাই পঞ্চজন।
বিচারে আনিল যত বিদ্যাবন্ত জনে
ভাঙ্গিল ধনুকগন গুনটঙ্কারনে।
পাণ্ডবের কর্ম্ম দেখি সভার সংশয়
লোকে বলে ছন্নদ্বিজ মনুষ্য এ নয়।
যথায় বসিয়াছেন রত্ন সিংহাসনে
রাজা নরগন আছে তার সন্নিধানে।
দিব্য রাজাশনে বসিল পঞ্চজন
উঠিয়া আপনে রাজা কৈল সম্ভাসন।
কুন্তি সহ দ্রৌপদিরে অন্তঃপুর লৈল
যত নারী হুলাহুলি মঙ্গল করিল।

মহাভারতের কথা শ্রবনে মঙ্গল
কাশীরাম কহে লভে ভারতের ফল।

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত
পাত্রমিত্রগন সব দ্বিজ পুরোহিত।
পঞ্চজন মুখ রাজা কৈল নিরীক্ষন
হরষিত হৈয়া তবে বলয়ে রাজন।
কে তুমি নিবাস কোথা কহ সত্য বাণী
কাহার নন্দন তুমি কে তব জননী।
মনুষ্য লোকের প্রায় নাহি লয় মনে
আকৃতি প্রকৃতি দেবমুর্ত্তি পঞ্চজনে।
পঞ্চজনের রূপেতে না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ
সভার সমান রূপ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ।

কিবা ইন্দ্র ইন্দু কাম অশ্বিনীকুমার
ইহামধ্যে হবে চিত্তে লইতেছে আমার।
সত্যসম ধর্ম্ম আর যত কর্ম্ম নহে
মিথ্যাসম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা সভার গোচর
কহ সত্য শুনি ঘুচুক বিস্ময় অন্তর।
এত শুনি বলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির
সজল জলদ যেন বচন গভীর।
আমি পঞ্চভাই হই পাণ্ডুর নন্দন
আমি যুধিষ্ঠির এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন
এ নকুল সহদেব জানহ নৃপতি
অন্তঃপুরে মাতা কুন্তি সহিত পার্শ্বতি।
এত শুনি নরপতি হইলা উল্লাস
আপনা পাসরে সুখে নাহি আইসে ভাষ।

কদম্ব কুসুমসম কলেবর ফুলে
বসন ভুষণ ভিজে নয়নের জলে।
শীঘ্রগতি উঠি রাজা কৈল আলিঙ্গন
একে২ সম্ভাসিল ভাই পঞ্চজন।
রাজা বলে পূর্ব্বভাগ্য আমার আছিল
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ণ হৈল।
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।
যুধিষ্ঠির বলে সেহ গৃহদাহ নহে
জৌগৃহ কৈল পুরোচন পাপাশয়ে।
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিলাম তাহাতে
শুনিয়ে দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিত্তে।
এত বড় নির্দ্দয় শরীর অন্ধ নৃপরাজ
নাহি ধর্ম্ম ভয় নাহি লোকভয় লাজ।

ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব শঙ্কটে
মরিবেক পাপিগন আপন কপটে।
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন
জৌগৃহ কৈল বলি শুনিয়ে এক্ষন।
এ সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর
মোর ধন রাজ্য বাপু সকলি তোমার।
তবে কতক্ষনান্তরে বলয়ে বচন
বিভা কর ধনঞ্জয় করি শুভক্ষন।
শুনিয়া করিল মানা ধর্ম্মের কুমার
রাজা বলে যাহা ইচ্ছা বিচার তোমার।
তুমি কিম্বা বৃকোদর কিম্বা ধনঞ্জয়
দুই জনমধ্যে কিম্বা মাদ্রির তনয়।

যুধিষ্ঠির বলে আমি মায়ের বচনে
দ্রোপদিকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি
অধোমুখ হইয়া রাজা নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি।
কুন্তিপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার
তুমি হেন বল আমি কি কহিব আর।
একপতি বহুপত্নী দেখি শুনি ক্ষিতি
লোকে বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহুপতি।
পূর্ব্ব সাধুগন সব যাহা নাহি করে
সাধু সত কৃতী সব তাহা না আচরে।
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি
ইতরের প্রায় কেন কহ মুখে বানী।
যুধিষ্ঠির বলে রাজা যেমন পুরান
পূর্ব্ব সাধুগন পথ কে করিবে আন।

লোকে বেদে যাহা কহে জানিহ রাজন
গুরুজন বাক্য কভু না করি লঙ্ঘন।
লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বদা
কিন্তু গুরুজন বাক্য নাহিক অন্যথা।
লোকমধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী
মাতার বাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমনি।
মাতা মোর গুরুদেব ইষ্টদেব জানি
মাতার বচন আমি বেদতুল্য মানি।
মাতার বচন লঙ্ঘে সেই দুরাচার
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্ময় দ্রুপদ
অধোমুখে বৈসে রাজা হৈয়া নিঃশব্দ।
কতক্ষনে উত্তর করিলা নরপতি
নারিনু এ বিধি দিতে আমার শকতি।

তুমি আর বৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ
এ কথা বিচার করিয়া মোরে কহ।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত।

অন্তর্য্যামি সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ
পাণ্ডবের বিভাহেতু করিলা গমন।
সব শিষ্যে মার্কণ্ড আইলা পরাসর
জমদগ্নি জয়মিনি অসিত দেবল
কৌণ্ডমুনি মাণ্ডব ভার্গব জরদ্রব
গর্গমুনি পর্ব্বত অগস্ত্য জলোদ্ভব।
দুর্ব্বাসা লোমশ অঙ্গিরস তপোধন
ষষ্ঠিসহস্র শিষ্যেতে আইলা দ্বৈপায়ন।

যতেক আইলা মুনি লিখনে না যায়
দ্বারি সব আসিয়া রাজারে শুনায়।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি
আগুসরি প্রনমিল ভূমে শির লুটি।
আগেতে সামিগ্রী করি আছিলা রাজন
বসিবারে সভে দিলা উত্তম আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা
জোড়হাতে দাঁড়াইলা পঞ্চালের রাজা।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়
তেকারনে মুনিগন আইলা এথায়।
আছিল সন্দেহ মোর বিচার কারন
সংসারে বিধান কর্ত্তা তুমি সর্ব্বজন।
যে বিধান কহিবে বিধান সেইমত
বিচারিয়া সব কথা দেহ এক পথ।

মুনি বলে শুন রাজা এক্ষনে কহিব
পূর্ব্বে যে বৃত্তান্ত সৃষ্টি কে তাহা ঘুচাব ।
কৃষ্ণার বিভার হেতু শ্রেষ্ঠ তপোধন
পঞ্চভাই পতি কৃষ্ণার বৃত্তান্ত লিখন ।
সৃষ্টি স্থিতি গোচরে দেখিয়ে আমি সব
পঞ্চভাই পতি কৃষ্ণার হইবেত সব ।
মুনিগন মুখে শুনি এতেক বচন
শব্দ থুইয়া নিঃশব্দে রহিলা রাজন ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এত নাহি সংসারেতে
লোকে যাহা নাহি তাহা করিব কেমতে ।
যথার্থ করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস
এমত নিন্দিত কর্ম্মে কহ কেন ভাষ ।
যুধিষ্ঠির বলে আমি অন্য নাহি জানি
মায়ের বচন মোর অধিক বেদবানী ।

মুনিগণমুখে শুনিয়াছি পূর্ব্বকথা
জটিল ব্রাহ্মণী ছিল সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাতা।
যত দ্বিজগণ তিনি করান অধ্যয়ন
সর্ব্ব শাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ।
পড়াইয়া পাছে দেই এই উপদেশ
যত শাস্ত্র হৈতে শুন কহিয়ে বিশেষ।
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবে পালন
না করিবে দ্বিধা রহে বেদের বচন।
লোক বেদ হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ আমি জানি
সব গুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণিয়ে জননী।
জননী আমারে আজ্ঞা কৈল এই মত
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অন্য ভিক্ষামত।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে বুঝিতে পারে
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম ধর্ম্মে পাপ করে।

অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মোর মন নাহি রহে
এ কর্ম্ম করিতে মোর চিত্ত বড় দহে।
তেকারনে বুঝি এই হবে ধর্ম্ম কর্ম্ম
বিশেষে খণ্ডিতে নারি মাতৃবাক্য বন্ধ।
তদন্তরে বলিতে লাগিলা বৃকোদর
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের ওত্তর।
বেদশাস্ত্র লোক আমি সভার বাহির
আমা সভাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির।
না মানি শাস্ত্রকে মোরা না মানি অন্য জন
প্রানপনে ধর্ম্ম আজ্ঞা করিয়ে পালন।
কে লঙ্ঘিবে যে আজ্ঞা করিব যুধিষ্ঠির
অনেক সহিনু এ পঞ্চালনৃপতির।
পুনঃ২ ধর্ম্মবাক্য করিল হেলন
অন্য জন হৈলে চড়ে লইতাম জীবন।

সম্বন্ধে শশুর হৈল গুরুমধ্যে গনি
এই হেতু নিজ অঙ্গে দহে ক্রোধাগিনি।
লোকে বেদে যদি বলি নাহি ভয় মনে
আজি হৈতে সর্ব্ব শাস্ত্র করহ লিখনে।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে আজ্ঞা করিবে
কাহার আছয়ে শক্তি কে তাহা দুষিবে।
হেন কালে কুন্তি শুনি হইলে বাহির
কৃতাঞ্জুলি বন্দে সব চরন মুনির।
ব্যাসের চরনে ধরি সকরুনে কহে
নিস্তার করহ মোরে মিথ্যা বাক্যভয়ে।
যেই বল যুধিষ্ঠির বলে এই কথা
যেনমতে আমার বাক্য না হয় অন্যথা
মুনি বলে ত্যজ ভয় না কর ক্রন্দন
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য নহিবে লঙ্ঘন।

মহাভারতের কথা সুধার সাগর
কাশীরামদাস কহে শুনে সাধুনর।

ব্যাস বলে সব তত্ত্ব জান মুনিগণ
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ।
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিলা দ্রৌপদী
পতি বাঞ্ছা করি শিব পূজে অনুবধি।
রচিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ নানা পুষ্প দিয়া
গৃত মধু উপহার বাদ্য বাজাইয়া।
অবশেষে প্রণমিয়ে পড়ি ক্ষিতিতলে
পতিং দেহিং পঞ্চবার বলে।
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ
তুষ্ট হৈয়া বর তারে যাচে ব্যোমকেশ।

পঞ্চস্বামী হবে তোর পরম সুন্দর
শুনিয়া বিস্ময় হয়ে কহে জোড়কর ।
কেন হেন উপহাস কর শূলপানি
লোকে বেদে বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী ।
মহাদেব বলে কন্যা কি দোষ আমার
স্বামিবর সদা মোরে মাগ পঞ্চবার ।
অকারণে কন্যা আর করহ রোদন
কখনে খণ্ডন নহে আমার বচন ।
পঞ্চস্বামী হবে তোর পঞ্চ মহারথি.
তথাপিহ ক্ষিতিমধ্যে বোলাইবে সতী ।
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র
তোমার নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈলা মহেশ্বর
গঙ্গাজলে কন্যা গিয়া ত্যজে কলেবর ।

পুনঃ সেই কন্যাজন্ম কাশীরাজ গৃহে
সেহ জন্ম পতিহীন যৌবন সময়ে।
না হইল বিভা তাঁর যুবকাল গেল
আপনারে ব্রহ্মচারি তপ আরম্ভিল।
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ
তপস্যা দেখিয়া চমৎকার দেবগণ।
নিকটে আইলা সভে দেখি অদ্ভুত
যম ইন্দ্র পবন অশ্বিনীযুগসুত।
জিজ্ঞাসিল তপ কন্যা কর কি কারণ
এযত কঠোর তপ এ নব যৌবন।
স্বামিইচ্ছা তপ প্রায় কর বরাননে
যাঁরে ইচ্ছা বর তোর আমা পঞ্চজনে।
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন মুখ
নিরীক্ষয়ে দেখেন অধিক কার রূপ।

কাহারে বরিব হেন বলিতে নারিল
অধোমুখ হৈয়া কন্যা নিঃশব্দে রহিল।
কন্যার হৃদয় কথা জানি পঞ্চজন
পঞ্চজন বর তারে দিল ততক্ষন।
ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি
আর জন্মে আমি সব হবো তব স্বামী।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈলা দেবগন
তপস্যা করিয়ে কন্যা ত্যজিল জীবন।
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী
অযোনিসম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞভেদি।
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীয় পঞ্চজন
পঞ্চজন অংশ জন্ম পাণ্ডুর নন্দন।
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মান
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা কে করিবে আন।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরামদাস কহে শুনে পুন্যবান।

অগাস্ত্য বলিল সত্য কহিল দ্বৈপায়ন
আমি যাহা জানি শুন কহিয়ে রাজন।
এক কালে পূর্ব্বে যম যজ্ঞ দিক্ষানিল
যম অহিংশক হেন প্রানি না মরিল।
মনুষ্যে পুরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল
সভ আসি বৃহ্মারে সকলি নিবেদিল।
শুনি বৃহ্মা চলিল সহিত দেবগীন
নৈমিশ কাননে যজ্ঞ করয়ে সমন।
বৃহ্মারে দেখিয়া যম ওঠি সম্ভাসিল
কি কর্ম্ম করহ বলি বিধাতা বলিল।

সৃষ্টির উপরে আমি দিল অধিকার
পাপ পুন্য বুঝি দণ্ড দিবে সভাকার।
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলে মন
মোর বাক্য লঙ্ঘিতেছ না চাহি মযন।
শুনিয়া মযন কহে করি জোড় পানি
মোর শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি।
সব দেবগন মধ্যে আমি হৈলাম চোর
ত্রিভবন উপরে বিষয় দিলে মোর।
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর
সেই যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর।
কুবের বরুন যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে
অবকাস মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে।
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কায।

না পাইনু পাপ পুন্য কর্ম্মের নির্ণয়
কার কত কাল আয়ু নির্ণয় না হয়।
যমের বচনেতে চিন্তিল প্রজাপতি
সেই কালে কায় হৈতে হইল উৎপতি।
লেখনি দক্ষিন করে তাড়ি পত্র বামে
জাতিতে কায়েস্ত হৈল চিত্রগুপ্ত নামে।
যম বলে দিনু ইহা তোমার সংহতি
যে পুছিবে কহিবারে হইব শকতি।
যাহার যে কর্ম্ম সেই যারে জাত হবে
ব্যধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবে।
আপনার কর্ম্ম ভোগ ভুঞ্জিবে সংসার
তথাপিহ তোমার উপরে অধিকার।
ব্রহ্মার বচনে দেব পুরোধি হইয়া
অঞ্জলি স্থানে যায় যজ্ঞে পূর্ন দিয়া।

মধ্যে পুরোবাসিয়া সভে যথাস্থানে চলে
যাইতে কনকপদ্ম দেখে গঙ্গাজলে।
সহশ্র সহশ্র পুষ্প ভাসি যায় শ্রোতে
দেখিয়া বিস্ময় হইল সভাকার চিত্তে।
অম্লান কমলপুষ্প গন্ধে মনোমোহে
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র পবনেরে কহে।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় বায়ু গেল শীঘ্রগতি
বহুক্ষন নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি।
তাহার পশ্চাতে ধর্ম্মে পাঠাইল ত্বরিত
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত।
তাহার পশ্চাতে পাঠাইল দুইজন
চলি গেল শীঘ্রগতি অশ্বিনীনন্দন।

হইল অনেকক্ষন বাহুড়ি না আইল
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল।
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি
হিমালয় গঙ্গাকুলে কান্দিছে যুবতি।
তার অশ্রুজলে হয় কনককমলে
খর স্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনীজলে।
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজকার্য।
নয়নকুরঙ্গি বিম্বু জিনিয়া অধর
নির্ধুম জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর।
মুখ তোর নিন্দে ইন্দু মধ্য মৃগনাথ
চারু ভুরু যুগ্ম ওরু নিন্দে হস্তিহাত।
কি কারনে সোপনে কান্দহ একাকিনী
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিনী।

কন্যা বলে আমি হই দক্ষের নন্দিনী
ছাড়িল সংসার সুখ জন্ম তপস্বিনী।
মোরে হেন কহিতে তোমারে না জুয়ায়
পাপচক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায়।
এই মতে আমারে কহিল চারি জন
তা সভার কষ্ট যত না যায় কহন।
ইন্দ্র বলে কহ তারা আছয়ে কোথায়
কন্যা বলে যদি ইচ্ছা আইস তথায়।
কন্যার সংহতি গেলা দেব পুরন্দর
পর্ব্বত উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর।
কেতকী বলিল দেব আমি তপস্বিনী
এ পুরুষ আমারে বলে উপহাস বাণী।
শিব বলে মূঢ় গর্ব্বে না দেখ নয়নে
প্রতিফল ইহার পাইবা মোর স্থানে।

এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর।
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার
চরণে লিগুড় বন্দি আছয়ে অপার।
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীরে দেখে চারিজনে
দেখিয়া হইল ভয় সহস্র লোচনে
করজোড়ে হরে স্তব বিস্তর করিল
তুষ্ট হইয়া সদানন্দ তাহারে বলিল।
হর বলে তোর বাক্যে হইলাম সন্তোষ
তোর হেতু ক্ষমিলাম এ চারিরদোষ।
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোরা সব
তার আজ্ঞা মত কর্ম্ম করিবা বাসব।
এত বলি সভা লৈয়া গেলা ত্রিলোচন
শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ন।

কহিল সকল কথা কেতকীর বিবরণ
শুনিয়া করিল আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন।
ইন্দ্রত্ব পাইয়া তোর নাহি মনে লোভ
মর্ত্ত্যে জন্ম হইয়া ভুক্তিতে আছে ক্ষোভ।
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে যাহা করি
হইব তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী।
পঞ্চজন জন্ম গিয়া হইবা নরযোনি
কেতকী হইবে তোমা পঞ্চের ভাবিনী।
তোমা সভা প্রীতিহেতু আমিহ জন্মিব
দ্বাপরে ক্ষত্রির দুঃখ নিঃশেষ করিব।
এত বলি দুই কেশ দিলত মহেশ
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈলা রাম হৃষীকেশ।
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী
সেই দেবী কেতকী হইলা যাজ্ঞসেনী।

মহাভারতের কথা সুধার সাগর
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর।

দ্রুপদ কহিল বলি শুন তপোধন
কার কন্যা কেতকী তপস্বিনী কি কারণ।
কি হেতু রোদন কৈল গঙ্গাতীরে বসি
ইহার তদন্ত মোরে কহ হে মহর্ষি।
অগস্ত্য বলেন শুন তাহার কাহিনী
সত যুগে ছিলা তেঁহ দক্ষের নন্দিনী।
না হইল বিভা সে সন্যাস ধর্ম্ম নিল
হিমালয় মন্দিরে হরের ঠাঁই গেল।
তোমার নিলয়ে আমি তপস্যা করিব
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি নির্ভয় থাকিব।

হর বলে থাক তুমি এই গিরিবরে
আমার নিকটে থাক কি ভয় তোমারে।
পুরুষ হইয়া তোরে যে করে সন্ত্রাস
শীঘ্র তুমি তাহারে আনিবা মোর পাশ।
হরের আশ্বাষ পাইয়া কেতকী রহিল
একাসনে বিয়ানেতে জন্ম গোঁয়াইল।
দৈবে এক দিনে তথা আইল সুরভী
পাচে যায় ষণ্ড দেখি গাভী ঋতুমতী।
পঞ্চগোটা ষণ্ড এক সুরভীর পাছে
ষণ্ডে২ মহাযুদ্ধ কেতকীর কাছে।
ষণ্ডের গর্জ্জনে কেতকীর ধ্যান ভাঙ্গে
পঞ্চগোটা ষণ্ড দেখে সুরভীর সঙ্গে।
দেখিয়া কেতকী তবে ঈষত হাসিল
কেতকী হাসিল তাহা সুরভী জানিল।

গুপ্তহাস বুঝিয়া হৃদয়ে হইল তাপ
ক্রোধ হইয়া গোসাঁই তাহারে দিল শাপ।
নাহিক ইহাতে লজ্জা গন্ধজাতি আমি
নরযোনি হইয়া তোর হবে পঞ্চ স্বামী
পুনঃ২ জন্ম তোর হবে নরযোনি
দুইজন্ম বৃথা তোর জাবে বিরহিনী।
তৃতীয় জন্মেতে হবে স্বামী পঞ্চজন
পাইবে লক্ষ্মীর অঙ্গ হবে বিমোচন।
একজন অংশে তারা হবে পঞ্চজন
ভেদাভেদ নহিবেক সভে একমন।
কেতকী পুছিলা তারে করি জোড়হাত
অল্পদোষে এতবড় শাপিলা নির্ঘাত।
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন
এক অংশেতে কেবা হবে পঞ্চজন।

শাপ দিলা তবে আমি ভুঞ্জিবারে চাই
ইহার তদন্ত মোরে কহ শুনি গাই।
সুরভী বলিল শুন তাহার কারন
একা ইন্দ্র অংশেতে হইবে পঞ্চজন।
বেত্রাসুর নাম ত্বষ্টা মুনির নন্দন
পরাক্রমে জিনিলেক সকল ভুবন।
ইন্দ্ররাজ দেব যবে তারে সংহারিল
শুনি ত্বষ্টা মুনি তবে আগুন হইল।
আজি সংহারিব ইন্দ্র দেখ সর্ব্ব জন
নহে মোর তপব্রত সব অকারন।
বৃহ্মবধী বিশ্বাসঘাতকী দুরাচার
কেমতে বহিছে কুর্ম্ম এ পাপির ভার।
ত্রিশিরস পুত্র মোর তপেতে আছিল
অনাহারি মৌনব্রত কাহা না হিংসিল।

হেন পুত্র যাঁরে মোর দুষ্ট দুরাচার
বিশ্বাষ করিয়ে তবু করিল সংহার।
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করিব তাহারে
এত বলি মুনিবর ধায় ক্রোধবলে।
দুইপাটি দশন ঘন করে কড়মড়
দেখি সব সুরাসুর পলায় ওভুরড়।
বায়ু বলে দেবরাজ নিশ্চিন্তে আছহ
সক্রোধে ত্বষ্টামুনি আইসে দেখহ।
করেকর কচালে গুরত্তে যারে চড়
ক্ষিতি কাঁপে চলিতে চরণ ত্তড়বড়।
দীঘল জটিল দাড়ি করে নড়বড়
সঘনে গর্জয়ে যেন ঘন গড়গড়।
নাশার নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়
নেত্রানলে পোড়ে বন শুনি চড়চড়।

ঘনং জিহ্বা ধুরি দিতেছে কামড়
ভুজে ঠেকি ভাগে বৃক্ষ শুনি মড়ং ।
মোর বোলে সুরপতি বাহনে না চড়
আগু হৈয়া অৰ্দ্ধপথে পায়ে গিয়া পড় ।
দুই হাতে বান্ধি দেহ চরণেতে পড়
গলায় কুঠারি বান্ধি দন্তে দেহ খড় ।
নতুবা পলাও শীঘ্র আইল নিয়ড়
রহিলে নাহিক রক্ষা কহিলাম দড় ।
শুনি ইন্দ্র ভয়েআত্মা করে ধড়ফড়
নাগ্ধুরে মুখেতে বাক্য হইল যেন জড় ।
কোথায় লুকাব হেন না দেখি আহড়
আনিবারে কৈল আজ্ঞা যত হস্তিযুড় ।
ঐরাবত আদি যত হস্তী বড়ং
ভুর্দ্দিগে বেড়িয়া রাখিলে যেন গড় ।

ত্বষ্টার দেখিয়ে ক্রোধ ইন্দ্র হৈল ত্রাস
কোথা যাব রক্ষা পাব গেলে কার পাশ ।
নিকটেতে ইন্দ্রের আছিল চারিজন
চারিজনে চারি অংশ কৈল সমর্পণ ।
পঞ্চ ঠাঞি পঞ্চ আত্মা কৈল পুরন্দর
এক আত্মা ধরিয়া রহিল কলেবর ।
আর চারি আত্মা সমর্পিল চারি ঠাঞী
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকুমার দুই ভাই ।
হেনকালে ওপনিত ত্বষ্টা মহাঋষি
দৃষ্টমাত্রে পুরন্দরে কৈল ভস্মরাসি ।
ইন্দ্রে ভস্ম করিয়া বসিল ইন্দ্রাসনে
আমি ইন্দ্র বলিয়া বলিল দেবগানে ।
কেতকির পুত্তি তবে সুরভী বলিল
হেনমতে ইন্দ্র তবে পঞ্চঠাঞি হৈল ।

সেই পঞ্চ অংশ হৈতে হৈল পঞ্চজন
তুমি তার চার্য্যাহরে না যায় খণ্ডন ।
কেতকী বলিল কহ শুনিগো জননী
কিমতে পাইলা প্রান পুনর্বজুপানি ।
গাবি বলে ব্রহ্মা ইন্দ্রে করিয়া সংহার
আপনি হইল ইন্দ্র স্বর্গে অধিকার ।
দেবগান গিয়া তবে ব্রুহ্মারে বলিল
ইন্দ্র বিনা আমি সব রহিতে নারিল ।
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের সভা দেবের নগার
নৃত্য গীত নাহি হয় অপ্সরি অপ্সর ।
অনুক্ষন হইল অসুর ওপদ্রব
এই হেতু রহিতে নারিল আমি সব ।
এত শুনি ব্রুহ্মা পাঠাইলা নারদেরে
নারদ কহিলা সব ব্রহ্মার গোচরে ।

ইন্দ্রত্ব লইলে মুনি কর ইন্দ্রকার্য্য
ইন্দ্র বিনা উপদ্রব হইল সর্ব্ব রাজ্য ।
মুনি বলে ইন্দ্রত্বে মোর কোন প্রয়োজন
জপ তপ ব্রতে মোর যায় অনুক্ষণ ।
যাহার ইন্দ্রত্বে ইচ্ছা সে লওক আসি
ব্রহ্মা মুনি বলিয়া চলিলা মহাঋষি ।
ইন্দ্রের কহিল বার্ত্তা সৃষ্টির কারন
বিনা ইন্দ্রে ইন্দ্রত্ব করিবে কোন জন ।
আপনি ইন্দ্রত্ব যদি না করিবে মুনি
ক্রোধ ত্যজি বাঁচাইয়া দেহ বজ্রপানি ।
বিধাতার সৃষ্টি রাখ আমার বচনে
শুনিয়া স্বীকার তবে কৈল তপোধনে ।
ইন্দ্র ভস্ম যে ছিল অগ্রেতে আনি দিল
পায়্যা দৃষ্টে চাহি ব্রহ্মা মুনি জিয়াইল ।

হেন মতে দেবরাজ পুনঃ পায় প্রাণ
তোমারে কহিল এই কথন পুরাণ।
এত বলি সুরভি গেলেন নিজ স্থানে
চিন্তিয়া কেতকী চিত্ত করয়ে বেয়ানে।
গঙ্গাকুলে বসি কান্দে পড়ে অশ্রুজল
তাহে দিব্য হয় তথা কনককমল।
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল
আকাশে থাকিয়া ডাকি দেবগন কহিল।
যে বলে অগিস্ত্য এই কিছু নহে আন
পঞ্চপাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণার নির্ম্মান।
শীঘ্র কর শুভ কর্ম্ম সুরপতি ডাকে
এত বলি পুষ্পবৃষ্টি করে ঝাকেঝাকে।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল দিব্য অভরন
কেয়ুর কুণ্ডল হার বলয়া কঙ্কন।

অম্লান অমর পারিজাত পুষ্প রাজ
চিত্ররথ সহ দিল অঙ্গনাসমাজ ।
হেন কালে আইলা শ্রীরাম নারায়ন
দ্বারকা নিবাসি যত স্ত্রী পুরুষগন।
বিভার মঙ্গল দ্রব্য বসুদেব লৈয়া
স্ত্রীগন লৈয়া আইলা গরুড়ে চড়িয়া।
আইল দেবকী দেবী রোহিনী রেবতী
রুক্মিনী কালিন্দি সত্যভামা জাম্বুবতী।
লগ্নজিতা মিত্রবৃন্দা ভদ্রা সুলক্ষনা
আর যত যদুনারী কে করে গননা ।
নানা রত্ন অনিল ভূষন অলঙ্কার
দশ কোটি অশ্ব দশ কোটি রথ আর ।
দশ কোটি মাতঙ্গ বৃষভ অগনন
ভটায়র সকটে সকট পুরি দিল।

সব লৈয়া দিল কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দনে
নির্লোভ হইলা কৃষ্ণ প্রীতের কারনে ।
মাতুলি মাতুলে পুনমিলা পঞ্চজন
একে একে সম্ভাসিয়া যত যদুগন ।
নিকটের রাজাগন পাইয়া বারতা
বিভার সামিগ্রু লৈয়া শীঘ্র আইলা তথা ।
যারে যেই সম্ভাসা করিল সর্ব্ব জন
আদরে করিল পুজা দ্রুপদ রাজন ।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কশীরাম কহে সদা সাধু করে পান ।

মুনিগন দেবগন আলেন সভায়
বিভাহেতু আজ্ঞা দিল পঞ্চালেররায় ।

পঞ্চভাই বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে
হরিদ্রা পিঠালি গন্ধ কৈল ওর্দ্ধ তুনে।
পঞ্চতীর্থ জল আনি স্নান করাইল
ইন্দ্রের অলঙ্কারে ভূষন করাইল।
বিভার মঙ্গল যত হইয়া সুবেশ
রত্নবেদি মধ্যস্থলে হইল প্রবেশ।
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী
পঞ্চভাই সাতবার প্রদক্ষিন করি।
পঞ্চজন অগ্রে বেদিমধ্যে বসাইল
পঞ্চভাই হস্তে হস্তে বন্ধন করিল।
কৃষ্ণা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হাত
তর্জনিতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ।
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ
সাম পঞ্চজন কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট।

দুন্দুভি শবদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী
হুলাহুলি মঙ্গল করয়ে নরনারী।
পাঞ্চজন্য বাজান আপনি নারায়ন
লক্ষ২ শঙ্খ বাজে বাদ্য অগনন।
কল্যান করিল যত দেব ঋষিগন
দ্বিজেরে দক্ষিনা দিল না যায় লিখন।
হেন মতে সম্পুর্ন করিল বিভাকার্য্য
প্রভাতে চলিয়া গেল যেবা যার রাজ্য।
মুনিগন দ্বিজগন গেল নিজস্থান
দ্বারাবতী চলি গেল রাম ভগবান।
যাইতে গোবিন্দে হৈল বিদুরে স্মরনে
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে চলিল আপনে।
কৃষ্ণ দেখি বিদুর আনন্দজলে ভাসে
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসনে পুজিল বিশেষে।

দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি গতায়াত
বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ।
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা
কোন দেশে কোন রূপে আছে তারা কোথা।
মৈল কি বাঁচয়ে কিছু না জানি তদন্ত
কেবল ভরসা এই সভে ধর্ম্মবন্ত।
হাহা কুন্তি হাহা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির
তোমা না দেখিয়া আছে এ পাপ শরীর।
এত বলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হৈয়া
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসাইল তুলিয়া।
হাসিতে বিদুরে তবে কহে জগন্নাথ
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুড়াতাত।
পাণ্ডবের বিভা বলি ত্রৈলোক্য জানিল
এক লক্ষ রাজা সহ দলে আসিছিল

আজিনিশা বিভা কৈল দ্রুপদনন্দিনী
পঞ্চভাই বিভা কৈল একই রমণী।
আমিহ ছিলাম সব কুটুম্ব সংহতি
বিভা দিয়া সভে এই যাই দ্বারাবতী।
শুনিয়া বিদুর বড় আনন্দ হইয়া
গোবিন্দচরণ ধরে ভূমে লোটাইয়া।
এ কথা এক্ষনে হরি না কহিয় আর
শুনি দুষ্ট লোকে পাছে করে কুবিচার।
হাসিয়া বলিল কৃষ্ণ ডরহ কাহারে
সভে পলাইয়া আইল পাণ্ডবের ডরে।
ভীমার্জুন পরাক্রম অতুল ভুতলে
একলক্ষ নৃপতি জিনিল অবহেলে।
বিদুরে প্রবোধিয়া তবে গেল ভগবান
শীঘ্রগতি গেল যেতা ধৃতরাষ্ট্রস্থান।

বিদুর বলেন আজি শুভরাত্রি পাইল
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে আইল।
ধৃতরাষ্ট্র শুনি হৈল আনন্দে বিভোর
আগুসরি আন গিয়া পুত্রবধু মোর।
নানারত্ন ফেলাহ দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া
আগুসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিয়া॥
বিদুর বলিল রাজা এথা বধু কোথা
যুধিষ্ঠিরে বরিলেক দ্রুপদদুহিতা।
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা মুখে
দুর্য্যোধন হৈতে মোর অধিক যুধিষ্ঠির
শুভবার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হইল শরীর।
কহ শুনি বিদুর আছয়ে তারা কোথা
কার ঠাঞি পাইলে তুমি এ সব বারতা।

বিদুর বলে কৃষ্ণার করিল লক্ষপন
লক্ষ বিন্ধিলেক রাজা ইন্দ্রের নন্দন।
কন্যাহেতু বহুদ্বন্দ কৈল রাজা সব
ভীমার্জুন করিলে সভারে পরাভব।
মুনিগন দেবগন একত্র হইয়া
পঞ্চভাই পাণ্ডবে কৃষ্ণারে দিল বিয়া।
যদুবংশ সহ গিয়াছিলা যদুপতি
মোরে বার্ত্তা দিয়া তেঁহ গেলা দ্বারাবতী।
এত বলি বিদুর গেলেন নিজস্থান
অধোমুখে চিন্তে অন্ধ করিয়া বেয়ান।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরামদাস কহে শুনে পুন্যবান।

বার্ত্তা ওপরন্তে তার তৃতীয় দিবসে
দণ্ডভগ্ন দুর্য্যোধন গুন্তরিল দেশে।
যাবার সময়ে গেল দশ অক্ষোহিনি
পঞ্চ অক্ষোহিনিতে আইলা নৃপমনি।
কার রথে নাহি ধ্বজা দন্তি দন্ত কাটা
কার স্কান্ত পদাতি কুবুজ বোঁচা কুঁটা।
কার মুখে নাহি কথা নাহিক বাজন
নাহিক চামর ছত্র নাহি চিহ্নবান।
বাপের চরনে গিয়া নমস্কার কৈল
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা পুছিল।
কহ তাত যুধিষ্ঠির সহিত মিলিলে
গলাগলি করিয়া সম্প্রীতে বিভা দিলে।
কি রূপে পাণ্ডব সহ হইল মিলন
আইলা কিবা সঙ্গেতে পাণ্ডব পুত্রগন

শুনি দুর্য্যোধন কর্ণে লাগে চমতকার
জানিল ব্রাহ্মন নহে পাণ্ডুর কুমার।
কর্ণ বলে কি কথা কহিলা মহাশয়
হেন বাক্য কেমতে স্ফুরিত মুখে হয়।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন
আমি দেখা পাইলে কোথা জীবে পঞ্চজন।
চন্দ্র দ্বিজবেশ ধরি ভাণ্ডিল আমারে
দ্বিজবধ ভয় করি ক্ষমিল তাহারে।
এক্ষনে জানিত যদি মারিত পরানে
পাণ্ডুপুত্র বলে শুনি তোমার বদনে।
দুর্যোধন বলে ইহা জানিব কেমনে
এতকাল জিয়ে আছে পাণ্ডুপুত্রগনে।
ধিক২ পুরোচন মৈল ভালে পুড়ি
কি করিল কার্য্য লজ্জা হৈল ক্ষিতিমুড়ি।

এক্ষনে কি হইবেক ইহার উপায়
শিয়রে হইল শত্রু শমনের প্রায়।
এই সন্নিকটে যদি উপায় নহিবে
পশ্চাতে ইহার বৃদ্ধ অনর্থ হইবে।
লোক পাঠাইয়া দিয়ে দ্রুপদের স্থানে
নিভৃতে কহক গিয়া পঞ্চালরাজনে।
সহস্রেক রথ দিব সহস্রেক হাতি
অর্দ্ধ রাজা ভোগ কর আমার সংহতি।
সখা হবো ধৃষ্টদ্যুম্ন তব পুত্র সহ
আমার পরম শত্রু পাণ্ডবে মারহ।
নতুবা পাঠাই এ সুরুপা নারীগন
পাণ্ডবের সহ রহক করক কথন।
দ্রোপদিরে তাহার হওক অনাদর
তবে ক্রোধি করিবে দ্রুপদ নরবর।

নতুবা সুহৃদ দ্বিজ তথারে পাঠাই
প্রকারেতে ভেদ করাওক পঞ্চভাই ।
পঞ্চভাই তারা যদি বিচ্ছেদ হইব
কোন ছলে পাণ্ডুপুত্র নিমেষে মারিব ।
নতুবা যাওক এক অন্তঃপুর লোক
সভার অগ্রেতে কাঁদি কহে পূর্ব্বশোক ।
তবে তারে পাণ্ডুপুত্র হইবে বিশ্বাস
বিষ দিয়া বৃকোদরে করুক বিনাশ ।
ভীম বিনে পাণ্ডুপুত্র হইবে অনাথ
ভীম মরিলে কর্ণের দোসর নহে পার্থ ।
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া কর্ণ বলে
কিছু নাহি লয় চিত্তে যতেক কহিলে ।
দ্রুপদের রাজ্য রত্নে লোভ করাইবে
ত্রৈলোক্য পাইলে সেহ না ত্যজে পাণ্ডবে ।

একেত জামাতা আর দ্বিতীয়ে বলিষ্ঠ
এক্ষনে কি দ্রুপদের আছে পূর্ব্বদৃষ্ঠ ।
সুহৃদভেদী দ্বিজ তার কি করিতে পারি
ভেদ না হইল পঞ্চ স্বামী একনারী ।
ভীমেরে মারয়ে হেন আছে কোনজন
কত না করিলা গৃহে আছিল যখন ।
বিষ দিলে নানা অস্ত্র গর্ত্ত খুনি ছিলে
অবশেষে জৌগৃহে দাহন করিলে ।
কিছু না হইল যত করিলে উপায়
এক্ষন হইল তারে অনেক সহায় ।
নারীগন কি করিবে পণ্ডবের ঠাঞী
চক্ষুকোনে পরস্ত্রী না দেখে পঞ্চভাই ।
যতেক উপায় বল নাহি লয় মনে
বিনা দ্বন্দ্বে সাধ্য নহে পাণ্ডুর নন্দনে ।

যাবত না আইসে গোবিন্দ যদুবলে
যাবত না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে।
রজনির মধ্যে গিয়া নগর বেড়িব
সপুত্র দ্রুপদ সহ পাণ্ডবে মারিব ।
কর্ণের বচন শুনি অন্ধনৃপবর
সাধু২ বলিয়া প্রসংশে বহুতর ।
এ বিচার করিতে তোমারে যোগ্য দেখি
কর্ণ ভিষ্ম দ্রোন বিদুরে আন ডাকি ।
তা সভার মত দেখি কি করে যুকতি
এত বলি সভারে আনিলা শীঘ্রগতি ।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান ।

রাজার আদেশে আইলা যত মন্ত্রিগণ
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লিক বিদুর
কুলে শীলে বুদ্ধি বলে খ্যাত তিনপুর।
ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান ত্যেজ তাত
শুনিল পাণ্ডব জিয়ে সব কুন্তিসাত।
এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেনে
কিদ্ভুত ইহার আমি না বুঝি কারনে।
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ
আমি তা সভার স্থানে নাহি করি দোষ।
তবে কেনে গুপ্ত রূপে পঞ্চালে থাকিয়া
বিভা কৈল পঞ্চভাই মোরে না বলিয়া।
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার
শুনিয়া উত্তর কৈল গান্ধার কুমার।

তব পুত্রাধিক তোমা সেবেত পাণ্ডব
তুমিহ তায় পুত্রাধিক করিতে গৌরব।
কি বুদ্ধি হইল তোমা না জানি কারণ
বারুনা বত্তেতে পাঠাইলা পুত্রগণ।
না জানিয়ে তথায় কি কৈল পুরোচন
জৌগৃহে দগ্ধ কৈল বলে সর্ব্বজন।
ত্রিভুবন যুড়ি মোর অপযশ হৈল
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক করিল।
যত দিন জৌগৃহ হইল দাহন
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন।
জননীসহিতে জিয়ে পাণ্ডুর কুমার
ইহাতে অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার।
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল।

এক্ষনেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন
পাণ্ডুপুত্র সহ কর সঙ্গেতে মিলন।
আমি একা নহি গুরু সভার বিচার
যেন তুমি তেন পাণ্ডুনৃপতি আমার।
যেন কুন্তি তেন বধূ গান্ধারনন্দিনী
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধনে মানি।
ইথে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব নাহিক রাজন
পাণ্ডুপুত্র সহ তোর দ্বন্দ্ব কি কারন।
তার বাপ পাণ্ডু ছিলা পৃথিবীর রাজা
তাহার সকল সৈন্য রাজ্য ধন প্রজা।
সে জিয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন জন
তব হিতহেতু তেঞী বলিয়ে রাজন।
অন্ধ রাজা দিয়া কর পাণ্ডবেরে বস
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা হব তোর যশ

কীর্ত্তি রাখে নৃপতি কীর্ত্তি সে বড় ধন
অকীর্ত্তিতে অভাজন জিয়ন্তে মরণ।
কীর্ত্তি রহে নরপতি যাবত ধরণি
যত পূর্ব্বদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি।
ভীষ্মের বচন অন্তে বলে দ্রোণ গুরু
সবর শুনরাজ তুমি যেন কল্পতরু।
আপনার হিত তরু বিচারু কারণ
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছে সব মন্ত্রিগণ।
তে কারণে হিতকথা চাহি কহিবারে
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ মোর যে বিচারে।
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয় সভার কল্যাণ
সকলি কহিলা গঙ্গাপুত্র মতিমান।

এক্ষনেও এই কর্ম্ম করহ তৎকাল
প্রিয়সুহৃদ জন এক পাঠাহ পঞ্চাল।
বিভার সামিগ্রী লইয়া মঙ্গল রাজন
নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়া সাজন।
দ্রোপদীরে ভুষিবে অনেক অলঙ্কারে
নানা রত্নে ভুষিবেন পঞ্চসহোদরে।
পুনঃপুনঃ সন্তোষিয়া কুন্তিরে কহিবে
যেন পূর্ব্বদুঃখ স্মরি দুঃখ না হইবে।
দ্রুপদ রাজার মান্য দেহ বহুধন
প্রত্যক্ষ করিবা তাহা সভা পুরজন।
হেন জন পাঠাহ সুশীল সত্যবাদী
পাণ্ডব তোমার প্রতি করে তার বুদ্ধি।
এতেক বচন যদি বলে ভীষ্ম দ্রোন
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্ত্তন।

ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রনা করিবারে
সভার শত্রুর অংশ খ্যাত এ সংসারে।
মুখেতে সুহৃদ তব অন্তরেতে আন
যে কহিলে বুঝহ করিয়া অনুমান।
ধনে জনে সম্পদে এ সভার ভিতরে
দোঁহার প্রায় রাজা দিয়াছ কাহারে।
তথাপি পাণ্ডব অংশ তোমার সহিত
জিহ্বায় অন্তর বার্ত্তা হৈতেছে বিদিত।
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে
দুষ্ট মন্ত্রিমন্ত্রনাতে সবংশেতে মজে।
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার
এ দুষ্ট শকুনিরে কহ তোর কি বিচার।
কলহ করিতে প্রায় চাহ তার সহ
নিকট বাসুকি প্রায় যাইতে যম গৃহ।

ভাল মতে জানি আমি তোর বীরপনা
পঞ্চাল রাজ্যেতে তাহা দেখিল এবর্ব জনা।
লক্ষ রাজা সহ একা বেড়িলে অর্জুনে
পলাইয়া গেলে তেঞি রহিল জীবনে।
হেন জন সহ দ্বন্দ্ব চাহ করিবারে
তোমা বিনা নিলজ্জ নাহিক সংসারে।
কেমতে কহিব আমি এমত বিচার
মহাক্ষয় হবে যাতে সভার সংহার।
এত শুনি বলেন বিদুর মহামতি
কি হেতু নিঃশব্দ হইয়া আছহ নৃপতি।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার
ভীষ্ম দ্রোন সম হিত কে আছে তোমার।
এ দোঁহার গুনে কেবা আছে ভূমণ্ডলে
বিচারে অমরগুরু তেজে আখণ্ডলে।

ধর্ম্মেতে সাক্ষাত ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাত
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিলা রঘুনাথ।
কভু নাহি তব শব্দ ভীষ্ম মুখে ভাষে
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্ব লোকে ঘোষে।
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী
কি কারনে উত্তর রাজা নাহি দেহ তুমি।
ভীষ্ম দ্রোন যেই বলে সভার স্বীকার
ইহা না করিয়া চাহ কি করিতে আর।
কলহ করিতে পুনঃ চাহ নরপতি
কে তোমার যুঝিবেক অর্জুন সংহতি
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি
পঞ্চালেতে ছিলা একলক্ষ নরপতি।
সভারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর
শুনিয়া থাকিবে যে করিল বৃকোদর।

অস্ত্রহীন কৃষ্ণ লৈয়া প্রবেশিল রণে
একলক্ষ নৃপসেনা করিল যখনে।
এক্ষনে সহায় হবে সেই রাজাগন
স্বঅস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন।
সহায় সর্ব্বস্ব যার মন্ত্রী জগতপতি
আর যত যদুগন বৈসে দ্বারাবতী।
মাতুলনন্দন বলভদ্র সখা যার
শ্বশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার।
বিশেষে তোমার দেখ যত রথিগন।
ভাল মতে জান কি সভাকার মন।
আমি জানি সভে হবে পাণ্ডব সহায়
দ্বন্দ্ব ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায়।
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি।

পাণ্ডুপুত্র জিয়ে আছে শুনিয়া শ্রবণে
সভাই ওদ্বেগ বড় দেখিবার মনে।
সভে ইচ্ছা করে রাজা যুধিষ্ঠির প্রতি
তাহার সহ দ্বন্দে ভদ্র নাহি মহামতি।
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার
আমাবাক্য শুন রাজা হিত যে তোমার।
জৌগৃহে পোড়াইলে লজ্জিত অন্তরে
সব দোষ গেল পুরোচনের ওপরে।
প্রিয়বাক্যে এথাকে আনহ পাণ্ডুসুতে
দুচিবেক লজ্জা যশ ঘুষিবে জগতে।
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র বলে
যে বলিল বিদুর আমার মনে লৈলে।
পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাহি অন্য জন
আপনে বিদুর তুমি করহ গমন।

এতেক বলিল যদি অন্ধ নরপতি
শুনিয়া সে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি ।
মহাভারতের কথা অমৃতলহরি
কাশীদাস কহে শুবনে ভবে তরি ।

ক্ষণেক বিদুর আর বিলম্ব না কৈল
বহু রত্ন ধন লৈয়া পঞ্চালেতে গেল ।
একে২ সভাকারে সম্ভাষি বিদুর
কুন্তি সহ বসিয়াছে যত অন্তঃপুর ।
দ্রৌপদিরে ভূষিল অনেক অলঙ্কারে
নানা রত্নে বিভূষিল পঞ্চসহোদরে ।
বিদুর দেখিয়া বড় হরিস দ্রুপদ
সূর্য্যের উদয়ে যেন হরিষ কোকনদ ।

পঞ্চভাই দেখিয়া বিদুর মহাশয়
আনন্দ নয়নজলে ভাসিল হৃদয়।
বিদুরচরণে প্রনমিল পঞ্চজন
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধু জন।
বিদুর কহিল যত কুশল সম্বাদ
একে২ কহিল সভার আশীর্ব্বাদ।
বিদুরে লৈয়া গেল দ্রুপদ রাজন
মিষ্টান্ন পক্কান্নে তারে করাইল ভোজন।
ভোজনান্তে সর্ব্ব লোক বসিল সভাতে
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে।
পাণ্ডবে বরিল রাজা তোমার নন্দিনী
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট শুনি।
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পাইল
তে কারনে মান্য দিয়া আমায় পাঠাইল।

অনেক কহিল ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন
তোমা সহ সম্বন্ধ হইল প্রীতমন।
প্রিয় সখা তোমারে কহিছে আলিঙ্গন
পুনঃ পুনঃ করি বলিলেন যেই দ্রোণ।
চির দিন দেখি নাহি পাণ্ডুপুত্রগণ
সভাই ওদ্বেগ বড় এই সে কারন।
গান্ধারি প্রভৃতি যত কুরুকুল নারী
দেখিবারে ওতরোল তোমার কুমারী।
পাণ্ডবেহ বহু দিন হৈয়াছে হাতাস
চিরদিন নাহি বন্ধুগণেরে সম্ভাষ।
আমারেত এই মত কহে নরপতি
যাইতে পাণ্ডবগণ আপন বসতি।
দ্রুপদ বলিল ভাগ্য আমার আছিল
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল।

যে বলে বিদুর সেই মোর মনোনীত
পাণ্ডবেরে নিজ গৃহে যাইতে উচিত।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনকসমান
তাহার সেবা পাণ্ডবের হয়েত বিধান।
ভয় আছে তথা যদি হেন কর মনে
তোমা সভা বিরোধিবে কাহার পরাণে।
তথাপীহ নহে আর হস্তিনায় স্থিতি
খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া করহ বসতি।
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন
মাতৃ সহ বিদায় হইল ততক্ষণ।
রথে চড়ি চলিল দ্রৌপদি সমুদিত
হস্তিনা নগর গেল বিদুর সহিত।
পাণ্ডব হস্তিনা আইল শুনি প্রজাগন
বাল্য বৃদ্ধ যুবা ধায় দর্শনকারন।

লজ্জা ভয় ত্যজি ধায় কুলের যুবতি,
উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া যায় নারী গর্ব্ববতী।
পাণ্ডবেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি
যষ্ঠি ভর করিয়া চলিল যত বুড়ি।
তবে পঞ্চভাই গেল যথা জ্যেষ্ঠতাত
একে২ গুরুজনে কৈল প্রণিপাত।
কুন্তি সহ অন্তপুরে গেল যাজ্ঞসেনী
একে২ সম্ভাষিল কৌরব রমণী।
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজনে
হস্তিনা বসতি তব নহে সুশোভনে।
খাণ্ডবপ্রস্থে যাহ পঞ্চসহোদর
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর।
শুনি যুধিষ্ঠির তবে কৈল অঙ্গীকার
খাণ্ডবপ্রস্থে সব কৈল আগুসার।

পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর
বলভদ্র সঙ্গে আল্য হস্তিনা নগর।
ধৃতরাষ্ট্র যে বলিল পাণ্ডবের প্রতি
পাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দিল অনুমতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চসহোদর
শুভক্ষণে আরম্ভিল করিতে নগর।
প্রাচীর করিল উচ্চ আকাশসমান
চতুর্দ্দিগে গড় খাই সমুদ্র সমান।
উচ্চ উচ্চ অট্টালি করিল মনোরম
কি এরা অমরাবতী ভোগবতী সম।
প্রাচীর উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল
ভক্ষ ভোজ্য পদাতি রাহিয়ত পুইল।
কুবের ভাণ্ডার জিনি পুরাইল ধন
শুভক্ষণে সব গৃহ বিচিত্র শোভন।

বেদান্ত পাঠকগণ ক্ষত্রি বৈশ্য জাতি
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি।
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন
বনিক জাতি সৎগোপ যত শূদ্রগণ।
বসিল সকল লোক নগর ভিতরে
পাণ্ডুর নগর বেশে ইন্দ্রে নাহি ডরে।
স্থানেং নগরে স্থাপিল বৃক্ষগণ
পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কানন।
জম্বুর পলাশ তাল তমাল বকুল
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক রাজফুল।
পাটলি খাদির বেল বদরী কবরি
পারিজাত পর্কটী আমলকী মহিরি।
কদলী গুবাক নারিকেল সর্জ্জুর
নানা বনে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর।

স্থানেং খোদাইল দিঘি পুস্করিণী
জলচর পক্ষিগন সদা করে ধ্বনি।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন
ইন্দ্রপ্রস্থ বলি নাম থুইল নারায়ন।
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি
বিদায় হইয়া গেল দ্বারকা নগরি।
পাণ্ডবের রাজ্য প্রাপ্তি যেই জন শুনে
স্থান ভ্রষ্ট স্থান পায় দারিদ্র খণ্ডনে।
আদি পর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম গায় গীত।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।

পঞ্চভাই এক স্ত্রী কেমতে আচরিল
বিভেদ নহিল দিন কেমতে বঞ্চিল ॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে ।
কত দিনে আইল নারদ মুনিবর
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পুজিল বহুতর ।
কর জোড় করি দাণ্ডাইয়া ছয় জন
বসিবারে মুনি আজ্ঞা করিল তখন ॥
নারদ বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন
এক পত্নী পতি তুমি ভাই পঞ্চজন ।
ভাই২ বিভেদ করিয়া থাক পাছে
স্ত্রীনাগি বিরোধ হয় পুর্ব্বে হেন আছে ।
শুন্দ ওপশুন্দ বলি দুই ভাই ছিল
স্ত্রীর হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল ।

যুধিষ্ঠির বলে কহ শুনি মুনিবর
কি হেতু হইল যুদ্ধ দুই সহোদর।
নারদ বলিল পূর্ব্বে কস্যপনন্দন
হিরন্যকস্যপ হিরন্যাক্ষ দুইজন ॥
নির্দ্দয়া অসুর হিরন্যাক্ষ দৈত্যবংশে
শুন্দ ওপশুন্দ দুই তাহার ঔরসে।
মহাবল দুই ভাই মহাকলেবর
অসুরকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর।
দুই ভাই একবাক্য একই জীবন
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি হয়ত কখন ॥
দুই জন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার
তপোবলে করিব ত্রৈলোক্য অধিকার।

হেমন্ত পর্ব্বতে গিয়া তপ আরম্ভিল
অনেক বৎসর বায়ু আহারে রহিল॥
অনাহারে বহু তপ কৈল দুই জনা
যতেক কঠোর কৈল না হয় গননা।
দোঁহার কঠোর দেখি আইল পিতামহ
ডাকি বলে মনোনীত বর মাগি লহ।
দুই ভাই বলে মোরে করহ অমর
ব্রহ্মা বলে ইহা ছাড়ি মাগ অন্য বর॥
দুই ভাই বলে মোরা অন্য নাহি চাই
তবে তপ ত্যজি যবে এই বর পাই।
ব্রহ্মা বলে জন্ম হৈলে অবশ্য মরন
মরন বিধান তোরা কহ দুইজন।
দৈত্য বলে ভেদ যবে হইবে দুই ভাই
তবে মৃত্যু হবে আজ্ঞা করহ গোসাঞী।

স্বস্তি বলি বর দিয়া গেল প্রজাপতি
শুম্ভ ণিশুম্ভ গেল আপন বসতি।
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য সাজিল অসুর
নানা বর্ণে অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর।
অমর জানিল ব্রহ্মা দিয়াছেন বর
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর।
বিনি যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করেন দুইজন।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়
সভে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয়।
যজ্ঞ হোম ব্রত তপ দ্বিজ মুনিগণ
একে একে ওচ্ছন্ন করিল দুইজন।
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী
ত্রৈলোক্য পাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী।

যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার
সর্ব্ব রত্নে পূর্ণ কৈল আপনভাণ্ডার।
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব ঋষিগণ
ব্রহ্মারে সকল গিয়া কৈল নিবেদন।
শুনিয়া ক্ষনেক ব্রহ্মা চিন্তিল হৃদয়
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি আজ্ঞা কৈল মহাশয়।
মনোহরা নারী এক করহ রচনে
তুলনা না হয় যেন এ তিন ভুবনে।
বচন বলিবামাত্র বিশ্বকর্ম্মা বিচক্ষণ
বিধাতার আজ্ঞা পাইয়া করিলা সৃজন।
ত্রৈলোক্য ভিতরে যত রূপবন্ত ছিল
সর্ব্ব রূপ হৈতে রূপ তিলতিল লৈল।
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন
ব্রহ্মার অগ্রেতে লৈয়া দিল ততক্ষন।

তবে প্রজাপতি সেই কন্যা পানে চাহে
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে।
ব্রহ্মা বলে ত্রৈলোক্যরূপেতে নাহি সীমা
তিলতিল আনি কৈল নাম তিলোত্তমা।
তবে করযোড়ে কন্যা ধাতাঅগ্রে কহে
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয়ে।
ব্রহ্মা বলে শুন্দ উপশুন্দ মহাসুর
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিনপুর।
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে সংহার
উপায় করিয়া ভেদ করহ দোঁহার।
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চলিল সুন্দরী
দেবের মণ্ডলি কন্যা প্রদক্ষিণ করি।
কন্যা দেখি মোহিত হইলা ত্রিলোচন
চারি ভিতে চারি গোটা হইল বদন।

যেই দিগে চায় মুখ সেই দিগে হয়
পূর্ব্বময় পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয়।
মদনে পীড়িত হৈয়া চাহে পুরন্দর
দশশত চক্ষু তার হৈল কলেবর।
আর যত দেবগন এক দৃষ্টে চাহে
অধৈর্য্য হইল সভে দেখিয়া কন্যায়ে।
দেবগন বলে প্রভু কার্য্যসিদ্ধি হবে
ইহারে দেখিয়া কোন অন্য না ছলিবে।
তবে তিলোত্তমা গেল যথা দুইজন
ক্রীড়া করে দুইভাই লইয়া স্ত্রীগন।
কোটি২ দৈত্যগন সহ পরিবার
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পূর্নিত ভাণ্ডার।
লক্ষ২ বিদ্যাধরী লইয়া দুইজনে
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে॥

রঙ্গবস্ত্র পরিতিলোত্তমা বিদ্যাধরী
নানা পুষ্প আছে সেই পর্ব্বত উপরি ॥
ফিরে২ যথা দৈত্য করিল গমন
দুরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন ॥
অলি মত্ত করে মত্ত মত্ত মধুপানে
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে ॥
জ্যেষ্ঠ শুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর ॥
পরম আনন্দ শুন্দ কন্যারে দেখিয়া
হাত জোড় ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া ॥
মোর ভার্য্যা তোমার শ্বশুর মধ্যে গণি
ইহারে ধরহ তুমি কেমত কাহিনী ॥
উপশুন্দ বলে এই আমার রমণী
ভাতৃবধু হয় এই ছাড়ি দেহ তুমি ॥

শুন্দ বলে আগে আমি দেখিল কন্যারে
উপশুন্দ বলে কন্যা বরেছে আমারে।
তো ছাড়ং বলি দোঁহে গালাগালি
ক্রোধি হৈয়া দুইভাই দোঁহারে নেহালি।
মধুপানে কামবানে হইল অজ্ঞান
ক্রোধে দুইজনে হৈল অগ্নির সমান।
ভয়ঙ্কর দুইগদা ধরি ততক্ষন
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুইজন।
যুগল পর্ব্বতপ্রায় পড়ে দুইবীর
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির।
আর যত দৈত্যগন এ সব দেখিয়া
কালরুপী কন্যা জানি যায় পলাইয়া।
দেবগন লৈয়া ব্রহ্মা আইলা ততক্ষন
বর দিল কন্যা প্রতি করিয়া বর্নন।

সূর্য্যের কিরনে তুমি থাক নিরন্তর
কার দৃষ্ট নহে যেন তোমার কলেবর।
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তোমার কারনে
ধর্ম্ম নষ্ট হবে লোক তোমার বরনে।
তেকারনে সূর্য্য অংশুমধ্যে তুমি রহ
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল পিতামহ।
নারদ বলিল শুন ধর্ম্ম নৃপবর
তুমি জান অতি প্রীত পঞ্চ সহোদর।
এই মত প্রীত তারা ছিল দুই জনে
হেন গতি হৈল দোঁহে না বুঝি কারনে।
মহাবংশে জন্ম তুমি হও পঞ্চজন
বিভেদ না হয় যেন ভার্য্যার কারন।
এত শুনি পঞ্চভাই নারদ গোচরে
সময় নির্ব্বন্ধ সভে বলে জোড়করে।

বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক একগৃহে
অন্য জন তথিপর অধিকারী নহে।
কৃষ্ণাসহ তারে যদি দেখে অন্য ভাই
দ্বাদশ বৎসর সে যে অরন্যেতে যাই।
নির্ব্বন্ধ করিয়া গেলা ব্রহ্মার নন্দন
হেন মতে কৃষ্ণা সহ বঞ্চে পঞ্চজন।
তবে কত দিনে সেই রাজ্যের ভিতরে
ব্রাহ্মনের গাবি হরে লৈয়া যায় চোরে।
রোদন করিয়া দ্বিজ গেল পার্থপাশ
তোর রাজ্যে বসি মোর হৈল সর্ব্বনাশ
গালি দেয় ব্রাহ্মন যতেক মনে আইসে
শঙ্কোচ হইয়া পার্থ ব্রাহ্মনে আশ্বাসে।
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ কহ বিবরন
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষন।

গাবি মোর বলে লৈয়া যায় দুষ্টগণে
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণে।
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর
অস্ত্র বাস্তে ওঠি গেল আয়ুধমন্দির।
দৈব যোগে অস্ত্র গৃহে কৃষ্ণাযুধিষ্ঠির
দুরে থাকি আনি পার্থ হইল বাহির।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চল
ওচ্চস্বরে কান্দে দ্বিজ চক্ষে পড়ে জল।
দ্বিজের রোদন দেখি পার্থে হৈল ভয়
কি করিব চিত্তেতে চিন্তিল ধনঞ্জয়।
গৃহে প্রবেশিলে দুঃখ হবে বহুতর
দ্বাদশবৎসর যাব অরন্যভিতর।
ব্রাহ্মনের চক্ষুজল যত ভূমে পড়ে
অনিবার মহাপাপ মোর শিরে চড়ে।

দ্বিজ অর্ত্তি ভাঁঙ্গিলে হইবে বড় কর্ম্ম
বিনা ক্লেশে ওপার্জ্জন কভু নহে বীর্ম্ম।
এত ভাবি অর্জুন চলিল অস্ত্রঘরে
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলিল সত্বরে।
ব্রাহ্মন সহিত গেল যথায় চৌরগন
চোর মারি আনি দিল বিপ্রের যত ধন।
দ্বিজ প্রবোধিয়া তবে চলিল ফাল্গুনি
সবিনয়ে নিবেদিল যুধি নৃপমনি।
অতিক্রম কৈল আমি লঙ্ঘিল সময়
বনবাস যার আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজা বলে কেন হেন কহ ধনঞ্জয়
পূর্ব্বে নারদের আগে কৈলে যে সময়।
যুধিষ্ঠির বৈল মোর শুনহ বচন
পিতামহ সর্ব্বে কহিল যে কথন।

কনিষ্ঠ ভাইর সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে
জ্যেষ্ঠ ভাই তা দেখিলে যাবে অরণ্যেতে।
তুমি মোর কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই।
পার্থ বলে স্নেহভাবে বল মহাশয়
কপট এ কর্ম্ম প্রভু মোর মত নয়।
সত্যে বিচলিত হৈতে নাহি মোর মন
আজ্ঞা কর মহারাজ যাব আমি বন।
এত বলি ধনঞ্জয় কৈল নমস্কার
মাতৃ ভ্রাতৃ সখা ছিল যত যত আর।
সভারে বিদায় করি চলিল কানন
সব বন্ধুগন হৈল বিরসবদন।
অর্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগন
পৌরানিক কথক আর গায়ক চারন।

মহাবনে প্রবেশ করিল যতিযান
বহু২ পুন্য তীর্থে কৈল স্নান দান।
কত দিনে গেলগঙ্গা হরিদ্বারস্থানে
দেখিয়া হইল হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দনে।
স্নান করি অগ্নি হোত্র কৈল দ্বিজগন
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করিল তর্পন।
তর্পন সকলি আইসে অগ্নি হোত্রস্থানে
জলে হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জুনে।
বলে ধরি লৈয়া গেল আপনমন্দির
ওত্তম আলয় তথা দেখি পার্থ বীর।
অগ্নি হোত্র জলে তথা দেখি ধনঞ্জয়
সেই অগ্নি পুজিলেক কুন্তির তনয়।
কন্যা প্রতি বলে এই কাহার আলয়
নিঃশঙ্ক হৃদয় পার্থ নাহি ভয় ভয়।

কি নাম ধরহ তুমি কাহার কুমারী
কি কারনে আমারে আনিলে এই পুরী।
কন্যা বলে ঐরাবত নাগ রাজবংশে
কৌরব নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে।
তার কন্যা হইয়ে উলুপী মোর নাম
তোমারে দেখিয়া মোরে পীড়িলেক কাম।
তোমারে আনিনু মুঞী এই সে কারন
তোমারে ভজিনু মোর তৃপ্তি কর মন।
পার্থ বলে কন্যা তুমি না জান কারন
ব্রহ্মচারী হৈয়া আমি ভ্রমিয়ে কানন।
দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে করিল নিয়মে
কেমতে লঙ্ঘিব তাহা কহ ভুজঙ্গিমে।
কন্যা বলে সব তত্ব আমি ভাল জানি
কৃষ্ণাহেতু নিয়ম যে করিলা আপনি।

অন্যস্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়
তাহে অর্থী লহ বৃদ্ধা ধর্ম্মের সঞ্চয় ।
অতি তন আমি বাঞ্ছা করিয়ে তোমারে
ধর্ম্ম আছে পাপ ইথে নাহি মহাবীরে ।
অনুগত জন আমি কহিল নিশ্চয়
এক গর্ব্ব দান মোরে দেহ মহাশয় ।
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন
সধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল বরন ।
এক নিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈতে হইল বাহির ।
বিস্ময় হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ সকল কহিল ।
তবে দ্বিজগণ সহ কুন্তির নন্দন
হেমন্ত পর্ব্বতে তবে কৈল আরোহণ ।

অগাস্ত্য নামেতে বট বশিষ্ঠ আশ্রমে
বহু তীর্থে স্নান পার্থ কৈল স্থানে স্থানে।
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করি হেন গনে
পূর্ব্বসিন্ধুতীরে বীর গেল কত দিনে।
গয়া গঙ্গা প্রয়াগ নৈমিশারণ্য আদি
পৃথিবীতে যত তীর্থ যত নদ নদী।
অঙ্গ বঙ্গ সর্ব্বোতে যতেক তীর্থ বৈসে
স্নান করি চলিলেন কলিঙ্গ নাম দেশে।
কলিঙ্গে না পশিল বাহুড়ি দ্বিজগণ
কলিঙ্গে পশিচন ভ্রষ্ট হয়ত ব্রাহ্মণ।
কলিঙ্গ নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়
ক্রমেং দেখিল যতেক তীর্থচয়।

পর্ব্বত মহেন্দ্র নাম সমুদ্রের তীরে
মহেন্দ্র নামেতে এক আছয়ে নগরে।
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ্যে অধিকারী
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী।
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা পূর্ণ রূপে গুনে
নগরে বিহরে কন্যা দেখিল অর্জ্জুনে।
কন্যা দেখি মোহিত হইল ধনঞ্জয়
শীঘ্রগতি গেল তবে রাজার আলয়।
ধনঞ্জয় বলে রাজা কর অবধান
তোমার কুমারী রাজা দেহ মোরে দান।
রাজা বলে কে তুমি কোথায় তব ঘর
কোন বংশে জন্ম তোমার কাহার কোঙর।
তীর্থবাসী জন হৈয়া বাঞ্ছ মোর সুতা
কেমন সাহসে তুমি কহ এই কথা।

অর্জুন বলিল আমি পাণ্ডুর তনয়
কুন্তিগর্ভে জন্ম মোর নাম ধনঞ্জয়।
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন।
রাজা বলে এত দূর আইলা কি কারণ
একেং সব কথা কহিল অর্জুন।
রাজা বলে মোর ভাগ্যে আইলা এথায়
মোর বিবরণ শুন কহিব তোমায়।
প্রভঞ্জ নামেতে ছিল মোর পূর্ব্ববংশে
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে।
প্রসন্ন হইয়া বর দিল মহেশ্বর
তোমার বংশে হবে রাজা একই কোঙর।
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে
যে পুত্র হইবে সেই রাজ্যে রাজা হবে।

বলে ধরি কূলে তারে তুলিল অর্জ্জুন
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হৈল ততক্ষন।
বিস্ময় হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসিল তারে
কে তুমি কি হেতু হৈলা কুম্ভীর শরীরে।
কন্যা বলে নাম মোর বরাহ অপ্সরী
কুবেরের ইচ্ছা মোরা পঞ্চম কুমারী।
সুবেশ হইয়া যাই যথা ধনেশ্বর
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর।
চন্দ্র সূর্য্যসম তেজ মহাতপোধন
মনোগর্ব্বে তারে মোরা কৈল বিড়ম্বন।
তপ ভঙ্গ করিবারে গেনু তার পাশ
নৃত্য গীত বাদ্য বহু হাস পরিহাস।
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মন
ক্রোধে শাপ মো সভারে দিল ততক্ষন।

অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি
শুনি করজোড় মোরা কৈল স্তুতি করি।
অবধ্য স্ত্রীজাতি হন জান মুনিবরে
যথাবিধি শাস্তি কৈলে আমা সভাকারে।
ব্রাহ্মণের সম শান্তি সর্ব্ব লোকে জানি
দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি।
মুনি বলে গ্রাহ হবে তীর্থের ভিতরে
তবে মুক্ত হবে যবে তোলে কোন নরে।
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চজন
বাহুড়িয়া যায় ঘরে হইয়া বিমন।
আচম্বিতে দেখিল নারদ তপোধন
তাঁহারে জানাইল আপন বিবরণ।
মুনি বলে তোরা না হও বিমন
পঞ্চতীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চজন।

তীর্থযাত্রা হেতু যবে আসিবে ধনঞ্জয়
তাহার পরসে মুক্ত হইবে নিশ্চয়।
সত্য হৈল যে বলিল ব্রহ্মার কুমার
তোমার পরসে মুক্ত হইল আমার।
চারিতীর্থে চারিসখি আছে মোর আর
কৃপা করি মহাশয় করহ উদ্ধার।
বিনয় শুনিয়া তবে পার্থে দয়া হৈল
চারিতীর্থ হৈতে চারিজনে উদ্ধারিল।
মুক্ত হৈয়া নিজস্থানে গেল পঞ্চজন
বৃক্ষ লক্ষ করি তীর্থে চলিল অর্জুন।
পুনঃ মুনিপুর বীর করিল গমন
চিত্রাঙ্গদা সহ সুখে বঞ্চে কত দিন।
চিত্রাঙ্গদাগর্ব্ভে জন্ম হইল নন্দন
বব্রুবাহু বলি নাম থুইল অর্জুন।

কত দিন বক্ষি পুত্র স্থাপিয়ে রাজ্যেতে
পুনঃ তীর্থবাসে বীর গেল তথা হৈতে।
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করে ক্রমে ক্রমে
প্রভাস তীর্থেতে গেল পৃথিবীপশ্চিমে।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিল সমাচার
প্রভাসে আইল পার্থ কুন্তির কুমার।
অতিশীঘ্র জগন্নাথ করিল গমন
প্রভাসে অর্জুন সহ হৈল সম্ভাষণ।
আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল
সকল বৃত্তান্ত ধনঞ্জয় নিবেদিল।
অর্জুন লইয়া তবে দেবকীনন্দন
রতন নায়েতে গিরি করিল গমন।
কৃষ্ণ অনুমতিতে তথায় যদুগন
রৈবত পর্ব্বতে পূর্ব্বে করিল গমন।

অতিশয় মনোহর গিরিবর মত
নানা ধাতু বিরাজিত মনি মরকত।
নানা জাতি বৃক্ষ সর্ব্ব ফল ফুলে শোভে
নানা জাতি পুষ্প সব আমোদ সৌরভে।
নানা জাতি পশু ক্রীড়ে নানা পক্ষিগন
গিরি দেখি সুখী যদুকুল সর্ব্ব জন।
কৃষ্ণের বাক্যেতে দ্বারকাবাসী সব
রৈবত পর্ব্বতমধ্যে কৈল মহোৎসব।
বাল্য বৃদ্ধ যুবগন যতেক নরনারী
নানা বাদ্য নৃত্য গীত অনুক্ষন করি।
নানা রত্নে মণ্ডিত যতেক তরুগন
শ্বেত পীত রক্ত নীল বিবিধ বসন।
শ্বেত কৃষ্ণ চামর রাখিল চারিডালে
প্রবাল মুকুতা ঝারা বান্ধি ইন্দ্রজালে।

উগ্রসেন বসুদেব অক্রুর উদ্ধব
জয়সেন কামদেব সকল বান্ধব।
বলভদ্র চারুদৃষ্ণি সারণ সাত্যকি
গদ উপগদ প্রদ্যুম্ন আর দ্বারিকি।
ঝিলু উপঝিলু যত সপ্তবিংশ নারী
উদ্যান করিতে সভে চলে আগুসরি।
দৈবকী রোহিনী আর ভদ্রা শচী রতি
বিশ্বকনন্দিনী সত্যভামা জাম্বুবতী।
কালিন্দি নগ্নাজিতা আর আবন্তমা
ভদ্রা মিত্রা বৃন্দাবতী বানপুত্রী উষা।
চন্দ্রাবতী ভদ্রাবতী প্রভৃতি রমনী
এ আদি কৃষ্ণের ষোলসহস্র রমনী।
রৈবত পর্বতমধ্যে করেন বিহার
হেন কালে গেল তথা ইন্দ্রের কুমার।

অর্জ্জুন আইল বলি পাইল বারতা
আগু সরি আনিবারে সবে গেল তথা।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহিল এক রথে
দোঁহে এক মূর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে।
দোঁহে নীলঘনবর্ণ অঙ্গন অধীর
কিরিটী কুণ্ডল হার শোভে পীতাম্বর।
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ পার্থে বলে হরি
দোঁহামূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নর নারী।
তবে ধনঞ্জয় বীর রথে হৈতে ওলি
বসুদেবের পায়ে ধরি লুটি ভূমিতলি।
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেব দিয়া
যতেক বৃত্তান্ত সব পুছেন বসিয়া।
অর্জ্জুন কহিল সব যত বিবরণ
নারদ নিয়ম হেতু ফিরি তীর্থগণ।

বসুদেব বলে তাত থাক মোর ঘরে
যত দিন পুর্ন নহে দ্বাদশ বৎসরে ।
উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যকি স্নাত্যক
একেং সম্ভাষিল যতেক যাদব ।
লইয়া চলিল সভে ৈরবত গিরি
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী ।
অর্দ্ধ্য দিয়া কল্যান করেন সর্ব্বজন
পরম আনন্দে সভে কুশল জিজ্ঞাসন ।
মাতুলানীগনে পার্থ প্রনাম করিল
আর দুই জন নারী গৌরবী আছিল ।
হেন কালে ভদ্রা নামে বসুদেবের সুতা
প্রথম যৌবনী সব রূপ গুনযুতা ।
বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচরচুলে
মেঘেতে সঞ্চরে যেন কুরুবকফুলে ।

তাঁর গন্ধে মকরন্দে ত্যজি অলিকুলে
চতুর্দ্দিগে ঘোররূপে অনুক্ষণ বুলে ।
দুই গণ্ড মণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতি মূলে
চন্দ্রজ্যোতি গজ মুতি শোভে নাশাস্থলে ।
বদন কমল চান্দ নাশা তিল ফুলে
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে ।
কুচযুগ সম পুগ ঢাকিয়া দুকূলে
মধ্যদেশ মৃগেন্দ্র নহে সমতুলে ।
জঘন সরস ধন কীর্ত্তন অতুলে
হেরি মুরজয়ে কামচরণ অঙ্গুলে ।
নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ জিনিয়া বিপুলে
জাতি যুতি তারপরে মালতি বকুলে ।
ভদ্রা দেখি ধনঞ্জয় গোবিন্দেরে পুছে
কেবা এ সুন্দরী সখা সভাকার পাছে ।

অবিভাত কন্যা হেন লাগে মোর মনে
শুনিয়া বলিল তবে শ্রীমধুসূদনে।
বসুদেব সুতা হয় আমার ভগিনী
সারণের সহোদরা সুভদ্রা নামিনী।
বিভা নাহি হয় নাহি মেলে যোগ্য বর
শুনিয়া লজ্জিত হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত।
সত্যভামা বলে ভদ্রা নাহি আইস কেনে
সভে গেল একত্র বসিলা কি কারণে।
সুভদ্রা বলিল দেবি ধরি মোরে লহ
কণ্টক ভুকিল পায় বাহির করহ।
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাতে
নাহিক কণ্টকঘাত দেখিল পদেতে।

সত্যভাম্যা বলে মিথ্যা কি হেতু চাণ্ডিলে
নাহিক কণ্টকাঘাত কেনবা পড়িলে।
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি
যে কণ্টক ভুঁকিল কোথায় পাব দেখি।
অর্জুনের নয়ন চাহনি তীক্ষ্ণশর
আজি মোর শরীর হইল জরজর।
দেখ মোর অঙ্গ তাপ ঘন কম্পমান
ছটফট্ট করে তনু বাহিরায় প্রাণ।
জোড় সত্যভামা আমি না পারি যাইতে
এত বলি নিরীক্ষে পার্থে চাহে পাছেতে।
সত্যভামা বলে ভদ্রা যাইলে কি লাজ
করিলি কলঙ্কি নিষ্কলঙ্কি কুলমাঝ।
বাপ বসুদেব ভাই রাম নারায়ন
তিন লোকমধ্যে যারে পুজে সর্ব্বজন।

ইহা সভাকারে লজ্জা করিতে চাহিলি
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিলি।
কেবা কন্যা অবিভাত্তা নাহি রাজকুলে
তোমা হইতে বয়োধিক আছয়ে বহুলে।
তোমা হইতে নির্লজ্জা না হয় অন্য জনে
ধৈর্য্য হও চল ঘর পাছে কেহ শুনে।
ভারথীর এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনি
সকরুণে কহে ভদ্রা চক্ষে বহে পানি।
ধিক২ ব্যর্থ জন্ম স্ত্রীযোনি ভূতলে
পরবশ দহে তনু বিরহ অনলে।
সত্যভামা বলে কেন নিন্দিস স্ত্রীযোনি
নারীকন্যা দেখ ক্ষিতি সংসার ধারিনী

স্ত্রী হৈতে হৈল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন
শক্তিরূপে রক্ষা করে সভার জীবন।
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে যদ্দিল কারণ
লক্ষ্মী বলিয়ে পশ্চাতে নারায়ণ।
শঙ্কর ছাড়িয়া আগে ভবানীর নাম
রাম সীতা নাহি বলি বলি সীতা রাম।
গৃহিনী থাকিলে বলিয়ে তারে গৃহ
সংসারে দেখহ নারী বিনা নাহি প্রিয়।
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সভার উৎপত্তি
স্ত্রী বিনে করিতে বংশ কাহার শকতি।
সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলে সকল
কিন্তু যে পুরুষ বিনা জীবন বিফল।
সত্যভামা বলে ভদ্রা নহ উত্তরোলি
করাইব বিভা তোর স্থির হও বলি।

ভালই বংশজ হবে বলিছে পণ্ডিত
পরম সুন্দর হবে তোর মনোনীত।
ভদ্রা বলে যত কহ মন পাতি শুন
এক্ষণি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।
কৌরব বংশ খ্যাত পাণ্ডব বলবান
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন।
আজি যদি ধনঞ্জয়ে মোরে নাহি দিবে
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে।
সত্যভামা বলে তুমি চলহ এক্ষণ
রজনিতে পার্থ সহ করাব মিলন।
সত্যভামামুখে শুনি বচন সরস
চলিল সুভদ্রা চিত্তে করিয়া হরষ।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি।

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী
একান্তে কহিল সব ভদ্রার কাহিনি।
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ
তার হেতু অদ্যাপি না কৈলে অবধান।
যতক্ষন দেখিয়াছে পার্থের বদন
তিল এক নাহি ছাড়ে আমার সদন।
বলে মোরে অর্জুনেরে দেহ পতি করি
নহে নারীবধ দিব তোমার উপরি।
গোবিন্দ বলিছে আমি বিচারিছি মনে
বহু দিনে পার্থ এথা করিয়াছে গমনে।
কোন ধনে সন্তোষ করিব অর্জুনেরে
ভাল হইল সুভদ্রারে বিভা দিব তারে।
করাইব বিভা দোঁহারকরিয়া প্রকার
আজিনিশা বোধ তুমি করহ ভদ্রার।

সত্যভামা বলে নহে বিলম্বের কথা
আজিনিশা পার্থ বিনে মরিবে সর্ব্বথা।
গোবিন্দ বলিল তবে মোর সাধ্য নহে
কর গিয়া যে মতে শঙ্কট না হয়ে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সত্রাজিতী
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহামতি।
সুযন্ত্র কিলনি দিয়া দুয়ারে কপাট
শুইয়াছে বীরশুর রত্নময় খাট।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি ডাকয়ে ভারথী
কে তুমি বলিয়া পার্থ পুছে শীঘ্রগতি।
সত্যভামা বলে আমি সত্রাজিতসুতা
দুচাহ কপাট কিছু আছে গুপ্তকথা।
পার্থ বলে হৈল আমি অর্দ্ধেক রজনী
এত নিশাকালে এথা কি হেতু আপনি।

যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতে দূতগণ
আজ্ঞামাত্রে তথাকারে করিতাম গমন।
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি
যে আজ্ঞা করিবে কালি প্রভাতরজনী।
সত্যভামা বলে পার্থ দূতকর্ম্ম নহে
তেকারনে এথা আইলাম তোমার আলয়ে।
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবনে
না হইল নিদ্রা মোর মহাতাপমনে।
একভার্য্যা পঞ্চভাই কি সুখ বিলাশ
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস।
তেকারনে আইলাম হৃদয়ে বিচারি
বিভা দিব এক আর পরম সুন্দরী।
পার্থ বলে এইমত স্নেহ কর মোরে
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ গোচরে।

সত্যভামা বলে তবে বিলম্বে কি কায
করহ গান্ধর্ব্ব বিভা রজনীর মাঝ।
পার্থ বলে কহ তুমি অদ্ভুত যে কথা
কেবা সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা।
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার
বিভা করিবারে বল কেমন বিচার।
সত্যভামা বলে তুমি ঘুচাহ দুয়ার
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার।
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনী
বিদ্যুতবরনী রূপে ত্রৈলোক্যমোহনী।
পার্থ বলে নহে ইহা আমার শকতি
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুলপতি।
তাহার অজ্ঞাতে বিভা করিব যদ্যপি
লজ্জা মোর করাইতে চাহ মহাদেবী।

দেবী বলে আমাবাক্যে করিবে কেমনে
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণ ঔষধের গুণে।
পঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধির গাছ
তিল এক পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাশ।
যে লোভে নারদবাক্য করিলে লঙ্ঘন
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমি বুলে বনে বন।
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়
কেমতে করিবে বিভা দ্রৌপদির ভয়।
পার্থ বলে সত্যভামা নিন্দহ দ্রৌপদী
ত্রিজগতজনে খ্যাত তোমা মহৌষধি।
ষোলোশত সহস্র আর অষ্ট পাটরানী
সভামধ্যে কোন গুণে তুমি সোহাগিনী।
অপুত্র কি অল্প সৌন্দর্য্য অল্প কুলেজাতি
রুক্মিনী প্রভৃতি আর পাটরানী সাত।

গুণদেবের গুনে হরি তোমারে ডরায়
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চায়।
দিব্যরত্ন বসন ভূষন অলঙ্কার
যেখানে যে পান কৃষ্ণ সকলি তোমার।
অন্য জনে দিলে তুমি পরান না ধর
কহ মহাদেবী ইহা কোন গুনে কর।
রুক্মিনীরে দিল কৃষ্ণ এক পারিজাত
তাহাতে করিলা যত জগত বিখ্যাত।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনির সদনে
কহ শুনি পারিজাত হরন কথনে।
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব রুক্মিনী সহিত
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার চরিত।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনু সুখ নাহি আর।

মুনি কহে শুন কুরুবংশ চূড়ামনি
পারিজাত হরনের অপূর্ব্ব কাহিনী ।
এককালে নারায়ন বেহার কারন
রৈবত গিরিমধ্যে করিল গমন ।
হেন কালে তথায় নারদ উপনিত
বাজায়ে সুনাদবীনা কৃষ্ণ গুনগীত ।
পারিজাত পুষ্প ছিল বীনায় বন্ধন
গোবিন্দের হাতে লৈয়া দিল তপোধন ।
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ ।
দেখিয়া আনন্দযুক্ত হৈল হৃষিকেশ
পুষ্প দিয়া করিল রুক্মিনীকে সুবেশ ।
একেত রুক্মিনী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী
পারিজাত সুবেশে শোভিল সভাজিনি

ক্ষনেক নারদ ছিল কথোপকথনে
বিদায় হইয়া তবে গেল তপোধনে ।
কলহে আনন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন
পথেতে যাইতে মুনি চিন্তে মনে মন ।
সত্যভামা আগে কহি পারিজাত কথা
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিতসুতা ।
এত চিন্তি গেল মুনি দ্বারকানগর
ত্বরাতর উপস্থিত সত্যভামার ঘর ।
মুনি দেখি সত্যভামা করিল বন্দন
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসন ।
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসিল সতী
হৃষ্ট বচনে কহে মুনি মহামতি ।
আজি আছিলাম আমি ইন্দ্রের নগরে
পুষ্প দিয়া আমারে পূজিল পুরন্দরে ।

মানুষের অদৃষ্ট পুষ্প দেবের দুর্লভ
দিল ইন্দ্র মোরে বহু করিয়া গৌরব।
পুষ্প দেখি আমি তবে চিন্তিল হৃদয়
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয়।
তেকারনে পুষ্প আনি দিল নারায়নে
পুষ্প দেখি গোবিন্দ আনন্দ হৈল মনে।
সেইক্ষনে রুক্মিনীরে আনি জগন্নাথ
নিজহস্তে ভূষন করিল পারিজাত।
সে পুষ্প ভূষিবামাত্রে ভিষ্মকদুহিতা
ত্রৈলোক্যের নারীরূপে হইল বিজিতা।
সভা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি
এ বেসে জানিল কৃষ্ণ প্রেয়সী রুক্মিনী।
মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে ধ্যান করি।

ছিঁড়িয়া ফেলিল যত কণ্ঠে ছিল হার
ঘুচাইয়া ফেলিল অঙ্গের অলঙ্কার।
ছিণ্ডিল পুষ্পের মালা ফেলিল কুন্তল
হাহাকার করিয়া পড়িল ভূমিতল।
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে২ হাসি
রৈবত পর্ব্বতে অতিবেগে গেল ঋষি।
পারশে রুক্মিণী কৃষ্ণ করেন ভোজন
হেন কালে উপনিত হৈল তপোধন।
গোবিন্দ কহেন মুনি কহ সমাচার
পুনঃ কোন হেতু এথা গমন তোমার।
মুনি বলে অবধান শ্রীমধুসূদন
দ্বারকা নগরে আমি গেলাম এক্ষন।
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে হৈল পারিজাত কথা।

এযত করিবে বলি জানিব কেমনে
রুক্মিনীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ্রবনে
সেইক্ষনে মূর্ছা হৈয়া পড়িল ধরনী
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে ওষ্ঠধ্বনি।
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভুষন
কপালে প্রহার হস্ত করে ঘনেঘন।
সবসখীগন মিলি করয়ে প্রবোধ
না শুনয়ে কিছুই দ্বিগুন হয়ে ক্রোধ।
প্রান যাওক প্রান যাওক এইমাত্র ডাকে
দেখিয়া কহিতে আমি আইলাম এথাকে
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ময়
কি হবে২ করি চিন্তেন হৃদয়।
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ হইল
ক্ষনেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ রুক্মিনীরে কৈল।

কি করিব বিদর্ভি তুমিত কর ক্ষমা
যেমন চরিত্র তার জান সত্যভামা।
ক্রোধেতে আপন প্রান ছাড়িবারে পারে
তোমার প্রসাদ হৈল দেহ পুষ্প তারে।
শুনিয়া রুক্মিনী দেবী হইল বড় দুঃখী
গোবিন্দের প্রতি কহে হৈয়া অধোমুখী।
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লবেত মুরারি
সহজে দুর্ভগা আমি কি করিতে পারি।
মোরে দিলে পুষ্প বলি পড়িছে অন্তরে
মরুক পুড়িয়া পুষ্প দিব কেন তারে।
রুক্মিনীর বাক্য শুনি চিন্তে নারায়ন
নারদেরে জিজ্ঞাসিল পুষ্প বিবরন।
কোথায় পাইলে পুষ্প কহ মুনিবর
নারদ কহিলে আছে স্বর্গে তরুবর।

ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষন
সেই বৃক্ষে নন্দনবন করয়ে শোভন।
যাগিয়ে পাঠাও পুষ্প সহস্রলোচনে
তব নাম শুনিলে দিবেক সেইক্ষনে।
গোবিন্দ বলিল মুনি যাহ তুমি তথা
আমা নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা।
ক্ষীরদমথনে পুষ্প হৈয়াছে ওৎপত্তি
একাকী ভোগ তুমি কর সচীপতি।
দেহ পারিজাত যে আমার ভাগ আছে
না দিলে সুহৃদে পুষ্প কষ্ট হবে পাছে।
সম্প্রীতে পুথমেতে যাগিহ তপোধন
না দিলে এ সব পাছে কহিবে কথন।
এত বলি নারদে পাঠাইল নারায়ন
দ্বারাবতী গেল সত্যভামার কারন।

মহাভারতের কথা অমৃতলহরি
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি।

পড়িয়াছে সত্যভামা ভূমের উপর
মুক্তকেশ গড়াগড়ি ধূলায় ধৌসর।
বসন ভূষন ভিজে নয়নের জলে
অধোমুখ পড়িয়াছে ধরনীর তলে।
চতুর্দ্দিগে ঘিরনি বেড়িয়া সখীগন
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে চাপয়ে চরন।
সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে
দেখিয়া কৃষ্ণের বহে নয়নলোতকে।

আপনি বিয়নি লৈয়া সখীহস্ত হৈতে
মন্দ২ বায়ু কৃষ্ণ লাগিল করিতে।
গোবিন্দের গমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম
ছত্র লইয়া যেন উপনিত কাম।
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে
সহস্র২ অলি ধায় ভোঁ২ রবে।
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণের গমন।
উচ্চস্বরে কাঁদে ক্রোধে চক্ষু নাহি মিলে
ক্ষনেক থাকিয়ে সব সখীগনে বলে।
কে মোর দহয়ে অঙ্গ হুতাশন বায়ু
রুক্মিনীর বান্ধব আইল এথা প্রায়।
এত বলি মারে শিরে কঙ্কনের ঘাত
দুইহস্ত হস্তেতে ধরিল জগন্নাথ।

কেন হেন বলহ রুক্মিনীর পতি বলি
সত্যভামাপ্রান আমি চাহ চক্ষুমেলি।
কোন অপরাধি কৈনু তোমার সদনে
কি হেতু এতেক কষ্ট মোরে ক্রোধ কেনে
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ ধরি বসাইল
বসন আঁচল দিয়া বদন মুছাইল।
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি
কাঁদিতে২ কহে অর্দ্ধ২ বানী।
মুখেতে তোমার সুধা হৃদয় নিষ্ঠুর
এ বেসে জানিল তুমি এত বড় ক্রুর।
পারিজাত পুষ্প রাজ অতুল সুবাস
রুক্মিনীরে দিলা আমা করিয়া নৈরাস।
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান
এক্ষনে ত্যজিব প্রান তোমাবিদ্যমান।

গোবিন্দ কহেন প্রিয়া ত্যজহ বিলাপ।
কোন দ্রব্য পারিজাত তিন্তু এত তাপ॥
একপুষ্প হেতু তোমা ক্রোধ হইয়াছে।
তোমারে আনিয়া দিব সেই পুষ্প গাছে॥
শুনি সত্যভামা দেবী উলসিত মন।
হাসিয়া কৃষ্ণেরে কহে মেলিয়া নয়ন॥
শীঘ্র উঠি গোবিন্দে আসনে বসাইল।
সুগন্ধি উদকেতে চরণ প্রক্ষালিল॥
ভোজন করিয়ে কৃষ্ণ পরম হরিষে।
তাম্বুল যোগায় দেবী বসি বামপাশে॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
আনন্দিতে রজনী বঞ্চিল দুইজন॥
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ কৈল স্নান দান।
হেন কালে উপনিত হৈল চৈক্রযান॥

দ্বন্দ্বের উপায় জানে দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি
গোবিন্দের আগে কহে গদ্গদ ভাষি।
কি আর কহিব কথা কহিবারে লাজ
যত কটূত্তর মোরে বৈল দেবরাজ।
শুন২ দেবগণ কথন অদ্ভুত
নারদ আইল হৈয়া গোপালের দূত।
দেবের দুর্লভ পারিজাত পুষ্পরাজি
মানুষের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ।
এত অহঙ্কার কেনে গোপালের হৈল
পূর্ব্বের কথন প্রায় সব পাসরিল।
কং-সভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া
গোধন রাখিত নিত্য গোপাল খাইয়া।
এক দিন চুরি করি খাইয়াছিল ননি
হাতে বান্ধি মারিলেক নন্দের ঘরনী।

মাত্র বৃষ অশ্ব সর্প করিল সংহার
সে হেতু দেখি প্রায় এত অহঙ্কার।
জরাসিন্ধুভয়ে স্থল নাহিক সংসারে
লুকাইয়া রহিল গিয়া সমুদ্রভিতরে।
হেন জনে পারিজাত পুষ্পে হৈল সাধ
নাহি দিলে বলিয়াছে করিব প্রমাদ।
হেন কুটুত্তর কি আমার প্রাণে সহে
কি করিব দূত আর অন্য জন নহে।
যাহ২ নারদ না থাক মোর কাছে
কহ যাইয়া করুক যতেক শক্তি আছে
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হৈল যুগল লোচন।
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত
আপনি করিল নষ্ট আপনমহত্ত্ব।

আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার
চলহ সাক্ষাতে তুমি দেখ আপনার ।
সে সকল কথন হইল পাসরণ
গোকুলেতে ইন্দ্র দূর করিনু যখন।
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম
নহিলেক গোপ কুলে পূজা লৈতে ক্ষেম ।
এক অহঙ্কার তার সুরপুরে স্থিতি
উচ্চকুলে নিবাস অমরাবতী ক্ষিতি ।
আর অহঙ্কার চড়ে ঐরাবতোপরে
আর অহঙ্কার বজ্র অস্ত্র ধরে করে ।
আর অহঙ্কার তার সহস্র লোচন
মত্ততা করিব দূর পূরিব অঞ্জন ।
সুরপুর হইতে পাড়িব ভূমিতলে
পুষ্করেতে গজরাজ করিব অচলে ।

অব্যর্থ মুনির অস্ত্র যেই অস্ত্ররাজ
ব্যর্থমাত্র হাসাইরে দেবের সমাজে।
ভাঙ্গি বন সমুলে আনিব পারিজাত
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে সচীনাথ।
এত বলি গোবিন্দ স্মরিল খগেশ্বর
অগ্রে দাঁড়াইল বীর করি যোড় কর।
কৃষ্ণ বলে যাব আমি ইন্দ্রের নগর
আনিব তথায় পারিজাত তরুবর।
গরুড় বলিল প্রভু তুমি যাবে কেনে
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভুবনে।
নন্দন বনের সহ পুষ্প পারিজাত
এইক্ষনে এথা আনি দিব জগন্নাথ।
কৃষ্ণ বলে এবা কোন তোমা অশক্যতে
কিন্তু আমি লব তারে করিব সাক্ষাতে।

এত বলি গোবিন্দ নিল নিজপ্রহরন
কৌমোদকী গদা শঙ্খ চক্র সুদর্শন।
ধরিয়া শারঙ্গ ধনু চড়াইল গুন
গারুড়ে চড়াইল অক্ষয় যার তুন।
বেশ ভুষন কৈল দিব্য কিরিটী কুণ্ডল
মেঘেতে শোভিল যেন মিহির মণ্ডল।
কণ্ঠেতে ভুষিল গজমুক্তার হার
ঝিকি মিকি করে যেন বিদ্যুত আকার।
বক্ষঃস্থলে রত্নরাজ শোভিল কৌস্তুভ
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় কোটিমনোভব।
অঙ্গদ বলয়াদি যত করিল ভুষন
আটিয়া পরিল পীত কনকবসন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপন কৈল কুমকুম কস্তুরি
কাঁকালেতে বন্ধন করিল শঙ্খ ছুরি।

গরুড়েতে আরূঢ় হইল জগন্নাথ
সত্যভামা দেবী বলে যাব আমি সাথ ॥
দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমন ইন্দ্রাণী
কি রূপে তোমার সহ যুঝে বজ্রপানি ॥
শুনি জগন্নাথ ধরি বৈশাইল বামে
তবে ডাকি আনিল সাত্যকি আর কামে
দোঁহারে বলিল কৃষ্ণ চল মোর সঙ্গি
ইন্দ্র সহ সমর দেখহ আজি রঙ্গি ।
কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে কৈল আরোহণ
হেনমতে গরুড়ে চড়িল চারিজন ॥
হেনকালে বলভদ্র যতেক যাদব
বলিল তোমার সহ যাব আমি সব ॥
গোবিন্দ বলিল থাক দ্বারকারক্ষনে ।
শূন্য জানি আজি কি করিবে দুষ্টগণে ॥

এত বলি প্রবোধি সভারে রহাইল
চলহ বলিয়া গরুড়ে আজ্ঞা দিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নারদ কহিল তবে দেবনারায়ণে
অদিতি কহিল যত কুণ্ডলকারণে ॥
নরক আনিল বলে অদিতিকুণ্ডল
লুটিয়া অমরাবতী অমরী সকল ॥
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্ম্মতি
তারে না মারিলে যায় স্বর্গের বসতি ॥
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিল গমন
নরক মারিয়া তথা পাইল কন্যাগণ ॥

ষোড়শ সহস্র কন্যা দেবের কুমারী
এককালে নারায়ন সভে বিভা করি।
অদিতির কুণ্ডল তথা দিল অদিতিরে
তথা হৈতে চলি গেল অমরনগরে।
নন্দন কাননমধ্যে হৈল উপনিত
দেখিল কুসুমরাজ গন্ধে আমোদিত।
সাত্যকিরে বলিল আনহ তরুবর
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর।
বৃক্ষের রক্ষনেতে আছিল বহুরক্ষ
হাতে অস্ত্র লইয়া রহিল লক্ষ লক্ষ।
সাত্যকি বলিল তোরা প্রান যদি চাহ
না করহ দ্বন্দ তোরা ইন্দ্রেরে জানাহ।
রহিয়া ইন্দ্রের ঠাঞী সভে গিয়া কহে
চল শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব নাসহে।

গরুড় আরূঢ় মনুষ্য তিনজন
পারিজাত লইয়া ভাঙ্গিল সব বন ।
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্তে হৈল স্মরণ
পারিজাত লইতে আইল নারায়ন ।
ক্রোধে থরহর কলেবর কাঁপে শক্র
সহস্র লোচন ফিরে যেন কালচক্র ।
নানা অস্ত্র লইয়া সমরে হৈল সাজ
হাতে বজ্র লইয়া চলিল দেবরাজ ।
সচী বলে যাব আমি সংহতি তোমার
কি রূপে হইবে যুদ্ধ দেখিব দোঁহার ।
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার
জয়দেব সখা আর জয়ন্ত কুমার ।
হেন মতে আরোহন হৈল চারিজন
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ন ।

মহাভারতের কথা অমৃতলহরি
কাশীদাস কহে শুনি তরি ভববারি।

অন্যোন্যে ছয়জনে হইল বিরোধে
উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে
কহ না ভারথী এত বড় গর্ব্ব তোর
লৈতে আসিয়াছ ভূষণপুষ্প মোর।
মর্য্যাদা থাকিতে বেগে যাহ বাহুড়িয়া
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া।
বামন হইয়া ইচ্ছা ধরিতে চন্দ্রমা
দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিমা।
সত্যভামা বলে শচী মিথ্যা কর গর্ব্ব
পরাক্রম তোমার জানিয়ে আমি সর্ব্ব।

শাশুড়ির কুণ্ডল নরক লৈল বলে
নারিলে আনিতে তাহা কহি আগুলে।
লুটিয়া পুড়িয়া স্বর্গ কৈল চার খার
রাখিবারে না পারিল তোমার ভাতার।
মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি।
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন অধিকার
যখনে জন্মিল পুষ্প বিভাগ সভার।
তুমি পুষ্প ভূষন করিবা একা কেনে
দেখ আজি লৈয়া যাব রাখহ কেমনে।
সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কন্দল
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল।
আনন্দ লহরিতে নারদ মুনি হাসে
শুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে।

ইন্দ্র গোবিন্দের রন কি দিব উপম
ত্রিভুবনে চমকিত দোঁহার সংগ্রাম ।
নানা অস্ত্র দুইজন করেন প্রহার
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার ।
মল্লক জয়ন্ত যুদ্ধ কি দিব তুলনা
শরজালে দুইজন ছাইল গগনা ।
সাত্যকি লইয়া তক্ষ গরুড় উপর
তার সহ জয়দেব করয়ে সমর ।
খগেন্দ্র নাগেন্দ্র যুদ্ধ না হয় বর্ননা
গর্জ্জনে বধির হৈল ত্রৈলোক্যের জনা ।
দশন শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে
গরুড় গজেন্দ্রে তুণ্ড নখেতে বিদারে ।
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির
খণ্ড২ হৈল বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির ।

না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর
অজ্ঞান হইয়া পড়ে স্বর্গের ওপর।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে রক্তে কলেবর
পড়িল মাতঙ্গ রাজ পর্ব্বত ওপর।
হস্তির চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল
পর্ব্বত ওপরে স্থির হৈল আখণ্ডল।
ইন্দ্র বলে গর্ব্ব কৃষ্ণ না করহ তুমি
সমরেতে ন্যুন হৈয়া নাহি পড়ি আমি।
বাহন অস্থির হৈল গরুড় আঘাতে
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমেতে।
ইন্দ্রবাক্য শুনি হাসি বলে ভগবান
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান।

পুনরপি মুখা মুখি হইল সমর
যত অস্ত্র এড়ে ইন্দ্র কাটে দামোদর।
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় মনে পাইল লাজ
অতিক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ।
গোবিন্দ বলিল তবে গরুড়ের প্রতি
বজ্র অস্ত্র হাতে লইয়াছে সুরপতি।
সুদর্শনে এইক্ষনে তিলতিল করি
মুনিবাক্য ব্যর্থ হবে এই হেতু ডরি।
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর
এক পাক্ষ দেহ ফেলি বজ্রের উপর।
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল
পক্ষ চুর্ন করি বজ্র বাহুড়ি চলিল।
একবার বিনে বজ্র আর নাহি চলে
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল আখণ্ডলে।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুন্যবান।

ইন্দ্র গোবিন্দের রন নাহি অবসান
ত্রৈলোক্যের লোক শব্দে হরিল জ্ঞান।
দেখিয়া নারদ মুনি হইল চিন্তিত
ক্ষীরোদে কস্যাপস্থানে গেলেন তুরিত।
মুনি বলে কস্যাপ আজহ কোন কাযে
প্রমাদ পড়িল তব পুত্র দেবরাজে।
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রন
নাহি মারে কৃষ্ণ তেঞী জিয়ে এতক্ষন।
ইন্দ্ররাজ পরাক্রম সকল করিল
অদ্যাপি আপন অস্ত্র কৃষ্ণ না ছাড়িল।

শুদর্শন চক্র যদি এড়ে নারায়ন
কাটিবেক ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন জন ॥
শুনিয়া কস্যপ মুনি সচিন্তিত মন
কেমতে দোঁহার দ্বন্দ হবে নিবারন ॥
দোঁহার মধ্যস্থ বিনা শিব অন্যে নারে
এত চিন্তি কস্যপ হরেরে স্তুতি করে ॥
কস্যপের স্তবে তুষ্ট হৈল ত্রিলোচন
যুদ্ধ স্থানে চলিল করিতে নিবারন ।
খগেন্দ্রতে ওপেন্দ্র গজেন্দ্র ইন্দ্র যুঝে
যোগেন্দ্র বৃষেন্দ্রাকড়ে দাঁড়াইল মাঝে ॥
হর বলে শ্রীহরি করহ অবধান
তোমার সহিতে যুদ্ধ ইন্দ্র বলবান ।
দেবরাজ করি তুমি করিলে স্থাপিত
এক্ষনে প্রহার তারে না হয় ওচিত ।

গোবিন্দ বলিল ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে
এক পারিজাত বৃক্ষ নাহি দিল মোরে।
স্বতন্ত্র তাহার ওপার্জ্জিত নহে ফুল
ক্ষীরোদ মথিয়া পাইল সুরাসুর কুল।
মথনের দ্রব্যে সভাকার ভাগ আছে
বিশেষ বামন আমি জন্ম তার পাছে।
ঐরাবত ওচ্চৈশ্রবা স্বর্গে যত সুখ
সকল ইন্দ্রের ভূষা আমি সে বৈমুখ।
এক মাত্র পারিজাত বৃক্ষ আমি মাগি
ওচিত কি তারে দ্বন্দ্ব করে ইহা লাগি।
গোবিন্দের মুখে এত শুনিয়া বচন
হয় হয় বলিয়া চলিল পঞ্চানন।
শিব বলে পুরন্দর হইলে অজ্ঞান
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।

তার সহ সম দ্বন্দ না হয় বিধান
যার বোলে সুরপতি দেহ মম স্থান ॥
ইন্দ্র বলে পশুপতি কর অবধান
ঐরাবত ওচ্চৈঃশ্রবা আদি যত যান ।
সচী বজ্র পারিজাত নন্দন কানন
ইহাতে ইন্দ্রত্ব ইন্দ্রের স্বর্গের ভূষণ ।
পারিজাত লবে যদি দৈবকী কুমার
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মোর কি রহিল আর ।
মহেশ বলিল হরি খর্ব্ব অবতারে
তোমার কনিষ্ঠ জন্ম অদিতি ওদরে ।
কনিষ্ঠের ভাগ মাগে দেব নারায়ন
দেহ পুষ্পরাজ কৃষ্ণ হওক নিবারন ।
ইন্দ্র বলে তব বাক্য না করিব আন
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান ।

জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠের যেন আছে ব্যবহার
তাহা না করিয়া কেনে করে বলাৎকার
না করিয়া মান্য মোরে লয়ে যায় বলে
বলে দৈল বলিয়া দুসিবে ভুমণ্ডলে ।
এত শুনি বলে শিব গোবিন্দে চাহিয়া
ক্রোধ ত্যজ দেবরাজ আমারে দেখিয়া ।
অজ্ঞানে হইল মত্ত দেব সুরপতি
তেকারনে করে যুদ্ধ তোমার সংহতি ।
আপনি ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে
বিবিধ ওৎপাতে রাখিয়াছ বারেবারে ।
আপন অর্জ্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়
কাটিতে আপনহস্তে উচিত না হয় ।
পারিজাত পুষ্প লৈয়া যাহ জগন্নাথ
মান করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাত।

আমার বচন দেব করহ পালন
শিববাক্য স্বীকার করিল নারায়ন ।
গোবিন্দেরে লৈয়া শিব গেল ইন্দ্রস্থানে
প্রনাম করিল হরি কনিষ্ঠ বিধানে ।
হৃষ্ট হৈয়া দেবরাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া
পারিজাত বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয়া ।
যাবত থাকিবে তুমি অবনীমণ্ডলে
তাবত থাকিয়া পুষ্প আসিবেক কালে ।
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল
সত্যভামা চাহি তবে ইন্দ্রানী হাসিল ।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশিরাম কহে সাধু সদা করে পান ।

শচীর দেখিয়া হাসি সতীর অভিমান
গোবিন্দে চাহিয়া বলে কর অবধান।
প্রনাম করিলে তুমি ইন্দ্রের চরণে
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে।
যে প্রতিজ্ঞা কৈল সচী হইল সংপূর্ন
কহিছিলা গর্ব্ব আজি করিব তোর চুর্ন।
কি কারনে এমত করিলা জগন্নাথ
নহিলে নহিত পাছে পুষ্প পারিজাত।
হাসিয়া বলিল প্রভু কমললোচন
এই হেতু সতী কেন কর দুঃখ মন।
যতেক দেখহ প্রানী এ তিন ভুবনে
আমা হৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনে।
আপনারে নমস্কার করিয়ে আপনে
তোমারে ইহাতে লজ্জা হৈল কি কারনে।

সতী বলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলে
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মৃত হইলে।
সহস্রলোচনে দিব তুলির অঞ্জন
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের মত্ত কহিয়াছ তখন।
ক্ষত্রির প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে
বিশেষে শচীর হাঁসি দেখি অঙ্গ দহে।
কৃষ্ণ বলে আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির
ভক্তের বিক্রীত দেবী আমার শরীর।
না পারিল শিববাক্য করিতে লঙ্ঘন
ইন্দ্রাপরাধ ক্ষেমিলাম তেকারন।
সতী বলে আমি প্রায় অভক্ত তোমার
তেকারনে ক্রোধে মোর দহে কলেবর।
গোবিন্দ বলিল তুমি ক্রোধ ত্যজ মনে
এক্ষনে লোটাব ইন্দ্রে তোমার চরনে।

সত্যভামা আশ্বাসিয়া দৈবকীতনয়
ডাকিয়া বলিল তবে দেব মৃত্যুঞ্জয় ।
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি
তথির কারণে আমি ইন্দ্রে মান্য করি ।
ইন্দ্রের আমার কিসে সম্বন্ধনির্ণয়
কত অবতার মোর বরনীতে হয় ।
হিরণ্যাখ্য হিরণ্যকস্যপ দুইজন
প্রতাপেতে লইয়াছিল সকল ভুবন ।
তাঁহারে মারিল আমি হৈয়া অবতার
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিল অধিকার ।
বীর্য্যবলে বলি লৈয়াছিল ত্রিভুবন
ছলিয়া পাতালে থুইল করিয়া বন্ধন ।
দুইপদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম আখণ্ডল ।

কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস অধিপতি
সকল জানহ ইন্দ্র কৈল যেই গতি ।
তাহারে মারিয়ে আমি রাম অবতারে
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে ।
ওহায় আমায় শিব কিসের সম্বন্ধ
এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ ।
ভূমিতলে লোটাইয়া সহস্র লোচনে
প্রণাম করিয়া পড়ুক সতীর চরণে ।
তবে তার অপরাধ করিব আমি দূর
নহিলে একনি আনে্য দিব স্বর্গপুর ।
তবে শিব সকল কহিল পুরন্দরে
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবরে ।
না কৈল স্বীকার শিব কহিল গোপালে
গরুড়ে ডাকিয়া তবে নারায়ণ বলে ।

যাহ বীর খগেশ্বর পাত্তাল ভুবন
আনগিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন।
বলিরে করিব আজি স্বর্গ অধিপতি
সাধুসেবা গুনে বলি আমারে ভকতি।
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত
গোবিন্দচরনে পড়ে সখার নিমিত্ত।
সবিনয়ে বচন বলয়ে খগেশ্বর
অদিতির সত্য পাসরিলা চক্রধর।
মন্বন্তরে বলিরে করিবে অধিকারী
এক্ষনে বলিরে কি কারনে ডাক হরি।
কোন দোষ ইন্দ্র প্রভু তারে এত মনে
দেখি মুরারী তোমারে কেমনে নাহি মানে।
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর
কহিল অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর।

যাহার পালন সৃষ্টি সৃজন তাহার
যেই প্রভু তোমারে দিয়াছে অধিকারি।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘ করিয়া অবহেলা
দেখিয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্র পদে ভোলা।
আইস তোমার দোষ ক্ষেমা করাইব
সতীর চরনতলে তোমা ফেলাইব।
আমার বচনে যদি না হও প্রবোধি
বলি ইন্দ্রপদ লবে বাড়িবেক ক্রোধি।
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মঘবান
বুঝিলাম মোরে ক্রোধি কৈল ভগবান।
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেবনারায়ণ
অজ্ঞান হইয়া তাহার সঙ্গে কৈনু রন।
গরুড়ে বলিল ইন্দ্র শুন সখা তুমি
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধি না জানিয়ে আমি

খগেশ্বর বলে সখা মোর শুন বাণী
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি।
অইস তোমার দোষ করাইব ক্ষেমা
নারায়ণ সন্মুখে লইয়া যাব তোমা।
এত বলি গরুড় করিয়া হাতাহাতি
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি।
পড়ি তার সহস্র লোচনে লাগে ধূলি
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান।

কত দূরে সতী আগে শিরে দিয়া করযুগে
পুনর্ব্বি পড়িল দেবরাজ

স্তব করে সুরপতি   অষ্টাঙ্গে লোটায়ে ক্ষিতি
  সহ যত অমর সমাজ।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী   রতী সতী অরুন্ধুতী
  পার্ব্বতী সাবিত্রী দেবমাতা।
তুমি অর্ব্বা ক্ষিতি স্বর্গ তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ
  সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করতা।
অনাদি পুরুষ প্রিয়া   কে জানে তোমার ক্রিয়া
  মায়াতে মানুষ দেহ ধরি
তুমি বিধাতার ধাতা   সভাকার অন্নদাতা
  আমি তোমা কি বর্নিতে পারি।
বেদপতি বহুক্লেদে   না পাইল চারিবেদে
  আগমে না পায় পঞ্চানন
তুমি মোরে দিল সর্ব্ব তেঞি মোর হৈল গর্ব্ব
  না জানিনু তোমার চরন।

করহ এবার কৃপা তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা
সুমতি কুমতি প্রদায়িনী
তুমি শূন্য জল স্থল পৃথিবী পর্ব্বতানল
সর্ব্বগৃহে জননীরূপিণী।
শরণ লইনু পদে ক্ষমা কর অপরাধে
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর
সম্পদে হইয়া মত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব
না চিনিনু আপন ঠাকুর।
এত বলি সুরপতি পুনঃপুনঃ লোটে ক্ষিতি
ধূলায় ধূসর কেশপাশ
কিরিটী কুণ্ডল হার ছত্র দণ্ড অলঙ্কার
ধূলি লোটে এ মলিন বাসে।

ধূলিতে লুটিতে তনু নয়নে পুরিল রেণু
দেখিতে না পায় পুরন্দর
দেখি চিত্তে দিল ক্ষমা আজ্ঞা কৈল সত্যভামা
ইন্দ্রেরে উঠাও যোগেশ্বর।
মন্দাকিনীজল দিয়া চক্ষু ধৌত কর গিয়া
নির্ম্মল হইবে চক্ষু তবে
শুনিয়া সতীর বাণী লৈয়া মন্দাকিনীপানি
স্নান করাইলত বাসবে।
নয়ন নির্ম্মল হৈয়া ঐরাবতে আরোহিয়া
ইন্দ্র গেল হইয়া বিদায়
লৈয়া পুষ্প পারিজাত নারদে করিয়া সাত
দ্বারকায় গেল যদুরায়।
মহাভারতের কথা শুবনে বিনাশে ব্যথা
অধর্ম্ম সকল যায় নাশ

কমলাকান্তের সুত   সুজনের প্রীতিহেতু
বিরচিল কাশীরামদাস ।

কপিল কুসুমরাজ সত্যভামাদ্বারে
নানা রত্নে ফুল বান্ধাইল তরুবরে।
শতশত রবি চন্দ্র যেন কৈল শোভা
পৃথিবী যুড়িয়া তাহে দীপ্ত কৈল আভা ।
ওপরে বান্ধিল চাঁদদিয়া রত্নবাস
তার তলে কৃষ্ণসহ করয়ে বিলাস ।
হেনকালে আইল নারদ মুনিবর
দেখি সত্যভামা তবে সম্বিল বিস্তর ।
নারদ বলিল দেবী তুমি সত্যবান
না হইব নাহি হয় তোমার সমান ।

দেবের দুর্ল্লভ যেই পুষ্প পারিজাত
তোমার দুয়ারে রুপিলেন জগন্নাথ।
এক্ষনে করহ দেবী ইহার যে কায
অবহেলে তোমার হইবে ব্রতরাজ।
যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি
জন্ম২ করিবে গোবিন্দ লৈয়া কেলি।
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে।
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমনন্দিনী
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
পর্ব্বতনন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত কৈল
সেই ফলে মহেশের অর্দ্ধ অঙ্গ হৈল।
আর কৈল স্বহা অগ্নির গৃহিনী
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী।

শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে
মুনি মোরে এই ব্রত করাহ এক্ষণে।
মুনি বলে লহ আগে কৃষ্ণ অনুমতি
শ্রীকৃষ্ণ নহেন তব স্বতন্ত্র পতি।
নাহি জান দেবী তুমি এব্রতবিধান
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হবে স্বামী দিতে দান।
সত্যভামা বলে হেন কহ কেন মুনি
মোরে বিরোধিবে হেন কে আছে সতিনী।
করিব গোবিন্দে দান যে বিধি আচয়
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিব ইথে কি আছে বিষয়।
মুনি বলে তবে তার বিলম্বে কি কাযে
শীঘ্র কেনে উপায় না কর ব্রতরাজে।
এক লক্ষ বেন্ চাহি ধীরা লক্ষ পুটি
দক্ষিণা সামিগ্রি কর স্বর্ণ লক্ষ কোটী।

বসন ভূষণ দানে ষোড়শ বিহীন
অশ্বরথ গজ বৃষ যত রত্ন যান।
যতেক বলিল মুনি সত্যভামা কৈল
শুভদিন করি ব্রত আরম্ভ করিল।
গোবিন্দেরে একান্তে কহিল সমাচার
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করিল স্বীকার।
নিমন্ত্রিয়া আনিল যতেক মুনিগণ
পৃথিবীর মধ্যে যত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
করিল ব্রতের সর্জ্জ যে ছিল বিহিত
বসিল নারদ মুনি হৈয়া পুরোহিত।
পারিজাত বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশে
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল কুশে।
রুক্মিনী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমনী
অভিমানে সভাকার চক্ষে বহে পানি।

সত্যভামা কৈল দান দেব জগন্নাথ
স্বস্তি বলি নারদ দিলেন হাতে হাত।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুন্যবান।

দান পাইয়া নারদ নাচেন ঊর্দ্ধবাহে
যতেক দক্ষিনা পাইল ব্রাহ্মনে বিলায়ে।
দ্বারকানাথেরে নারদ লৈয়া যায়
শুনিয়া দ্বারকার লোক স্ত্রী পুরুষ ধায়।
পারিজাত বৃক্ষ হৈতে খসাল বন্ধন
গোবিন্দে বলিল সব ফেল অভরন।
এক্ষন গোপাল আর এ বেশে কি কায
তপস্বী হইলে ধর তপস্বির সাজ।

কিরিটী ফেলিয়া শিরে ধর পিঙ্গজটা
কনক পইতা ফেলি লহ যোগপাটা ॥
কনক মুকুতা হার ফেল বনমাল
পীতাম্বর ফেলিয়া পরহ মৃগছাল ॥
মুনির বচনে হরি ত্যজে সেইক্ষণ
হইল তপস্বিবেশ দৈবকীনন্দন ।
হাতেতে করিয়া বীণা কান্ধে মৃগছাল
পাছেং চলিল যেন সন্যাসিচেলা ।
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ কান্ধে সর্ব্ব জন
উগ্রসেন বসুদেব করয়ে ক্রন্দন ।
কান্দয়ে যাদব যত নারী আর শিশু
আছুক অন্যের কায কন্দে সব পশু ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে ভূমিতলে পড়ি
দৈবকী রোহিণী কান্দে দিয়া গড়াগড়ি ॥

রুক্মিনী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী
পাছে পাছে চলি যায় যতেক কামিনী।
নারদ বলিল তুমি সব যাহ কোথা
রুক্মিনী বলেন তুমি লৈয়া যাবে যথা।
মুনি বলে তোমায় মোর কোন প্রয়োজন
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
রুক্মিনী বলিল কৃষ্ণ দান পাইলা মুনি
যৌতুক পাইলে ষোল সহস্র রমণী।
মুনি বলে রুক্মিনী না কর মিছা দ্বন্দ
পাছে ক্রোধ না করিহ বলি ভাল মন্দ।
যখনে করিল দান সত্রাজিতসুতা
তখনেত কেহ না কহিলে এক কথা।
তার আগে কহিবার নহিলে ভাজন
আমার সহিত তোর কোন প্রয়োজন।

রুক্মিনী বলিল পুনঃ শুন মুনিরায়
সত্যভামা দিল দান আমার কি দায়।
প্রাননাথ লৈয়া যাহ আমা সভাকার
কহ মুনি আমরা রহিব কোথা আর।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান।—

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ মুনি যায়
বিসন্নবদন হৈয়া সত্যভামা চায়।
ধন পড়ে ওঠি ধায় বাতুলের প্রায়
দুই হাতে আগালিয়া মুনিরে রহায়।
বুঝিনু নারদ মুনি চতুরালি তোর
ছাঁড়িয়া লইয়া যাসি প্রানপতি মোর।

বালকে ভাঁড়ায়ে যেন হাতে দিয়া কলা
কাঁচ দিয়া লৈয়া যাসি কাঞ্চনের মালা।
শিলা দিয়া লৈয়া যাহ পরস রতন
মুষ্টি কায় দিয়া যাসি লইয়া জীবন।
না চাহিত বৃত না চাহিত কার্য্য আর
বাহুড়িয়া দেহ প্রানপতি যে আমার।
মুনি বলে সত্যভামা সত্যে ভ্রষ্ট হৈলে
সভাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলে।
এক্ষনে বহুত বৃতে নাহি প্রয়োজন
দান লইয়াছি আমি দিব কি কারণ।
একক দেখিয়া চাহ বল করিবারে
মোর ঠাঞী লইতে কাহার শক্তি পারে।
এত বলি নারদ ঘুরায় দুই আঁখি
শরীর কম্পিত দেবী মুনিমুখ দেখি।

সত্যভামা বলে তব ক্রোধিকে না ডরি
বড় ক্রোধী হইলে ফেলাবে ভস্ম করি।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে মরি সেই মোর সুখ
না দেখিব কৃষ্ণ আর এই বড় দুখ।
এক কথা কহি অবধান কর মুনি
পূর্ব্বে যে বলিলা বৃত করিল ইন্দ্রাণী।
পূর্ব্বেতে করিল আর স্বহা অগ্নিপ্রিয়া
তারা সব স্বামী পাইল কেমন করিয়া।
নারদ বলেন সর্ব্বভক্ষ হুতাশন
চারিমুখ ধীরে তার প্রচণ্ড কিরন।
তাহারে লইয়া সতী কি করিব আমি
তেকারনে স্বহারে ফিরায়ে দিল স্বামী।
পার্ব্বতীর পতি রুদ্র বলদবাহন
হাড়মালা ভস্মমাঝে অঙ্গে ফনিগন।

নিরন্তর ঘৃত প্রেত লৈয়া তার মেলা
না লইল তাহারে করিয়া অবহেলা।
সচীপতি পুরন্দর সহশ্রলোচন
ত্রৈলোক্য পালিতে যাঁতা কৈল নিযোজন।
কভু ঐরাবতে কভু ওচ্চৈঃশ্রবা রথে
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে।
তারে না লইল আমি ইহার লাগিয়া
তথাপীহ আছে স্বর্গে আমার হইয়া।
তোমার যে স্বামী কৃষ্ণ রূপে নাহি সীমা
তিন লোকমধ্যে কারে করির ওপমা।
যথায় যাইব তথায় সঙ্গে করি লব
অনুক্ষন দিবানিশি নয়নে দেখিব।
তনমেং মোর এই বাঞ্ছা ছিল
অনেক তপের বলে বিধি মিলাইল।

ধেঁয়ানেতে অনুক্ষন বেয়াইত যারে
হেন জন পাইয়া ফিরিয়া দিব তোরে ।
এবোল শুনিয়া সতী হইল মুর্চ্ছিত
ছাড়িল শরীরে প্রান নাহিক সম্বিত ।
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া
নারদের প্রতি বলে ছাড় মুনি মায়া ।
মুনি বলে কর্ম্মার্জ্জিত ভুঞ্জুক কতক্ষন
তোমারে তাজিয়া দিল বুতঘরে মন ।
কৃষ্ণ বলে না জানিল সহজে স্ত্রীজাতি
তোমারে বিস্ময় হৈল না থাইলে মতি ।
শরীরে নাহিক প্রান হেন লয় মনে
যোগবলে আত্মা মুনি দিল সেইক্ষনে ।
দেখিয়া সতীর কষ্ট হাত দিল নাকে
গুহ বলিয়া নারদ মুনি ডাকে ।

মুনির আশ্বাসে দেবী পাইল চেতন
উঠিয়া ধরিল পুনঃ মুনির চরন।
মুনি বলে সত্যভামা এককর্ম্ম কর
দান দিয়া লৈতে চাহ অধর্ম্ম দুস্তর।
গোবিন্দে তৌলিয়া মোরে দেহত রতন
পাইবা বৃতের ফল কহিল কারন।
শুনি সত্যভামা মনে হইল উল্লাস
পুত্রগনে ডাকিয়া আনিল নিজপাশ।
করহ তুলের সজ্জ যে আছে বিহিত
মোর গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত।
আজ্ঞা পায়ে কামাদি যত পুত্রগান
কনকে নির্ম্মান তুল কৈল ততক্ষন।
এক ভীতে বসাইল দৈবকীনন্দন
আর ভীতে বসাইল যত রত্নগান।

সত্যভামা গৃহে রত্ন ঘটেক আঁজিল
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল।
রুক্মিণী কালিন্দী লগ্নজিতা জাম্ববতী
যে যাহার ঘরে হৈতে আনে শীঘ্রগতি।
তুলে চড়াইল তভু সমসর নহে
ষোড়শ সহস্র কন্যা নিজধন বহে।
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া
শ্বরাতরি চড়াইল তুলে সব লৈয়া।
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা
দ্বারকাবাসির দ্রব্য যার ছিল যথা।
শকট ওটেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ
নহিল কৃষ্ণের সম বিস্ময় বদন।
পর্ব্বত আকার চড়াইল রত্নগণ
ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণ।

দেখি সত্যভামা দেবী করয়ে রোদন
ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন।
উপেন্দ্রানী বলিয়া বলাসি এই মুখে
যত্নে যুঝি উদ্ধারিতে নারিলে স্বামীকে।
শিশুপ্রায় পুনঃপুনঃ করিসি রোদন
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ।
নিশ্চয় জানিল ধন না পারিবি দিতে
উঠ২ বলি মুনি ধরে কৃষ্ণহাতে।
শুনি সত্যভামা মুখে উড়ে তার ধূলি
হয়ে গড়াগড়ি যায় সভে মুক্তচুলী।
হেন মতে কাঁদে সব যাদবী যাদব
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব।

আপনশ্রীমুখে কহিয়াছেন বার বার
আমা হইতে নাম বিনে বড় নাহি আর।
ছিঁড়িয়া বলিল সভে মোর বোল কর
যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ সত্বর।
একেক ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে
কোন দ্রব্য সম করি তুলিবে তাহাকে।
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম
তাহে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম।
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত
ভারি হৈল তুলসী উঠিল জগন্নাথ।
দেখি উলসিত হৈল সকল রমণী
সাধু২ শব্দেতে হৈল মহাধ্বনি।
কৃষ্ণনাম গুণের নাহিক বেদে সীমা
বৈষ্ণবে সে জানে কৃষ্ণনামের মহিমা।

কৃষ্ণেরে হইতে কৃষ্ণনাম বীন বড়
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্তে করি দৃঢ় ॥
কৃষ্ণ২ বলিতে মজিবে কৃষ্ণদেহে
কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহে ।
নামপত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যায়
সত্যভামা রত্নদান ব্রাহ্মনে বিলায় ।
পারিজাতহরনের কহিল কথন
এক্ষনে কহিব তবে সুভদ্রাহরন ।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার
শুনিলে অধর্ম্মী হবে হেলে ভবপার ।
পারিজাতহরনে হরিস রসকথা
শ্রবনে শুনিলে ঘুচয়ে ভবব্যথা ।
পুরুষ শুনিলে হয় কৃষ্ণপদে মতি
নারীজন শুনিলে সৌভাগ্য হয় পতি ।

আয়ু বন বংশ বাড়ে সর্ব্বত্র কল্যাণ
কাশীদাস কহে যাহা কহিলে পুমাণ।

অতঃপর জিজ্ঞাসিলা রাজা জন্মেজয়
পিতামহকথা কহ শুনি মহাশয়।
বৈশম্পায়ন বৈল শুন নরনাথে
ভদ্রা পার্থে স্বয়ম্বর হইল যেমতে।
এতেক বলিল যদি বীর বীনঞ্জয়
অর্জ্জুনের পুতি তবে সত্যভামা কয়।
ঔষধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি।
ভণ্ডনা করিয়া হইয়েছ বুহ্মচারী
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী।

পার্থ বলে প্রণাম করিয়ে সত্যভামা
নিশিশেষ নিদ্রা যাব কর আজি ক্ষমা।
জিতেন্দ্রিয় আরে আমি ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ
তীর্থযাত্রা করিয়া ভ্রমিয়ে দেশ জ্যেষ্ঠ।
অকারণে মিথ্যাবাদ দেও কেনে মোরে
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে।
বুঝিয়া পার্থের মন ওঝিল ভারথী
সুভদ্রা বলেন কহ কোথা যাহ সতী।
সতী বলে আইসহ করিব উপায়
এত বলি ভদ্রা লৈয়া নিজগৃহে যায়।
নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া
সত্যভামা শীঘ্রগতি আনিল ডাকিয়া।
গুপ্তেতে কহিল সব ভদ্রার চরিত্র
রতি বলে ঠাকুরানী এ কোন বিচিত্র।

জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে
অস্থিচর্ম্মী অনাহারী পারি ভুঝিবারে।
এত বলি সিন্দুর পড়িয়া দিল ভালে
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়নে কজ্জলে।
যাহ দেখি এক্ষনি যাইতে পাবে বাট
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট।
শুনিয়া রতির বোল আনন্দ হইয়া
পুনরপি ভদ্রা তথা ওত্তরিল গিয়া।
হস্ত দিতে কপাটের খিলানি ঘুচিল
অর্জ্জুন সম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল।
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিল চন্দ্রমা
চিত্রকারের চিত্র যেন কনক প্রতিমা।
কে তুই বলিয়া ক্রোধে ওঠিল ফাল্গুনি
স্ত্রীজাতি নহিলে মস্তে কাটিত এক্ষনি।

যা যা শীঘ্র এথা হৈতে প্রান লৈয়ে বেগে
নহিলে নাশিকা কান কাটিব যতনে।
এত বলি ওঠি পার্থ হাতে লৈয়া চুরি
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি।
সিঁথায় সিন্দুর তার নয়নে কজ্বল
দেখিয়া অর্জুন পড়ে হইয়া বিভোল।
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের বিভোলে
শীঘ্রগতি ওঠিয়া চাপিয়া ধরে কোলে।
আইসং বৈশ হে প্রানসখি
পূর্ন তোমার যে বদন চন্দ্র দেখি।
হাহাঃকার করি ভদ্রা মুখ বস্ত্রে ঢাকে
জাতিনাশ হৈল বলি জোড় জোড় ডাকে।
কেন ধনঞ্জয় আরে কি তোর বেভার
অবিভাত্ত কন্যা আরে কর বলাৎকার।

বাহিরে থাকিয়া বলে সত্রাজিতসুতা
কহ পার্থ গণ্ডগোল কে করয়ে এথা।
সুভদ্রা বলেন সখি দেখ না আসিয়া
আমারে অর্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া।
সত্যভামা বলে পার্থ অবিভাত নারী
কেমতে ধরহ বলে হৈয়া ব্রহ্মচারী।
বসুদেবসুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী
জিতেন্দ্রিয় হৈয়া হেন কর্ম্ম কর কেনি।
শুনিয়া বিনয়ে বলে ইন্দ্রের কোঙর
ইত্যাদি নারীর মায়া বুঝিবে কি নর।
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচর
আমি কি বুঝিব নারে দেব দামোদর।
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন
ক্ষমহ তোমার পায় লইনু শরণ।

অর্জুনের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভারথী
হাসিয়া বলিল ভীত নহ মহামতি।
যে হইল অর্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম
করহ গন্ধর্ব্ব বিভা আছে যেন ধর্ম্ম।
পাঁচসাত সখী মিলি দেই হুলাহুলি
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিল তুলি।
হেন মতে দোঁহাকার বিভা করাইয়া
সত্যভামা গোবিন্দে কহিল সব গিয়া।
সত্যভামা বলে দেব আজ্ঞা কৈলে তুমি
গন্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি।
কালিপ্রাতে কর তুমি বিবাহের কায
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব সমাজ।
তেকারণে বলিয়ে বিলম্ব নাহি সহে
গোবিন্দ বলিল সতি এই মত হয়ে।

কিন্তু বলভদ্রের পার্থে নাহি প্রীত
পার্থে দিতে তাহার নহিবে মনোনিত॥
সত্যভামা বলে তবে হইবে কেমনে
উপায় করিব বলি বলে নারায়ণে॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীদাস কহে সদা সাধু করে পান॥

প্রভাতে উঠিয়া সভে করি স্নান দান।
একত্র বসিল সব যাদব প্রধান।
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব
অক্রূর সারণ গদ শ্রীরাম মাধব।
প্রসঙ্গ করিল তবে দেব নারায়ণ
সুভদ্রা দেখিয়া মোর স্থির নহে মন।

বিভাযোগ্য কন্যা যদি অবিভাতা থাকে
অন্ন জল অস্পৃশ্য তার নিন্দে সব লোকে।
অবিভাতা কন্যা যদি হয় রজোবতী
উভয়সপ্তম কুল হয় অধোগতি।
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ
তেকারনে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ।
সপ্তম বৎসরে বিভার করিবে উপায়
তেঞী বলি ইহাতে বিলম্ব না যুয়ায়।
আমার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখিয়ে আর
এক চিত্তে লয় মোর কুন্তির কুমার।
রূপে গুনে কুলে শীলে বলে বলবান
পার্থ যোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান।
শুনি বসুদেব তবে করিল স্বীকার
যে বলিল বাপ ছিত্তে লইল আমার।

সাত্যকি বলিল যদি কুলে ভাগ্য থাকে
তবেত ভদ্রার বিভা হবে অর্জুনেকে।
অর্জুন সমান যোগ্য না দেখি ভুতলে
ভালং বলি বলে যাদব সকলে।
এতেক সভার বাক্য শুনি হলধির
রক্ত চক্ষু করি ক্রোধে করিল ওত্তর।
কেন চিন্তা কর সভে সুভদ্রাকারনে
তার হেতু বর আমি চিন্তায়াছি মনে।
কৌরব কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন
ওষ্ট কুল বলি সিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন।
বলে জিনে মত্ত দশসহস্র বারণ
রূপেতে কন্দর্প জিনে ধীনে বৈশ্রবন।
তার গুনে অর্জুনেরে শতাংশ না গনি
না বুঝিয়া হেন বোল বল সভে কেনি।

দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনা নগর
দুর্য্যোধন এথা গিয়া আনুক সত্বর।
শুভ দিন করহ করিতে শুভ কার্য্য
রাজাগন আনাইব যত রাজ্যং।
এতেক বচন যদি বলে হলধর
অধোমুখ হইয়া কেহ না দিল উত্তর।
ততক্ষনে রাম তবে আনি দূতগনে
রাজ্যে নিমন্ত্রন লিখি দিল জনেং
দুর্য্যোধনে লিখিল সকল সমাচার
বিভা হেতু সুসজ্জে আইস আপনার।
মহাভারতের কথা অমৃতলহরি
কাশীরাম কহে সাধু যায় ভবতরি।

দিন অবসান হৈল সন্ধ্যার সময়
শুঠি গেল যদুগনরার যে আলয় ।
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থানে
কি হেতু বিভার হেলা কৈলা ভগবানে ।
গোবিন্দ বলেন সখি কিসের বিবাহ
পার্থনাম শুনি রামে অঙ্গে হৈল দাহ ।
বলে দুর্য্যোধনে বর করিয়াছি আমি
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগামী ।
শুনি সত্যভামা মনে হইল বিস্মিত
অধোমুখ করিয়া বসিল পৃথিবীত ।
সতী বলে কহ দেব কি হবে এক্ষন
অনর্থ হইল এত সুভদ্রাকারন ।
অর্জুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া
ভগ্নির কি করাইবে অন্য বরে বিভা ।

ওপায় না করি কেন যৌবনেতে রহিলে
হেন বুঝি কলঙ্ক করিবে যদুকুলে।
গোবিন্দ বলিল দেবী কেনে কর গোল
করিব ওপায় আমি নহ ওতরোল।
সত্যভামা বলে বিলম্বের কথা নহে
কেহ যদি এবা কথা রায়ে গিয়া কহে।
এই লজ্জা ভয়ে মোর হইতেছে কাঁপ
না দেখাব মুখ আর জলে দিব ঝাঁপ।
স্ত্রীলোকে জানে সে স্ত্রীলোকের বেদন
শাশুড়ির আগে আমি করি নিবেদন।
এত বলি ওঠি গেল দৈবকীর স্থানে
কহিলেন যতেক সুভদ্রা বিবরনে।
শুন শুন ঠাকুরানী করি নিবেদন
কুললজ্জা ভয়ে মোর স্থির নহে মন।

সুভদ্রা আশক্ত হৈল বীর ধনঞ্জয়
বলিল নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার
এবে শুনি এখন করিলে আর বর।
শুনিয়া দৈবকী দেবী হইল বিস্মিতে
বলভদ্র গৃহে গেল রোহিণী পুত্রত।
দৈবকী বলিল তাত শুন হলপাণি
অর্জুনে না দেহ কেনে সুভদ্রা ভগিনী।
রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বাখান
কুটুম্বে কুটুম্ব হবে কেনে কর মান।
রাম বলে জননী না বুঝি কেনে কহ
পাণ্ডব জনের কথা সকল জানহ।
আমার কুটুম্ব যোগ্য নহে ধনঞ্জয়
অযোগ্য সম্বন্ধে মাত্র সব নষ্ট হয়।

তেকারণে দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্ব যোগ্য হয় কুরুসুত ।
তিনলোকে বিখ্যাত পাণ্ডব আরজাত
হেনজনে দিতে চাহ ভদ্রা গুণযুত ।
রোহিণী বলিল তাত সভার বিচার
তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর ।
কিহেতু সভার বাক্য করহ হেলন
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা সভাকার মন ।
সাধু বীর্য্যশীল পার্থ গুণী সর্ব্ব গুণে
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবে অন্যজনে ।
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি
কালি প্রাতে পার্থে বিভা দিব মাত্র আমি ।
শুনিয়া মায়ের বাক্য কম্পিত শরীর
তাম্রদুই চক্ষু যেন জ্বলে বৈশ্বানর ।

বাতুলের বাক্য যত কহিস্নি বচন
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন।
গোবিন্দের কথা যত করিলে স্বীকার
জাতি কুল গোবিন্দের নাহিক বিচার।
ভক্তি করি এই কথা যেই জন কহে
না বিচার যার তার সেই বন্ধু হয়ে।
কালি তার পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা
নাহিক তিলেক স্নেহ নব কুটুম্বতা।
শিষ্য বলি তারে স্নেহ আমি করি
এইহেতু তারে দুঃখী মোরে বাদ করি।
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জুনেরে
যাহ মাতা আর কিছু না বলিহ মোরে।
এতেক রামের বাক্য শুনিয়া রোহিণী
উঠি গেল দুইজনে বিষাদ বদনী।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিরাজ শুন
কৃষ্ণের কোন পুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন।
না কহিলা ইহা মোরে মুনি কি কারণ
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।—

মুনি বলে অবধান কর নৃপবর
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা স্বয়ম্বর।
ভানুমতী গর্ব্ভে জন্ম একই দুহিতা,
রূপে গুণে অনুপায় সর্ব্ব গুণযুতা।
সর্ব্ব সুলক্ষণে পূর্ণ ভুবনমোহনা
তেকারণে নাম তার থুইল লক্ষ্মণা।

যুবতি হইল কন্যা দেখে নরবর
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগনে
পৃথিবীতে নিবাস যতেক ক্ষত্রিগনে।
আইল যতেক রাজা কত লব নাম
রূপবন্ত গুনবন্ত কুলে অনুপম।
রথ গজ অশ্ব দেখি না হয় গননে
বিবিধ বাদ্যের শব্দে না শুনি শ্রবনে।
ধ্বজাছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনি
চরনধূলিতে আচ্ছাদিল দিনমনি।
সভাকারে দুর্য্যোধন করিল সন্মান
বসিল নৃপতিগন যার যেই স্থান।
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইয়া সাম্ব বীর
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির।

একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন
কেমতে পাইব কন্যা চিন্তে মনেমন ।
অলক্ষিতে একান্তে রহিল রথোপরে
হেন কালে বাহির করিল লক্ষনারে ।
অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু
ঝলমল কুণ্ডল কমলপ্রিয় বন্ধু ।
সংপূর্ন মিহির জিনি অধর রঙ্গিম
ভ্রুভঙ্গ অনঙ্গচাপ জিনিয়া ভঙ্গিম ।
খঞ্জনগঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রচিত
সুকচক্ষু নাশা শ্রুতি গৃধ্বিনী নিন্দিত ।
বিপুল নিতম্ব গতি জিনিয়া মরাল
চরনে বলিত মনি নুপুর রসাল ।
নিবু মাগ্নি ক্রিম্বা যেন রচিল বিদ্যুতে
বাল সূর্য্য ওদয় করিল পূর্বভিতে ।

দৃষ্টিমাত্রে রাজাগন হরিল চেতন
দেখি জাম্ববতীসুতে পীড়িল মদন।
শীঘ্রগতি ধরি হাতে তোলাইল রথে
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে।
ধর২ বলিয়া ধাইল সেনা সব
নানা অস্ত্র লৈয়া ধায় যতেক কৌরব।
কৃষ্ণের নন্দন সাম্ব কৃষ্ণের সমান
টঙ্কারিয়া ধনুগুন এড়ে দিব্যবান।
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমেষে
নাহিক ভ্রূভঙ্গী বীর যুঝেন অনায়াসে।
হস্তী অশ্ব রথ পদা পড়ে সারিসারি
যতেক মারিল যুদ্ধে লিখিতে না পারি।
ভয়েতে সম্মুখে আর কেহ নাহি রহে
ক্রোধি হৈয়া আগু হৈল সুর্য্যের তনয়ে।

বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার
কন্যা হরি লৈয়া যাসি অগ্রেতে আমার।
প্রতি ফল ইহার পাইবি এইক্ষণে
এত বলি কর্ন বীর এড়ে অস্ত্রগণে।
ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সুর্য্যের নন্দন
নারি নিবারিতে সাম্ব পড়িল বন্ধন।
ধরিল২ চোরে বলি শব্দ হৈল
কাট লৈয়া বলিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল।
আমা লঙ্ঘি এই চোরা আমার অগ্রেতে
দক্ষিন মস্নানে লৈয়া কাট এই পথে।
নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া বীর দুঃশাসন
অনেক মারিয়া লৈল করিয়া বন্ধন।
কর্নেরে পুছিল তবে রাজা দুর্য্যোধন
চিনিলে কি চোরা সে কাহার নন্দন।

কর্ণ বলে মহারাজ এত গর্ব্ব কার
চোরার পুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর।
শুনি দুর্য্যোধনের কাঁপয়ে কলেবর
কড়মড় দশন কচালে করে কর।
গোকুলেতে বাড়িল গোপের অন্ন খাইয়া
ক্ষত্রিকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিহা।
চুরি করি সব ঠাঞী এইমত লয়
সহজে চোরের জাতি কিবা লাজ ভয়।
সর্ব্বত্র করিয়া চুরি বাড়িয়াছে মন
নাহি জানে দুরন্ত এই যমের সদন।
সভাতে এমন লজ্জা করিল আমায়
কাট লৈয়া চোরারে বিলম্ব না যুয়ায়।
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন
কে চোর বলিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন।

চোর বই কেহ আর না জান রাজন
কহ দেখি শুনি এবে চোর বিবরন।
ভাই ভাই বলি যারে বলহ আপনি
গোকুলে করিল চুরি যতেক গোপিনী।
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মকদুহিতা
পুত্র কাম হৈল চুরি বজ্রনাভসুতা।
পৌত্র চুরি করিলেক বানের নন্দিনী
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী।
শুনিয়া বিসন্নমুখ হৈল ধর্ম্মরাজ
কৃষ্ণের নিন্দা শুনি দুঃখিত হৃদিমাঝ।
যুধিষ্ঠির বলে ভাই না হয় উচিত
গোবিন্দের নিন্দা করা সভার বিদিত।
যে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি।

দুর্য্যোধন বলে ভাল বল ধর্ম্মরাজ
যাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ।
মোর কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার
তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার।
যুধিষ্ঠির বলে কন্যা কে চুরি করিল
আন দেখি তাহারে চিনিব আমি বৈল।
দুর্য্যোধন বলে চোরে কোন কর্ম্ম এথা
কেহ হউক শীঘ্র তার কাট লৈয়া মাথা।
যুধিষ্ঠির বলে যদি কৃষ্ণের নন্দন
তারে মাইলে ভাল কি হইবে দুর্য্যোধন।
কৃষ্ণবৈরি হৈলে ভাই রক্ষা আছে কার
কুরুকুলে বাতি দিতে না থুইবে আর।
ইন্দ্র যম বরুন কুবের পঞ্চানন
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোন জন।

দুর্য্যোধন বলে যদি তুমি ডরাইলে
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ প্রাণ লৈয়া এই কালে।
এক্ষনি শরন গিয়া লহ কৃষ্ণঠাই
মারিব তোরারে আমি কারে না ডরাই।
দুর্য্যোধনবাক্য যে শুনিল বৃকোদর
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা পাইয়া ধাইল সত্বর।
মশানেতে দুঃশাসন ধরি সাম্বচুলে
কাটিবারে হস্তে বীর খড়্গ চর্ম্ম তোলে।
বায়ুবেগে বৃকোদর গুস্তরিল গিয়া
হাতে হৈতে খড়্গ চর্ম্ম লইল কাড়িয়া।
বলে বলি বুদ্ধি তোর এমত বিচার
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার।
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি
এত বলি ছিড়িল বন্ধনের দড়ি।

হাতে ধরি কোলে করি সাদরে লইল
সাম্ব দেখি যুধিষ্ঠির হাহাঙ্কার কৈল।
জাম্ববতীনন্দন যোর সাম্বত আমার
শিরে চুম্বি কোলে কৈল ধর্ম্মের কুমার।
দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থরহরে
দেখ২ বলিয়া বলয়ে সভাকারে।
দেখ ভীষ্ম দ্রোন কৃপ আপন বিদিত
নিরন্তর কহ যে পাণ্ডব তব হিত।
কুলের কলঙ্ক যে অধর্ম্ম আচার
হেন জন মারিতে সহায় হৈল তার।
যুধিষ্ঠির বলে ভাই দেখ দুর্য্যোধন
এ রূপে এ সভামধ্যে আছে কোন জন।
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার
কৃষ্ণ পুত্রে দিব কন্যা কুলের আমার।

ইহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবে
পরপূর্ব্বা হৈল কন্যা কলঙ্ক করিবে।
কে আর করিবে বিভা পৃথিবীমণ্ডলে।
সভাতে দেখিল সাম্ব করিলেন কোলে।
দুর্য্যোধন বলয়ে তোমার নাহি দায়
এই মত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায়।
মারিব দুষ্টেরে তুমি জাও শীঘ্রগতি
ভীম বলে দুর্য্যোধন জন্ন হৈল মতি।
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোমার
কৃষ্ণপুত্রে মারিবারে অগ্রেতে আমার।
কে আসিবে আসুক দেখি তাহার বদন
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন।
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর
চক্রিতকপাল ফিরে মস্তক ওপর।

ভীমের বচন শুনি দুর্যোধন ক্রোধে
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোদ্ধে।
দুর্যোধন আজ্ঞাতে যতেক সহোদর
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাইতে জাগে যেন শঙ্কা
দেখি ধায় বৃকোদর সদা রণ রঙ্গা।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ দাঁড়াইল মধ্যখানে
আপনা আপনি তাত দ্বন্দ কর কেনে।
আগু পাছু বন্দি সাম্ব আমার গৃহেতে
বুঝিয়া ইহার দ্বন্দ করিব পশ্চাতে।
দুর্যোধনে বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত
শুতমাত্রে যদুবলে আসিবে অদ্ভুত।
ইহারে এক্ষণ যদি প্রাণেতে মারিবে
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে।

যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাজয়
তবেত মারিব ইহায় ঘরেতে আজয় ।
শুনি ধর্ম্মরাজ বলে ভাল২ বলি
দুর্য্যোধন বলে দেহ চরনে সাঙ্গলি ।
চরনে নিগাড় দিয়া লৈল গুরু দ্রোন
নিজ২ গৃহে সভে করিল গমন ।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান ।

বন্দিতে রহিল সাম্ব কৃষ্ণের নন্দন
বার্ত্তা দিতে চলিল নারদ তপোধন ।
গোবিন্দের আগে কহে গদ২ কথা
শুনহ গোবিন্দ সাম্ব পুত্রের বারতা ।

দুর্য্যোধিনসুতার স্বয়ম্বর হৈয়া ছিল
স্বয়ম্বরস্থানে তারে সাম্ব হরি নিল।
যুদ্ধ করি বন্ধি তারে কৈল ইন্দ্রজালে
কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে।
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিনমসানে
যুধিষ্ঠির রাখিল পাঠাই ভীমসেনে।
অনেক করিল দ্বন্দ তাহার সহিতে
বন্ধি করি রাখিলেক ভীষ্মের গৃহেতে।
ক্ষুধায় আকুল সাম্ব নিগড়ে যত ক্লেশ
বিবিধ অস্ত্রের ঘাতে প্রানমাত্র শেষ।
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন
আমি কি কহিব সব শুনিবে শ্রবন।
শুনিয়া গোবিন্দক্রোধে হইল অস্থির
সেইক্ষনে যদুসৈন্য হইল বাহির।

এত সব বৃত্তান্ত শুনিয়া হলধর
দুর্য্যোধনহেতু তাপ হইল সত্বর।
ক্রোধে যাইতেছিল কৃষ্ণ সাজি সেনাগনে
সবংশে মারিবে আজি রাজা দুর্য্যোধনে
এত চিন্তি আপনি চলিল শীঘ্রগতি
বহুত বচনে শান্তাইল যদুপতি।
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারন
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষন।
রামের বচন কৃষ্ণ লংঘিতে নারিল
আপনি চলিল রাম কৃষ্ণেরে রাখিল।
হস্তিনানগরে গিয়া হৈল উপনিত
দুর্য্যোধনে দূত পাঠাইলেন ত্বরিত।

না বুঝিয়ে দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার
বন্দি করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার।
যে হইল সব দোষ ক্ষমিল তোমারে
পুত্রবধূ আনি দেহ আমার গোচরে।
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন
ক্রোধে থরহর অঙ্গ করয়ে গর্জ্জন।
যে বাক্য বলিল আমি গুরু করি মানি
অন্যজন হৈলে সেহ দেখিত এক্ষনি।
পাঠাইল পুত্র তথা চুরি কর গিয়া
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া।
কে তাহার পুত্রবধূ যে তারে দিব পাঠাইয়া
লজ্জা নাহি তেজী হেন পাঠাল কহিয়া।
যাহ দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার
ভালেং স্থানে তুমি যাহ আপনার।

দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ
শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিত নয়ন।
ক্রোধে হল মুষল লইল তুলি হাতে
লাফ দিয়া রথে হৈতে পড়িল ভূমিতে।
ক্রোধে থরহর অঙ্গ পদ নাহি চলে
ধরণীতে লাঙ্গল ভাড়িল সেই স্থলে।
রাজা প্রজা পাত্র মন্ত্রী সহিত সকলে
নগর সহিত ফেলায় গঙ্গার জলে ।
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার ।
দেখি হাহাঃকার শব্দ হইল নগরে
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সভে রামের গোচরে।
ভীষ্ম দ্রোন কৃপ আর বিদুর সহিত
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃত।

করজোড়ে করুন বচনে করে স্তুতি
রক্ষা কর বলদেব রেবতীর পতি।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি বিশ্বনাথ
অনাদি নিধন সব তোমা হইতে খ্যাত।
তুমি ক্রোধী হইলে ভস্ম হইবে সংসার
তোমার ক্রোধেতে দেব হস্তিনা কোন ছার
যুবা বৃদ্ধ শিশু গো ব্রাহ্মণ নারীগণ
বিশেষে তোমার বধূ আছয়ে নন্দন।
ক্ষমা কর কৃপাময় পড়িয়ে চরণে
এইবার রাখ প্রভু না জানিল জনে।
এতেক সভার স্তুতি শুনি বলরাম
রাখিল লাঙ্গল দেব ক্রোধ হইল শাম।
ততক্ষন দুর্য্যোধন সাম্বরে লইয়া
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষন করিয়া।

লক্ষণার সহিত লইয়া, দোঁহা রথে
বিবিধ যৌতুক দিল রামের অগ্রেতে।
দেখিয়া আনন্দ হইল রেবতীরমণ
পুত্র বধূ লইয়া শীঘ্র করিল গমন।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান।

মুনি বলে অবধান করহ নৃপতি
রামবাক্য শুনি দোঁহে হইল দুঃখমতি।
অধোমুখে বসিলেন দৈবকী রোহিণী
সতী বলে সর্ব্ব নাশ হৈল ঠাকুরাণী।
না দিলে মরিবে পার্থ মারিবেক ক্রোধে
আর কত মরিবেক তাসহ বিরোধে।

মরিবে অনেক লোক সুভদ্রাকারণ
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রামরণ।
গরল খাওক কিবা প্রবেশুক জলে
সকল অরিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে।
আমি তাঁহাসহ হব জলেতে প্রবেশ
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধ বিশেষ।
ভাবিয়া এ সব মোর ব্যাকুল পরান
পুনঃ উঠি গেল দেবী গোবিন্দের স্থান।
কহিল যতেক বৈল্ল দৈবকী রোহিনী
গোবিন্দ বলিল সতি ভয় কর কেনি।
দূত পাঠাই আনিবারে ধনঞ্জয়
সতী বলে আমি যাব দূতকর্ম্ম নয়।
একেশ্বরী গেল সতী পার্থের সদন
দেখিল সুভদ্রা সহ আছে রণীমন॥

সত্যভামা বলে পার্থ নিশ্চিন্তে আছহ
এতেক প্রমাদ হইল কিছু না জানহ।
পার্থ বলে ঠাকুরানি কিসের প্রমাদ
যাহার সহায় দেবি তব পদ্মপাদ।
তবে সতী পার্থ লইয়া গেল কৃষ্ণস্থান
হস্তে ধরি পালঙ্গে বসাইল ভগবান।
গোবিন্দ বলিল সখা কর অবধান
রামে কৈল তোমারে সুভদ্রা দিতে দান।
শুনি বলে দুর্য্যোধনে বরিয়াছি আমি
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগামী।
কি হইবে কহ সখা উপায় ইহার
শুনিয়া হাসিয়া বলে কুন্তির কুমার।
এই কথাহেতু সখা চিন্তা কেন মনে
তোমার প্রসাদে আমায় কে জিনে ভুবনে।

মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্র নাহি ডরি
ক্ষয়পাল শক্তি মোর কি করিতে পারি ।
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখিবে হলধর
সুভদ্রা লইয়া যাব তাহার গোচর ।
কৃষ্ণ বলে এত দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন
লুকাইয়া ভদ্রা লইয়া করহ গমন ।
মোর রথে চড়ি যাবে মৃগয়ার ছলে
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নানহেতু জলে ।
সেই পথে লইয়া তুমি করিবে গমন
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ ।
এতেক বলিল যদি দৈবকীকুমার
অর্জুন বলিল দেব যে আজ্ঞা তোমার ।
হেন মতে বিচার করিল দুইজন
আনন্দমন্দিরে গেল করিতে শয়ন ।

প্রভাতে ওঠিয়া পার্থ কৈল স্নান দান
কি করিব বসিয়া করয়ে অনুমান ।
এতেক অনর্থ হবে রামসহ রন
কিছু নাহি জানে রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
এত চিন্তি দুত ইন্দ্রপুরে পাঠাইল
সকল বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজারে লিখিল ।
সুভদ্রা দিলেন মোরে কমললোচন
রামপাল স্বীকার না কৈল কদাচন ।
তেকারনে কৃষ্ণ বলে লহ লুকাইয়া
ইহার বিধান মোরে দেহ পাঠাইয়া ।
শুনিয়া বলিল তবে ধর্ম্মের নন্দন
সখা বল বুদ্ধি মোর দেব নারায়ন ।
সেহ যেই কহিবে করিবে সেই কায
শুনি পার্থ আনন্দ হইল হৃদিমাঝে ।

হেন মতে পঞ্চনিশি পাথে হৈল তথা
হোতা দুর্য্যোধন রাজা শুনিয়া বারতা।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
গোবিন্দের ভগ্নী বিভা হৈবে দুর্য্যোধন।
দেশেং হৈতে আনাইল বন্ধুগান
বিভায় সামগ্রীহেতু কৈল নিয়োজন।
স্থানেং বসি সভে করেন বিচার
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর।
এই কথা অহর্নিশি চিন্তে মনেমন
আজি হইতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ন
দুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হইল এক্ষন।
যেন কৈল কুটুম্বিতে কুটুম্ব না হিত
প্রীতি নাহি পরাপরে ভক্তজন হিত।

বিদুর কহেন কথা আশ্চর্য্য লাগয়ে
কৃপাচার্য্য বলে ইহা কদাচিত হয়ে।
দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয়।
দূতস্থানে পুছিল সকল বিবরন
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন।
দ্বারকাতে আছেন অর্জুন কুন্তিসুত
তাহারে সুভদ্রা দিব বলিল অচ্যুত।
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না কৈল স্বীকার
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণীকুমার।
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে
না হয় নির্ণয় এই যা হয় পশ্চাতে।
ভীষ্ম বলে চল সভে যাইব সংহতি
হেহ বিভা করুক আমরা বরযাত্রী।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুন্যবান।

দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল ধর্ম্মস্থানে
সকলে আসিবা রাজা বিভার কারনে।
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর
সহদেবে ডাকিয়া পুছেন নরবর।
অর্জুন লিখিল পূর্ব্বে ভদ্রাবিবরণ
দুর্য্যোধন হেন পত্র লিখিল এক্ষন।
অনর্থের প্রায় কথা লয় মোর মন
কহ সহদেব ইথে হইবে কেমন।
সহদেব বলে অবধান নরনাথ
সুভদ্রার বিভা সাজি গেল দিন সাত।

সত্যভামা দিল বিভা আজ্ঞা জগন্নাথ
লুকাইয়া দিল বলরামের অজ্ঞাত।
বলভদ্রের ইচ্ছা ভদ্রা দিব দুর্য্যোধনে
সেই হেতু যাইতেছে রামের বচনে।
ইহার বিধান রাজা করিবে আপনি
তার হেতু চিন্তিত না হবে নৃপমনি।
যুধিষ্ঠির বলে হৈল লজ্জার বিষয়
আমার যাইতে তথায় উচিত না হয়।
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন
আপনি সসৈন্যে ভীম করহ গমন।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর
পাঁচ অক্ষোহিনি দলে চলিল সত্বর।
আনন্দিতে দুর্য্যোধন বরবেশ হৈয়া।
স্বস্ত্যয়ন চতুর্দ্দোলে আরোহন হৈয়া।

নানা শব্দে বাদ্য বাজে না হয় গননা
হয় হস্তী রথ পদা না হয় গননা।
দুর্য্যোধনবেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ
ডাকিয়া বলিল তুমি সভাই অবোধ।
এথা হৈতে দ্বারকা আছয়ে দূর দেশ
এইখানে কিহেতু হইল বরবেশ।
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে
দেখিতে নারিলে যদি আইস পশ্চাতে।
ভীম বলে ভাল কথা তোমারে না বাসে
কোন কন্যা বিভাহেতু যায় বরবেশে।
কালি কিম্বা পরশু তোমারে দূত আইল
সুভদ্রার বিভা আজি সাতদিন হৈল।
অকারনে সভামধ্যে গিয়া পাবে লাজ
তেঁইত বলিনু বরবেশে নাহি কায।

পিছে কেন যাব তোর না যাই কেন আগে
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে।
বিস্ময় সকুনি কর্ন দুর্য্যোধন শুনি
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কানাকানি।
দুঃশ্বাসন বলে যে বলিল বৃকোদর
সত্য হেন লাগে পুায় সভার অন্তর
না জান কি ভীমারে এমত বুদ্ধি যল
বরবেশ দেখি আত্মা হইল বিকল।
বাতুলের প্রায় বলে যে আইল মুখে
চল শীঘ্র দেখিয়া ফাটয়ে যেন বুক।
কর্ন দুর্য্যোধন বলে সত্য এই কথা
এ বৈভব দেখিতে কেমনে রহে এথা।
এত বিচারিয়া সভে করিল গমন
তিনদিনে গেল পথ শতেক যোজন

দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি।
রোহিনী নক্ষত্রশেষ অক্ষয়া তৃতীয়া
দ্বিতীয় প্রহরে কালি গুভরিব গিয়া।
করহ কন্যার অধিবাস আজিরাতি
কালিরাত্রি বৈবাহিক উত্তম লগ্ন তিথি।
দূত গিয়া দিল পত্র বলভদ্রহাতে
পত্র পড়ি বলরাম কহিল সভাতে।
করহ ভদ্রার গন্ধ অধিবাস আজি
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান।

বলভদ্র আজ্ঞা পাইয়ে যত নারীগণ
পিঠালি হরিদ্রা লৈয়া কৈল ওস্তন।
তৈল আমলকী গন্ধ মাখিল কুন্তলে
স্নান করিবারে গেল সরস্বতীকুলে।
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পায়ে দেবী সত্যবতী
ভদ্রা লৈয়ে গেল সহ অনেক যুবতী।
অর্জুনে ডাকিয়া তবে বলে নারায়ণ
শুনিল অর্জুন যে আইল দুর্যোধন।
আজি অধিবাসহেতু রাম আজ্ঞা দিল
সেইহেতু তাহারে সরস্বতী পাঠাইল।
মৃগয়ার ছলে চড়ি যাহ মোর রথে
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেইপথে।

দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহিলে ইঙ্গিতে
অর্জুনে লইয়া তুমি যাহ মোর রথে ।
যে কহিবে অর্জুন না করিহ অন্যথা
যথায় বলিবে রথ লৈয়া জাবে তথা ।
কৃষ্ণের পাইয়া আজ্ঞা দারুক সত্বর
সাজিয়ে আনিল রথ অর্জুনগোচর ।
সুসজ্জ হইয়া পার্থ লৈয়া ধনুঃ শর
খড়্গ ছুরি গদা শূল চক্র লৈয়া কর ।
কৃষ্ণরথে আরো হন হৈয়ে মহাবীর
চালাইয়া দিল রথ সরস্বতীতীর ।
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগন মাঝে
ফিরে২ অর্জুন চলিল পদব্রজে ।
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইল রথে
চালাইয়া দিল রথ ইন্দ্রপ্রস্থপথে ।

হাঁহাঃকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণ
সুভদ্রা ধরিয়া লয় কুন্তিরনন্দন।
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাগন সব
ধর২ বলি ডাকে আরেরে পাণ্ডব।
আরে পার্থ মতিভন্ন হইল তোমারি
কেমন সাহস তোর এমন গৃহেচুরি।
না পলাহ বলি তার পাছেতে ডাকিল
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেওটিল।
ধনু গুন টঙ্কারিয়া কৈল শরজাল
নিমেষে কাটিল তিনলক্ষ সভাপাল।
সভাপাল মারিয়ে চালাইয়ে দিল রথ
নিমেষে চালাইয়ে দিল দশক্রোশ পথ।
সুভদ্রা হরিল বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবনে
চতুর্দ্দিগে ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে।

কেহ স্নানে কেহ দানে ভোজন শয়নে
যে যথা আছিল রহিল সর্ব্বজনে।
চড়িতে তুরগ রথ নাহিক বিশ্রাম
শুনি ক্রোধিভরেতে বাহির হৈল রাম।
ক্রোধে বলভদ্রের কাঁপয়ে কর পদ
যুগল নয়ন যেন স্ফুট কোকনদ।
ধীর২ বিনা শব্দ নাহি আর মুখে
ধীর গিয়া বলি বলে যারে আগে দেখে।
কামদেব যাইয়া চড়িল মীনধ্বজে
সাত কোটী রথ সঙ্গে নব কোটীগজে।
ধীর গিয়া বলি আজ্ঞা কৈল বলরাম
সভার অগ্রেতে গিয়া ওত্তরিল কাম।
সারন আইল সঙ্গে রথ কোটীসাত
গজ অশ্ব পদাতিক নানা অস্ত্রহাত।

কৃষ্ণ বৃদ্ধ ওগাদ কৃতবুদ্ধ বীর
যে যাহার সৈন্য লইয়া ধায় যদুবীর ৷
গদ সাম্ব আইল লইয়া বহুসেনা
রাম আজ্ঞা পাইয়ে ধাইল সর্ব্বজনা ৷
বীর গিয়ে বলি আজ্ঞা দিল হলধর
সসৈন্যে সারণ বীর চলিল সত্বর ৷
ওগুসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব
রামের নিকট আইল যতেক যাদব ৷
ক্রোধে বলভদ্রতনু কাঁপে থরহর
ফুলিয়া হইল তনু কৈলাশমন্দার ৷
প্রলয় মেঘের শব্দে ডাকে যেন গলা
অঙ্গ হইতে ছিড়িয়া পড়িল বনমালা ৷
রাম বলে এত গর্ব্ব পাণ্ডবার হইল
শ্বা হইয়া যজ্ঞ হরি লইতে ইচ্ছিল ৷

চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা করিল ব্রাহ্মণী
গায়ত্রী অজ্ঞাত যেন ধরে কালফণী।
যে পুরে সূর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ বয়ে
যে পুরে আসিতে শক্তি সমনের নয়ে।
দেখ হের মতিজন্ন হইল দুরাচার
চুরি করি লইয়া যায় ভিগণী আমার।
এই দোষে তারে আজি মারিব সমূলে
বাতি দিতে নারাখিব পাণ্ডবের কুলে।
তাহাকে মারিব যে হইবে তার বংশে
পৃথিবী খুজিয়া আজি মারিব সবংশে।
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে
ফেলাইয়া দিব লইয়া সমুদ্রের জলে।
ইন্দ্র যম কুবের বরুন পঞ্চানন
কার শক্তি মোর সত্রু হরিবে রক্ষন।

জানি আমি পাণ্ডবেরে অবিশ্বাস জাতি
না জানিয়া করে কৃষ্ণ তাহাসহ প্রীতি।
অন্তঃপুরে দেই তারে রহিবারে স্থল
নহে মোর ওপরে কেন করে মহাবল।
যত স্নেহ করিনু মোহিল তার গুন
ভগ্নী হরি লৈল মুখে দিয়া কালি চুন।
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি
এত বলি বাহির হইল রায় সাজি।
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল
বজ্রহস্তে শোভা যেন করে আখণ্ডল।
কৃষ্ণ ডাক বলি দূত দিল পাঠাইয়া
প্রিয় সখার কর্ম্ম দেখুক আপনে আসিয়া
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশী কহে সাধুজন সদা করে পান।

গদ সাম্ব চারুদৃষ্ণি সাত্যকি সারন
চালাইয়া দিল রথ পবনগমন ॥
না পালাহ পার্থ তাকে যদুগন
শুনিয়া দারুক প্রতি বলয়ে অর্জুন ॥
ফিরাও দারুক রথ তাকে ক্ষত্রিগনে
না দিয়া প্রবোধি তারে যাইব কেমনে ॥
দারুক বলিল পার্থ কহত অদ্ভুত ।
গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত ।
অপ্রমিত পরাক্রম ত্রৈলোক্যে অজয়
দেখ পাছে আইসে যেন সমুদ্রপ্রলয় ॥
ইহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত
সময় বুঝিয়া যুঝি আছে ক্ষত্রিনীত ॥
এ কর্ম্ম করিতে শক্তি নহিবে অর্জুন
পলাইতে যথা চাহ লইব এইক্ষণ ॥

যথা আজ্ঞা কর রথ লইব সত্বর
ইন্দ্রপুরে লইব কিবা ইন্দ্রের নগর।
কুবের বরুণ যম ইন্দ্রের সদন
যথায়ে কহিলে রথ লইব এইক্ষণ।
কেবল না পারি আমি রথ ফিরাইতে
কেমতে করাব যুদ্ধ যাদব সহিতে।
কৃষ্ণপুত্রে প্রহারিবে চড়ি এই রথে
মোর শক্তি নহিবে তুরগ চালাইতে।
পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যাবহার
যুদ্ধহেতু ডাকিতেছে পশ্চাৎ আমার।
নহে ক্ষত্রীধর্ম আমি যাইব ছাড়িয়া
বিশেষে আমার পাছে যাইব তাড়িয়া।
হেন অপযশ মোর ঘুষিবে সংসারে
শৃগালের প্রায় যাব কি কাম শরীরে

কৃষ্ণপুত্র আজুক আপনি কৃষ্ণ আইসে
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেসে।
যুদ্ধহেতু আমারে ডাকিবে ক্ষত্রি হৈয়া
কেহ হওক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া।
নিশ্চয় জানিনু তুমি যদুকুলহিত
নারিবে সারথি কর্ম্ম করিতে উচিত।
বিশ্বাস না যাই তোমা বিশেষে রনস্থলি
ফেলাহ প্রবোধ বাড়ি ছাড় কড়িয়ালি।
চালাইব রথ আমি করিব সমর
এত বলি কাড়ি বাড়ি লইলা সত্বর।
পাশ অস্ত্রেদারুকরে রাখি বন্ধনে
বান্ধিলে রথের স্তম্ভে আপনদক্ষিনে।
একপদে কড়িয়ালি আরপদে বাড়ি
বিনুগুন টঙ্কারিয়া রহিলা বাহুড়ি।

ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে
আজ্ঞা কর আমি চালাই অশ্বগনে।
এইরথে সত্যভামা রুক্মিনীর সঙ্গে
তিনপুর ভ্রমন করিত যথা রঙ্গে।
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়
সারথি হইয়া মুই চালাইয়া হয়।
মোর রথ চালাইতে দেখি দামোদর
বিন্যবিন্য বলিয়ে প্রশংসে বহুতর।
আজ্ঞা কর রথ চালাইব কোনপথে
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি লৈল হাতে।
চালাইয়া দিল সৈন্য বায়ুবেগে চলে
না দেখিতে দিল রথ আদিত্যমণ্ডলে।
তথা হৈতে চালাইয়া দিল হয়বর
রথের চঞ্চলগতি অতি মনোহর।

দৃষ্টমাত্রে যতেক যাদব বীরগন
মূর্চ্ছা হৈয়া রথেতে পড়িল সর্ব্বজন ।
বিদ্যুত বরনী ভদ্রা পার্থ জলবীর
বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর ।
অনেক মারিল সেনা পার্থ ধনুর্দ্ধর
কোটিং রথী পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর ।
রক্তে নদী বহে সব রক্তেতে সাঁতারে
কালরূপে দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে ।
কামদেব স্মারণ বিচারি মনেমন
পাঠাইল দুত রায়ে জানাইতে কারন ।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান ।

সসৈন্যেতে সাজিয়া বহির হইলারায
হেনকালে দুত গিয়া করিল পুনায।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে বার্ত্তা কান্দিতে২
নাহি আর রক্ষা শুন অর্জুনের হাতে।
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে
কখন আকাশে উঠে ক্ষনে পৃথিবীতে
কখন লুকায় মেঘে ক্ষনে শূন্যমাঝে
নর্ত্তক যেমন প্রায় ঘন ফিরে তেজে।
ঘন২ সৈন্যমধ্যে ফনিবত্ত চলে
ঘন প্রদক্ষিন করে যেন বন্দি জালে।
দক্ষিন বামেতে ধায় বায়ুবেগে ছুটে
ক্ষনে২ থাকি সূর্য্যমণ্ডলেতে উঠে।
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সন্মুখে
কোন ঠাঞী থাকে তাহে কেহ নাহি দেখে।

নানা বর্ণে বিনঞ্জয় অস্ত্রগন ফেলে
অগ্নি অস্ত্রে কোথায় পোড়ায় দাবানলে।
কোনখানে বায়ুতে ফেলায় সৈন্যগন
কোথায় ভুজঙ্গ অস্ত্র করে বরিষণ।
কোনখানে জল বৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু
কোনখানে শরজালে না দেখিয়ে ভানু।
সেইসে সভারে মারে কেহ তারে নারে
যতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে।
তার যুদ্ধ দেখিয়ে পাইল চমৎকার
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার।
বলভদ্র বলে দূত কহ সত্যকথা
এমত তুরগরথ পাইল সে কোথা।
দূত বলে যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়
গোবিন্দের রথ বহে সুগ্রীবাদি হয়।

সারথি যে দারুক আছয়ে বসি রথে
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে।
দূতমুখে বলভদ্র শুনি এত কথা
ভূতলে বসিলা হৈয়া হেটমাথা।
অভিমানে রামের নয়নে বহে জল
অঙ্গের কস্তুরিগন্ধ ভাসয়ে সকল।
সর্ব্বাঙ্গে বাহিয়া পড়িছে কালঘাম
যদুগন চাহিয়া বলেন বলরাম।
গোবিন্দ সে করায় আমার অপমান
আপন সারথি দিল অশ্ববর যান।
অর্জুনের কি শক্তি যে হেন কর্ম্ম করে
না বুঝিয়ে দোষ আমি দিয়ে অর্জুনেরে।
আমার সম্মুখে কহে কপট বচন
কোন লাজে দেখাইবে আমারে বদন।

দুর্য্যোধনে ডাকাইনু করিবারে বিভা
অধিবাসহেতু বসিয়াছে দ্বিজসভা।
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম
হেনকালে আইল তথা নবঘনেশ্যাম।
ভূমে পড়ি বলদেবে করিল প্রণাম
নারায়ণে ক্রোধে না চাহেন বলরাম।
গোবিন্দ বলিল প্রভু ক্রোধ মোরে স্বামী
তব পদে কোন অপরাধ কৈনু আমি।
উগ্রসেন বলে তুমি করিলে কুকর্ম্ম
ভদ্রা নিতে পার্থে বল নহে এই ধর্ম্ম।
নিজরথ তুরঙ্গ সারথি দিলে তারে
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে।
গোবিন্দ বলিল ইহা সর্ব্ব লোকে জানে
সেই রথে চড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণে।

কেমতে জানিব যে সুভদ্রা লবে হরি
নরমায়া বুঝিবারে নাই আমি পারি।
ইথে অকারনে প্রভু আমারে আক্রোশ
ভদ্রা যদি বাহে রথ দারুকে কি দোষ।
কহ সত্য পুনঃ দূত দারুকের কথা
কি রূপে দারুক আছে অর্জুনের সেথা।
দূত বলে দারুক আপন বসে নাই
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোসাঞী।
কৃষ্ণ বলে শুন শুন যতেক যাদব
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুভব।
আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান
কাশীরামদেব কহে শুনে পুন্যবান।

পুনরপি কহে দূতকরি জোড় হাত
কি কারণে নিঃশব্দ হইলা জগন্নাথ।
আজ্ঞা দেহ মুই এবে করিয়ে কি কায
বার্ত্তাহেতু পাঠাইল তোমার সমাঝ।
কামদেব মহাবীর যাদবপুরীন
তিন লোকমধ্যে যার অব্যর্থ সন্ধান।
তিল২ গেল কাটা শর ধনুর্গুণ
এক গুটী নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তুন
সাম্ব গদ সারন ঘডেক বীর আর
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার।
কাহার নাহিক ধ্বজা কাহার সারথি।
কাহার নাহিক রথ হৈয়াছে পদাতি।
কাহার নাহিক অস্ত্র কার ধনুর্গুণ
সভারে করিল জয় একক অর্জুন।

পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর
আপনি চলহ কিম্বা দৈবকীকুমার।
মোর বাক্য শুন প্রভু দেখিবে সে চক্ষে
নারিবে অর্জ্জুনেরে কুমারগণ পক্ষে।
স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে
এই এতক্ষণ প্রভু জিয়ে সর্ব্ব জনে।
গোবিন্দ বলিল আমি জানি অর্জ্জুনেরে
যুদ্ধে তারে জিনে হেন নাহকি সংসারে
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি কোন জন।
কি করিবে তাঁহারে এ সব শিশুগণে
যে কহিলে তত্ব পার্থ নাহি মারে প্রাণে
তাহার সহিত দ্বন্দ না হয় ওচিত
অর্জ্জুনত কিছু নাহি করে অবিহিত।

ক্ষত্রিধর্ম্ম আছয়ে শাস্ত্রের গোচরে
বলে লৈয়া বিভা করে প্রসংশিয়ে তারে।
কিন্তু দোষ কোনমতে দিব ধনঞ্জয়
আপন ভগ্নীর কর্ম্ম দেখ মহাশয়।
অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এক্ষন।
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা
এক্ষনে ভাঙ্গিতে পারে তোমার গরিমা।
কিন্তু পার্থ জিয়ন্তে ধরিতে না পারিবে
অনেক করিলে শক্তি প্রানেতে মারিবে।
সুভদ্রা না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন
কহ দেব ইথে হবে কি কর্ম্ম সাধন।
এক্ষনে আমার এই মত মহাশয়
সভাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয়।

প্রিয়ম্বদ একজন যাণ্ডক আপনার
প্রিয়বাক্য ফিরাণ্ডক কুন্তির কুমার ।
এক্ষনে আনাইয়ে দোঁহার করাহ বিবাহ
সংপ্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ ।
সকল মঙ্গল হবে লোকেতে সম্মান
মোর চিত্তে ইহা বিনে নাহি লয় আন।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি হলধর
ক্রোধ সম্বরিয়া তবে করিল ওত্তর ।
আমারে কি আর জিজ্ঞাসহ অকারণ
করহ আপনি তব যাহা লয় মন ।
যাহা চিত্তে করিয়াছ তাহাইত হইবে
তুমি যে কহিবে তাহা কে অন্য করিবে ।
তব বাক্য যদি আমি করিহে হেলন
এ মোর দুঃসহ লজ্জা হবে কি কারণ ।

আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন
আনহ অর্জুনে কহি মধুর বচন।
এত বলি সাত্যকিরে পাঠাইয়া দিল
ততক্ষনে রথে চড়ি সাত্যকি চলিল।
আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান।

তবে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য লইয়া
যাদব সৈন্যের মধ্যে ওত্তরিল গিয়া।
শুনি সুভদ্রাকে পার্থ হরিয়া লইল
মহাক্রোধে মহাবীর কাঁপিতে লাগিল।
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম পুত্রের পাণ্ডুর।

যে কন্যানিমিত্ত রাম আমারে আনিল
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম তাহারে হরিল।
মোর দোষাদোষ সব জ্ঞাত হইলে সর্ব্বে
এক্ষনে মারিব দেখ কে রাখে পাণ্ডবে।
কর্ন বলে মহারাজ বসি দেখ তুমি
আজ্ঞা পালে অর্জ্জুনে বান্ধিয়ে আনি আমি।
শুনি আজ্ঞা দিল তারে গান্ধারীনন্দন
শীঘ্র ধায় কর্ন বীর লোহিতলোচন।
বৃকোদর বলে কোথা যাসি সূতসুত
অর্জ্জুনে ধরিতে যাসি শুনিতে অদ্ভুত।
অরে মূর্খ দুরাচার এত গর্ব্ব তোর
এমত প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে মোর।
মোর হাতে তোর যবে রহিবে জীবন
তখন পার্থসহ তুমি করিবেক রন।

এত বলি লাফ দিয়া পড়িল ধরণী
গদা ফিরাইয়া যায় যেন দণ্ডপানি।
বিদুর বলিল তাত শুন দুর্য্যোধন
পার্থসহ দ্বন্দে কি তোমার প্রয়োজন।
বরন করিয়ে তোমায় আনিল যেই জন
তার ঠাঁই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ।
সে যদ্রূপ কহিবে করিবে সেই মত
পার্থসহ কলহ তোমার অযথাথ।
ভীষ্ম দ্রোন বলিল এই সুবিচার
যে আনিল তার ঠাঁই উচিত যাবার।
অনেক কহিয়া দ্বন্দ কৈল নিবারণ
দ্বারাবতী চলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
হেন কালে উপস্থিত হইল সাত্যকি
মধুর কমল ভাষে পার্থে বলে ডাকি।

ক্রোধি ত্যজ ধনঞ্জয় কিহেতু আক্রোশ
না জানিয়া শিশু সব কৈল নানা দোষ ৷
তোমার সহিত দ্বন্দ কৈল না জানিয়া
রাম কৃষ্ণ বহু মন্দ বৈল তা শুনিয়া ৷
তেকারনে শীঘ্রগতি পাঠাইল মোরে
প্রবোধিয়া তোমারে বাহুড়ি লইবারে ৷
একত্রে আছয়ে সর্ব্ব যাদবের সভা
ওত্তম করিয়া তোমার করাইব বিভা ৷
সাত্যকির এতেক বিনয় বাক্য শুনি
ত্যজিল সংগ্রাম শান্ত হইল ফালগুনি ৷
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল ৷
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি
সবিনয়ে কহিতে লাগিল মহাবলী ৷

যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন
যত কৈলাম অপরাধি ক্ষম মতিমান।
দারুক কহিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম
বন্ধন এ নহে মোর রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম।
ইথিমধ্যে যদি মোর না হত বন্ধন
কোন লাজে রামে আমি দেখাব বদন।
এইমত লহ মোরে তাঁহার সাক্ষাতে
নহিলে রামের মোরে ক্রোধ হইবে চিত্তে।
অর্জুন বলিল ইহা না হয় উচিত
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হইবে ক্রুদ্ধচিত।
রাম চিত্তে করিবেন কপট বন্ধন
এত বলি মুক্ত করি দিল ততক্ষণ।
তবে যত যদুগণ আনন্দিত হইয়া
লইল অর্জুনবীরে আদর করিয়া।

ভীষ্ম দ্রোন কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি
ভুরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লিক প্রভৃতি।
সর্ব্বসৈন্য লয়ে ভীম অর্জুনের আগে
পশ্চাত যাদব কাম আদি বীরভাগে।
আগুসরি লইলেন দেব নারায়ন
হুলাহুলি দিয়া লইল যতেক স্ত্রীগন।
রত্নময় আসনে দোঁহারে বসাইল
বিবিধ প্রকারেতে দোঁহার বিভা দিল।
হাতে ধরি বসুদেব দিল ভদ্রা দান
যতেক যৌতুক দিলে না হয় বাখান।
পুন্যকথা ভারতের শুনে পুন্যবান
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান।
সুভদ্রাহরন কথা শুনে যেই জন
মনের বাঞ্ছিত লভে ব্যাসের বচন।

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার
অবহেলে শুনে যান সকল সংসার।

তবে কতদিনে তথা পার্থ নারায়ন
নিদাঘ কালেতে গেল ক্রীড়ার কারণ।
যমুনার জলে দোঁহে করয়ে বেহার
রুক্মিনী সুভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার।
যমুনার কুলে কৈল উত্তম আলয়
ভক্ষ্য ভোজ্য আনিল অনেক দ্রব্যচয়।
ক্রীড়ান্তেতে দুইজনে বসিল আসনে
হেনকালে বিপ্রবেশ আইল হুতাশনে।
মাথায় ত্রিজটা ধীরে পিঙ্গল নয়ন
তপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ।

কৃষ্ণার্জুন অগ্রেতে দাণ্ডালে হুতাশন
দোঁহারে আশিষ করি বলয়ে বচন।
যদুকুল শ্রেষ্ঠ তুমি কুরুকুল সার
ত্রিভুবনে নাহি দেখি সম্মান দোঁহার।
এ হেতু আসিয়াছি আমি দারিদ্র ব্রাহ্মন
দুইজন মেলি মোরে করাহ ভোজন।
হাসিয়া অর্জুন কহে কহ দ্বিজবর
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হবে কলেবর।
ভক্ষ্যহেতু এত চাটূ বল কি কারন
যে কিছু মাগিহ ভক্ষ্য দিব এইক্ষন।
আশ্বাস পাইয়া বৈল অগ্নি মহাশয়
আমি অগ্নি বলি দিল নিজপরিচয়।
ব্যাধিযুক্ত বহু কাল আমার শরীর
নিরোধি করহ মোরে পার্থ ধনুবীর।

খাণ্ডব বনেতে সর্ব্বজীবের আলয়
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ ধনঞ্জয়।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ পশু পক্ষিগণ
যতেক আছয়ে তাহে করাহ ভোজন।
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়
কহ মুনিরাজ মোর খণ্ডহ বিস্ময়।
কিহেতু হইল ব্যাধি দেব হুতাশন
কিসের কারণ চাহে খাণ্ডবদাহন।
মুনি বলে শুন রাজা পূর্ব্বের কাহিনী
সত্যযুগে আছিল শ্বেতকি নৃপমণি।
যজ্ঞ বিনা অন্য কর্ম্ম না জানে রাজন
নিরন্তর যজ্ঞ করে লইয়া ব্রাহ্মণ।
বহু কাল যজ্ঞ রাজা করে হেনমতে
দ্বিজগণ কষ্ট আর নারিল সহিতে।

যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন
বিনয় করিয়ে রাজা বলয়ে বচন।
পতিত নহিক আমি নহি কোন দোষী
কোন হেতু মোর যজ্ঞ না কর মহর্ষি।
দ্বিজগণ বলে তোরে না দুষী রাজন
শক্তি নই মো সভার যজ্ঞের কারণ।
অপুমিত যজ্ঞ তোর নাহি হয় শেষ
সহিতে না পারি আর অগ্নিতাপ ক্লেশ।
নয়ন নীরস হইল লোমহীন অঙ্গ
শরীর নীরক্ত হইল সদা অগ্নিসঙ্গ।
দ্বিজগণ বচন শুনিয়ে নরপতি
সবিনয় বহু স্তুতি কৈল নরপতি।
দ্বিজগণ কৈল রাজা বল অকারণ
তোর যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।

ত্রিদশ ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন
তাহা বিনে যজ্ঞ করে নাহিক এমন।
দ্বিজগণ বোলে রাজা তপ আরম্ভিল
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল।
তুষ্ট হইয়া বৈল শিব রাজা মাগ বর
রাজা বৈল কৃপা যদি কৈলা মহেশ্বর।
মোর যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন।
হাঁসিয়া বলেন শিব শুন মহারাজ
মোর কর্ম্ম নহে যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কায।
যজ্ঞফল যাহা চাহ মাগহ রাজন
শুনিয়া নৃপতি বৈল বিনয় বচন।
না করিয়া যজ্ঞ ফল নহে সুশোভন
যজ্ঞের উপায় মোরে কহ ত্রিলোচন।

মহেশ কহিল তোর যজ্ঞে এত মন
মোর অংশে আছে এক দুর্বসা ব্রাহ্মণ।
তাহারে লইয়া যজ্ঞ কর নরবর
যজ্ঞের সামিগ্রী গিয়া করহ সত্বর
দুর্বসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধান
যেন মতে রক্ষা পায় দুর্বসার মান।
শিব আজ্ঞা পাইয়া রাজা গেল নিজঘর
যজ্ঞের সামিগ্রী কৈল দ্বাদশ বৎসর।
সংপূর্ণ সামিগ্রী করি জানাইল হরে
মহেশ করিল আজ্ঞা দূর্বসা মুনিবরে।
শিবের আজ্ঞায় চিত্তে ক্রোধি তপোধিন
কিছু কিছু পাইয়া আজি নাশিব রাজন।

এত গর্ব্ব হইল সেই শ্বেতকি রাজন
যজ্ঞহেতু করি মোরে করে আহরণ।
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডবীর।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহাতপোধিন
যখন যে মাগে মুনি যোগায় রাজন।
সান্তনুর যজ্ঞ কর্ম্ম অতুল সংসারে
দুর্ব্বসা হুতয়ে হবি মুষলের ধারে।
দ্বাদশ বৎবর যজ্ঞ কৈল অবিরাম
তিন লোকে চমৎকার যজ্ঞ অনুপম।
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল
ব্যাধিযুক্ত হইল অগ্নি হইল দুর্ব্বল।
আকুল হইয়া অগ্নি গেল ব্রহ্মস্থান
ব্রহ্মারে আপনদুঃখ কৈল নিবেদন।

হাসিয়া বলেন লোভে এত দুঃখ পাইলে
বহু হবি খাইয়ে তুমি ব্যাধিযুক্ত হৈলে।
ইহার মহৌষধি আছে শুন হুতাশন
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগন।
সেই বন দগ্ধ যদি পার করিবারে
তবেত নির্ব্যাধি হবে তোর কলেবরে।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি উপদেশ পাইয়া
অতিশীঘ্র লাগিল খাণ্ডব বনে গিয়া।
খাণ্ডবে আছিল বহু জীবের আলয়
অনল দেখিয়া সবে হইল বিস্ময়।
কোটিং মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী
শুণ্ডে করি জল আনি নিবারয়ে অগ্নি।
বড়ং সর্প সব মহাভয়ঙ্কর
লক্ষ শত সপ্ত অষ্ট দশ ফণাধর।

মুখেতে করিয়া জল নিবারে অনল
যে যত আছে জীব যার যত বল।
নিবর্ত্ত হইল অগ্নি নারিল দহিতে
বহুবার ওপায় করিল হেন মতে।
খাণ্ডব দহিতে শক্ত নহে হুতাশন
ক্রোধি চিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন।
বিনয় করিয়া বহু বৈল বিরিঞ্চিরে
না হৈল আমার শক্তি বন দহিবারে।
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিহ্নিল প্রজাপতি
নাকর হে ভয় অগ্নি স্থির কর মতি।
ব্রহ্মা বৈল এক্ষনে আর না দেখি ওপায়
স্থির হইয়া থাক তুমি কত কাল যায়।
ইহার ওপায় এক কহি হে তোমায়
সাবধান হয়ে শুন ইহার ওপায়।

নরনারায়ণ হবে জন্ম মহীতলে
খাণ্ডব দহিবে দোঁহে সহায় হইলে।
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি ধৈর্য্য করি মন
বহু কাল রোগযুক্ত রহিল হুতাশন।
দ্বাপরের শেষে হইল দোঁহে অবতার
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার।
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন
অতিশীঘ্র গেল যথা নরনারায়ন।
অগ্নির বচনে পার্থ কৈল অঙ্গীকার
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার।
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর
বনের রক্ষক সদা দেব পুরন্দর।
অর্জুন বলিল দেব নাহি মোর ভয়
বহু ইন্দ্র আসে তবু করিব বিজয়।

মোর যোগ্য ধনুর্ব্বান নাহি হুতাশন
ইন্দ্রসহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগন।
অবশ্য বিরোধি হবে দেবরাজসঙ্গি
তার যুদ্ধ যোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গি।
ইন্দ্র দেবরাজ সহ বিরোধি হইবে
ত্রিজগতলোক তার সহায় হইবে।
সাহায্য করিতে হইল নাহি অস্ত্রগন
বিনা ওপায় কার্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন।
আপনি চিন্তহ তুমি ইহার ওপায়
খাণ্ডব দহিতে আমি হইব সহায়।
এত শুনি ধ্যান করি চিন্তে হুতাশন
সখা বরুনেরে তবে করিল স্মরন।
অগ্নির স্মরনে আল দেব জলেশ্বর
বরুনে দেখিয়া নিবেদিল বৈশ্যানর।

এমত সময় সখা কর উপকার
চন্দ্রদত্ত রথ আছে আলয় তোমার।
অক্ষয় যুগল তুন গাণ্ডিব ধনুক
এ সকল দিলে মোর খণ্ডে সব দুঃখ।
শুনিয়া বরুন আনি দিল শীঘ্রগতি
আপনার পাশ অস্ত্র দিল জলপতি।
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডিব মহাধনু
কপিধ্বজ রথজ্যোতি জিনি চন্দ্র ভানু।
শুক্লবর্ণ চারি অশ্ব রথে নিযোজন
কৌমোদকী গদা দিল চক্র সুদর্শন।
এই দুই অস্ত্র দিব্য অতুল সংসারে
তোমা বিনা অন্য জনে শোভা নাহি করে।
দোঁহে রথে আরোহন কৈল নিজসাজে
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজে পার্থ কপিধ্বজে।

শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার
লাগিল অনল ওঠে পর্ব্বত আকার ॥
দুইভিতে বনের রহিল দুইজান
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন শুনি ঘড়ঘড়ি
নানা বিধি বৃক্ষ পোড়ে শুনি চড়চড়ি ॥
নানা জাতি পশু পোড়ে নানা পক্ষিগন
নানা জাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগন ॥
প্রানরাগে কোন জন পলাইয়া যায়
অস্ত্রে কাটি দুইজন অগ্নিতে ফেলায় ॥
সিংহনাদ করি বলবন্ত কোন জন
গর্জ্জিয়া বাহির হইল করিবারে রন ॥
কৃষ্ণার্জুন বানে কাটি ফেলে ততক্ষন
হরষিতে হুতাশন করয়ে ভক্ষন ।

যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর
অনেকপ্রকার জীব অরন্যভিতর।
ভার্য্যা পুত্রসহ কেহ করে আলিঙ্গন
আকুল হইয়ে কেহ করয়ে রোদন।
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নিতেজে।
জলেতে পুড়িয়ে মরে মকরী কচ্ছপ
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব।
সিংহ ব্যাঘ্র ভালুক বরাহ মৃগগন
মহিষ শার্দ্দুল গণ্ডার না যায় লিখন।
অসংখ্য কুঞ্জর পোড়ে দীর্ঘং দন্ত
জম্বুক শশক নকুল নাহি অন্ত।
নানা জাতি নাগ পোড়ে গর্জিয়ে আগুনে
শত শঙ্খ দশুম্না বিরে কোনজলে।

পর্ব্বত আকার অগ্নি গমন পবন
নানা বনে পুড়িয়া মরয়ে পক্ষিগন।
আকাশে ওড়য়ে কেহ পবনের তেজে
অর্জুন কাটিয়ে বানে ফেলে অগ্নিমাঝে।
আকুল যতেক জীব করে কলরব
মহাশব্দ হইল যেন ওথলে অর্নব।
পর্ব্বত আকার অগ্নি ওঠিল আকাশে
স্বর্গবাসী দেবগন পলায় তরাসে।
ভয়েতে লইল সর্ব্বে ইন্দ্রের শরন
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডবদাহন।
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন
অগ্নির সহায় হইল নর দুইজন।
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ
যুঝিবারে চলে লয়ে দেবের সমাজ।

আদিপর্ব্ব ব্যাসোক্ত খাণ্ডবদাহনে
পয়ারপ্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভনে।

অতিক্রোধে পুরন্দর চড়ে ঐরাবতোপর
বজ্রকরে ছত্র শোভে শিরে
কোপেতে সহস্র আঁখি লোহিতবরণ দেখি
আজ্ঞা দিল যত সহচরে।
যত আছ দেবগণ লয়ে নিজপ্রহরণ
আইসহ আমার পশ্চাতে
শুনিবারে উপহাস তিলেক না করে ত্রাস
মোর বন পোড়ায় কোনমতে।
সহায় জনের সহ বিনাশিব হব্যবাহ
এত বলি চলে বজ্রপানি
সহ পরিবার যত উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত
চারি মেঘ চৌষট্টি মেঘিনী।

মহারূঢ়ে মহাপতি চলিলহীনের পতি
ভয়ঙ্কর গদা করি করে
মহিষে মৃত্যুর নাথ লোকান্তক দণ্ডহাত
চলিল সহিত সহচরে ।
নিজং জনারোহ চলিল যতেক গ্রহ
অষ্ট বসু অশ্বিনীকুমার
পবন ধনুক ধরি মৃগে আরোহন করি
ইন্দ্রসহ কৈল আগুসার ।
চড়িয়া মকরধ্বজে চলিল দেবের রাজে
পাশঅস্ত্র শোভে সব্যকরে
শিখিপৃষ্ঠে আরোহন শক্তি করে ষড়ানন
চলিল খাণ্ডব রাখিবারে ।
এইমত গুটিগুটি দেবতা তেত্রিশ কোটি
এল বন রক্ষার কারনে

আইল গরুড়পক্ষী সঙ্গে পক্ষী লক্ষীলক্ষী

রক্ষাহেতু নিজজাতিগনে।

চিত্তে বহু অনুরাগ আইল অনন্তনাগ

কোটিং ভুজঙ্গ সংহতি

আইল তক্ষকের সেনা ধরে শতশত ফনা

বিষবৃষ্টি পুর্ন কৈল ক্ষিতি।

যক্ষ রক্ষ ভুত দানা সহ নিজনিজ সেনা

নানা অস্ত্র শিলা শূল লয়ে

এযত লিখিব কত ত্রিভুবনে আছে যত

রহে সবে আকাশ যুড়িয়ে।

তবে দেব পুরন্দরে আজ্ঞাদিল জলধরে

বৃষ্টি করি নিবার অনল

আজ্ঞামাত্র অতিবেগে সম্বর্ত্তাদি চারিমেঘে

মুষল ধারায় ফেলে জল।

প্রলয় কালের বৃষ্টি যেন মজাইতে সৃষ্টি
শিলা জলে ছাইল আকাশ
মহাঘোর ডাক ছাড়ে ঝনঝনা ঘন পড়ে
তিনলোকে লাগিল তরাস।
দেখি পার্থ মহাবল না পড়িতে বৃষ্টিজল
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে
শূন্যে অস্ত্র ওঠে রোষে শোষকে সলিল শোষে
বায়ব্যে সকল মেঘ ওড়ে।
মেঘ হৈল পরাজয় অতিক্রোধে হরিহয়
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনে
জানি নরনারায়নে বজ্র না চলিল রনে
বাহুড়ি আইল ইন্দ্রস্থানে।
তবে ক্রোধে দেবরাজ অস্ত্র ব্যর্থ পায় লাজ
ওপাড়িয়া আনিল মন্দার

হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে যেন স্বর্গ ছিঁড়ে পড়ে
আইসে মন্দার গিরিবর।
ইন্দ্রপুত্র দিব্য শিক্ষা ভরদ্বাজপুত্র দিক্ষা
অজয় গাণ্ডিব ধীরে ধনুঃ
শীঘ্র হস্তে ধীরে বান গিরি করে খানং
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্র রেনু।
পর্বত ফেলিল ভেদি চমকিত জম্ভুভেদী
নানা অস্ত্র করে বরিষন
অনেক করিছে রন নিবারিতে হুতাশন
কে করিবে তাহার গনন।
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল
পরশু মুদ্গর শেল শূল
চক্রবান জাঠা জাঠি নানা অস্ত্র কোটিকোটি
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল।

তরল সরল সাঙ্গী কৃপাল বেনব টাঙ্কি
পঞ্চিশ ভাবুষ ভল্ল শেল
শুচিমুখ শিলীমুখ মনোভেদী কপালিক
তুলয়ার মাস্থাঙ্গি মহাশেল।
যেন বৃষ্টি ঘোরঘনে ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগনে
সকল নিবারে ধনঞ্জয়
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে যেন ভস্ম হয়ে ওড়ে
ক্ষনমাত্রে কৈল সব ক্ষয়।
অগ্নি রাখে নারায়ন পার্থ করে মহারন
সুরাসুর সভারে নিবারে
অর্জুনের দেখি তেজ বিস্ময় অমররাজ
সুরাসুর আগু নহে ডরে।
দেখি দেব ভঙ্গিয়ান ক্রোধে হইল আগুয়ান
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর

বজ্রময় দন্ত নখে   চলিল বিস্তার মুখে
   গিলিবারে পার্থের শরীর ।
আকাশে গরুড় পাক্ষী   আইসে তখন দেখি
   দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয় ।
বুহ্মশির নামে বান   পূর্ব্বে কৈল গুরু দান
   সকল হইল অগ্নিময় ।
গর্জ্জে বুহ্মশির অস্ত্র   গরুড় হইল ব্যস্ত
   পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম
নিজ পরিবার সঙ্গে   গরুড় হইল ভঙ্গে
   ক্রোধে ধায় যত ভুজঙ্গম ।
বিস্তারি সহস্র ফণা   শ্বাস বহে সমীরণা
   গর্জ্জনে শ্রবনে লাগে তালা

রক্তাদি সহস্র দংশ বদনে ওগারে বিষ
জিহ্বা যেন ঘোর মেঘমালা।
ফালগুনি জানিল ফনী গাণ্ডিব ধনুক টানি
পিপিলিকা নামে বান এড়ে
নানা বর্ন নানা রূপে পিপিলিকা এক চাপে
সকল ভুজঙ্গে গিয়া বেড়ে।
শিখী নামে দিব্য শর এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর
লক্ষ২ হইল ময়ুর
উড়িয়া আকাশমার্গে খণ্ড২ করি নাগে
রক্তমাংস বরিষে প্রচুর।
নারিল সহিতে রন পাছু হইল ফনিগন
আগু হইল যক্ষের ঈশ্বর
কোটি২ যক্ষ সাতে ভয়ঙ্কর গদা হাতে
টঙ্কারিয়া লইল ধনুঃশর।

ঘন সিংহনাদ ছাড়ে নানা বর্ণে অস্ত্র এড়ে
মুহূর্ত্তেকে কৈল অন্ধকার
না দেখি দিবসপতি যেন অমাবস্যারাতি
শরজালে ঢাকিল সংসার।
যে অস্ত্রে যে অস্ত্র বারে যথোচিত পার্থ মারে
দৃষ্টমাত্র করিল সংহার
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কোপে দশনে অধর চাপে
গদা লয়ে বীর বীরেশ্বর।
পার্থ এড়ে বজ্রশর বাজিল হৃদয়োপর
খসিয়া পড়িল গদাবর
চিন্তিয়ে আপনমনে বিমুখ হইল রণে
রণ ত্যজি চলিল সত্বর।
সংগ্রামে পাইয়া লাজ ডাকিল যক্ষরাজ
নিজপরিবারের সংহতি

এমতে বীর অর্জ্জুন যুদ্ধে জিনি সর্ব্ব জন
দেবতার করিল দুর্গতি।
এইমত ক্রমেং অন্যন্য যমে
সর্ব্বে আসি করিল সংগ্রাম
সত্য আদি চারি যুগে না হইল না হইবে
সুর নরে যুদ্ধ অনুপম।
যুদ্ধে হইল পরিশ্রম চূর্ণ হইল পরাক্রম
যক্ষগন হইল বিমুখ
বহু জাতিগন বধে আইল পরম ক্রোধে
নির্ব্বান করিতে হুতভুক।
রাক্ষস দানব দানা প্রেত ভুত অগননা
অপ্সরী কিন্ন ী বিদ্যাধির
যুগেতে উলকা জ্বলে মহারোল কোলাহলে
পিশাচের সৈন্য ভয়ঙ্কর।

বিবিধ আয়ুধ ধরে ভয়ঙ্কর গদা করে
কেহ লয়ে পর্ব্বত পাশান
মার২ করি ডাকে বৃক্ষ ধরি লাফে২
ধায় কেহ বিস্তার বয়ান।
দেখি দানবের সৈন্য বাজাইয়া পাঞ্চজন্য
সুদর্শন এড়ে দনুজারি
তেজে চক্ষু শতদণ্ড ক্ষণমাত্রে লণ্ড ভণ্ড
করিল দানবগন মারি।
রাক্ষস পিশাচচয় রণে কাটি ধনঞ্জয়
কৈল বীর অগ্নির তর্পণ
লিখিবারে পারি কত সংগ্রামে মরিল যত
ভঙ্গ দিল ছিল যত জন।
এইমত পুনঃ২ সুরাসুর নাগগন
সংগ্রাম করিল অবিরাম

হেন কালে বনমাঝে তক্ষক পন্নগরাজে
তার সুত অশ্বসেন নাম।
সখা করি হরিহয় খাণ্ডবে তক্ষকালয়
সহপরিবারে ফনিগন
গৃহে রাখি ভার্য্যা পুত্রে গিয়াছিল কুরুক্ষেত্রে
সেই কালে রুদ্রের নন্দন।
আচম্বিতে বন দহে বেড়িলেক হব্যবাহে
মাতা পুত্রে গনিল প্রমাদ
উপায় না দেখি কিছু কোলেতে করিয়া শিশু
ফনিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ।
অনলে নাহিক ত্রান নাহি রক্ষা পাবে প্রান
অগ্নিতে ফেলাবে শর হানি
হৃদয়ে ভাবিয়ে দুঃখ চাহিয়া পুত্রের মুখ
কান্দো কহে তক্ষকগৃহিনী।

উপায় না দেখি আর খাণ্ডবাগ্নি হইতে পার
 শুন পুত্র আমার বচন
প্রবেশহ মোর পেটে যদি না আমারে কাটে
 তুমি যাহ লইয়া জীবন।
মাতার বচনে তবে প্রবেশ করিল গর্ভে
 বায়ুভরে উড়িল নাগিনী
অন্তরীক্ষে যায় উড়ি পার্থের সম্মুখে পড়ি
 দুইঅস্ত্র এড়িল ফালগুনি।
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড পুচ্ছ কাটি তিনখণ্ড
 নাগিনী পড়িল ভূমিতলে
অশ্বসেন উড়ি যায় পার্থ না দেখিতে পায়
 ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে।
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ পুনঃ ইন্দ্রসহ যুদ্ধ
 শরজালে ছাইল মেদিনি

ইন্দ্রার্জুনে মহারন চমকিত ত্রিভুবন
আচম্বিতে হৈল শূন্যবানী।
না কর না কর দ্বন্দ কেন হৈলে মতিবন্দ
সমর সম্বর দেবরাজ
এই নরনারায়নে সংগ্রাম করিয়ে জিনে
নাহি হেন বৃহ্মাণ্ড মমাঝ।
কুল পরিশ্রম হেতু যুদ্ধ কর শতক্রতু
অপমান পরিশ্রম সার
যেই হেতু চিন্তা আছে কুরুক্ষেত্রে আগু গেছে
তব সখা কশ্যপ কুমার।
শূন্যবানী শুনি ইন্দ্র সহ যত সুরবৃন্দ
নিবর্ত্ত হইল রন হৈতে
স্বর্গে গেল সুরপতি নাগগন ভোগবতী
যথাস্থানে গেল আর যতে।

নিষ্কন্টকে হুতাশন দহয়ে খাণ্ডব বন
নানা বর্নে পশুগন পোড়ে
ভক্ষ্য ভক্ষক এক ঠাই কেহ কারে চাহে নাই
ভয়ে বিপরিত ডাক ছাড়ে ।
কুঞ্জর কেশরিকোলে মৃগ ব্যাঘ্র একস্থলে
মুষিক মার্জ্জার সহ বৈসে
একত্র সংযুক্ত নাগে সন্ধান না চায় কাকে
দৃষ্টি ঘন্টা সার্দুল মহিষে ।
প্রলয় অনলতাপে বুলে২ লাফেলাফে
ওঠে বড় বৃক্ষের ওপরে
ভালুক নকুল যত শিবাগন যুথযুথ
প্রবেশয়ে বিবর ভিতরে ।
জলেতে যতেক বৈসে অগ্নিরসলিলে নৈশে
খেচর আকাশে উড়ি যায়

কোথাও নাহিক রক্ষণ অগ্নি করে সবর্ব ভক্ষণ
কৃষ্ণার্জুন ফাটিয়ে ফেলায়।
হেনকালে ময় নামে আছিল তক্ষকধামে
নমুচিদানব সহোদর
ভয়ে পলাইয়ে যায় পাছে দেখি অগ্নি ধায়
যেই ভিতে দেব দামোদর।
দানবে দেখিয়ে হরি দেবতাগণের অরি
সুদর্শন নামে অস্ত্র এড়ে
পাছে ধায় হুতাশন মহাচক্র সুদর্শন
দানব ঈশ্বরে গিয়া বেড়ে।
কাতরে ডাকয়ে ময় রক্ষা কর ধনঞ্জয়
ত্রৈলোক্যবিজয়ী কুন্তিসুত
বেড়িলেক মহাচক্র ক্ষুদ্র মীনে যেন নক্র
পাছে অগ্নি যেন যমদূত।

শব্দ শুনি ধনঞ্জয় ডাকি বলে নাহি ভয়
ভীত হইয়া ডাক কোনজন
অর্জুন অভয় দিল সুদর্শন বাহুড়িল
অভয় দিলেন হুতাশন।
দানব পাইল রক্ষা বন দহে সপ্তশিখা
সকল করিল ভস্মময়
মনোভিষ্ট করি ভোগ খণ্ডিল অগ্নির রোগ
সঙ্কল্পে তরিল ধনঞ্জয়।
বিস্তার খাণ্ডববন নানা বর্ণে বৃক্ষগণ
নানা জাতি আছিল ঔষধি
পশু পক্ষী নাগ যত লিখন করিব কত
রাক্ষস দানব যক্ষ আদি।
যতেক খাণ্ডববাসী পুড়ি হৈল ভস্মরাশি
কেবল রহিল ছয়জন

আদিপর্ব্ব ব্যাসকৃত পাঁচালি প্রবন্ধে গীত
কাশীদাস দেব বিরচিত।

জন্মেজয় বৈল মুনি কর অবধান
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন ছয়জন।
দানব ভুজঙ্গের কথা প্রত্যক্ষে শুনিল
আর চারিজন সেই কেবা রক্ষা পাইল।
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন
অশ্বপাল নামে এক ছিল তপোধন।
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাবীর
তপ করি সদাকাল ত্যজিল শরীর।
তপঃক্লেশ ফলে রাজা গেল স্বর্গবাস
স্বর্গে বসি সর্ব্বসুখে করিল নিবাস।

আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী
স্বর্গেতে থাকিয়া রাজা চিত্তে বড় দুঃখী ।
দুঃখচিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুন্যজনে
স্বর্গে মোর দুঃখ দূর নহে কি কারনে ।
কোন কর্ম্ম আমি না করিলাম ক্ষিতিতলে
কিহেতু স্বর্গেতে মোর সুখ নাহি মিলে ।
দেবগন বৈল পুন্যভূমি ভূমণ্ডল
সেথা যাহা করি স্বর্গে ভুঞ্জে সেইফল ।
পৃথিবীতে জন্মে তুমি বহুকর্ম্ম কৈলে
পুত্রবিহীন হইলে পুত্র না জন্মিলে ।
পৃথীবিতে পুত্রোৎপত্তি যে জন না করে
পুন্যনাশে অন্তে যায় নরকভিতরে ।
বহু পুন্যকর্ম্ম কৈলে নাহি ইথে আন
নরকে প্রবেশে যদি নহে পুত্রবান ।

স্বর্গবাসে দুঃখ তুমি পাও সেকারন
অন্যোপায় নাহি ইথে শুন তপোধিন ।
এত শুনি অশ্বপাল চিন্তিত অন্তরে
স্বর্গবাসে দুঃখ যোর না শোভে শরীরে।
পুনঃ গিয়া জন্ম হৈব পৃথিবীভিতরে
পুত্র জন্মাইয়া পুনঃ আসিব এথারে ।
অতিশীঘ্র পুত্র হৈবে হৈলে কোন যোনি
পক্ষিযোনি হৈব বলি চিন্তে নৃপমনি ।
ততক্ষন দেবদেহ ত্যজি নরবর
পক্ষিযোনি হৈল জন্ম সংসারভিতর ।
হইল সারঙ্গ পক্ষী খাণ্ডব কাননে
সারঙ্গিনী ভার্য্যা করিয়াছে কতদিনে ।
কতদিনে খাণ্ডবেতে লাগিল অগিনি
স্থানেতে আছিল অশ্বপাল নৃপমনি ।

চারি গুটি বালা শিশু পক্ষ নাই ওঠে
হেন কালে অগ্নিমধ্যে ঠেকিল শঙ্কটে।
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখে উপায়
পুত্ররাক্ষা হেতু মুনি ধ্যানেতে বেয়ায়।
সংকল্প করিল আজি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবে
এক জীব না বাচিবে অগ্নিতে খাণ্ডবে।
অগ্নি যদি রক্ষে তবে জীবে পুত্রগণ
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্মরণ।
তুমি ধাতা তুমি ইন্দ্র তুমি বৃহস্পতি
সকল দেবের মুখ সর্ব্বদেবে স্থিতি।
চরাচর যত দেখি তোমাতে বিহিত
হব্য কব্য যত কিছু ত্রিভুবনব্যাপিত।
তুমি ক্রোধ হইলে কার নাহিক নিস্তার
তিলমাত্রে ভস্ম কর সকল সংসার।

ব্রাহ্মণের ইষ্ট মোরে হও কৃপাবান
চারি গুটি পুত্রে মোর দেহ প্রান দান ।
দ্বিজস্তুতি বলে অগ্নি দিলেন অভয়
শুনি অশ্বপাল হইল আনন্দ হৃদয় ।
খাণ্ডবে লাগিল অগ্নি মহাভয়ঙ্কর
পুত্রসহ সারঙ্গিনী চিন্তিত অন্তর ।
বালক অজাতপক্ষ এই চারিজন
উপায় করিয়ে পুত্র করিব রক্ষন ।
সকরুনে বৈল তবে চারি পুত্রগনে
এই গর্তে প্রবেশ করহ এইক্ষনে ।
প্রচণ্ড অনল আল্য পর্ব্বত আকার
আর কোন উপায়েতে নাহিক নিস্তার ।
মোর শক্তি নাই লয়ে যাতে চারি জনে
এথা থাকি অন্য স্থানে করহ গমনে ।

অশক্ত অজাতপক্ষ তোমরা চারি জন
গর্ত্তমধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন।
শিশু বলে প্রবেশিব গর্ত্তেতে কেমনে
গর্ত্তমধ্যে মূষা আছে বিকট বদনে।
সারঙ্গিনী বৈল মূষায় লইল সন্ধানে
ক্ষনমাত্র হৈল লৈল ঘোর বিদ্যমানে।
পুত্রগন বৈল গর্ত্তে বড়ই সংশয়
একে অন্ধকার ঘোর মূষা সর্পভয়।
অসদৃশ স্থানে যাতে মন নাহি সরে
কর্ম্মেতে আছয়ে যাহা কে খণ্ডিতে পারে।
বাহিরে থাকিলে যদি পুড়িহ অনলে
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হব অনলে পুড়িলে।

কর্ম্মানুসারে ফল করিব ভোজন
তুমি অন্যস্থানে যাহ লইয়া জীবন।
অনেক মুনির বাক্যে সারঙ্গিনী বৈল
তথাপিহ চারিশিশু গর্ত্তে নাহি গেল।
সর্ব্ব শিশু বৈল মাতা কেন দ্বন্দ কর
তোমার আমার মাতা সম্বন্ধ কিসের।
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাবে জীবন
আপনি থাকিলে কত পাইবে নন্দন।
নিজশক্তি থাকিতে মরহ কেন পুড়ি
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাহ উড়ি।
অনল হইতে যদি পাই প্রতিকার
তোমার সহিত দেখা হৈবে পুনর্ব্বার॥
পুত্রের বচনে উড়ি গেল সারঙ্গিনী
কানন দহিয়া তবে আইল অগিনি।

প্রচণ্ড অনল তাহে মহাবায়ু বহে
পর্ব্বত আকার জীব জন্তুগণ দহে।
দেখিয়া কাতর চারি মুনির নন্দন
অগ্নি প্রতি যোড়করে করে নিবেদন
আকুল হইয়া চারিজনে করে স্তুতি
তুমি দেব লোকপাল সর্ব্ব লোকে গতি।
বালক অজাতপক্ষ মোরা চারিজন
উপায় না দেখি কিছু রাখিতে জীবন।
শঙ্কটে ছাড়িয়া গেল মোদের তাত মাত
তুমি কৃপা কর প্রভু দেখিয়ে অনাথ।
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারিজন
তুষ্ট হইয়া বৈল তারে দেব হুতাশন।
না করিহ ভয় অশ্বপালের তনয়
পূর্ব্বতে তোমারে আমি দিয়াছি অভয়।

আমাইতে ভয় না করিহ চারিজন
যে বর মাগিহ লহ আমার সদন।
শিশুগন বৈল যদি হইলে কৃপাবান
মনোনীত বর দেহ মাগি তোমার স্থান।
এথানেতে আছয়ে মার্জ্জার দুষ্টগন
সভাকারে বারিবারে আইসে অনুক্ষন।
তাসভারে ভস্ম কর আমার গোচরে
ঈষত হাঁসিয়া ভস্ম কৈল বৈশ্যানরে।
অশ্বপালের পুত্রে দিলেন অভয়
সকল খাণ্ডব বন হৈল ভস্মময়।
দেবগন সহ ইন্দ্র বিস্ময় হইল
অন্তরিক্ষে থাকি তবে ডাকিয়া কহিল।
এ কর্ম্ম করিতে শক্য নহে ত্রিভুবনে
সবাঞ্ছিত বর মাগি লহ দুইজনে।

অর্জুন বলিল বর দিবে সুরেশ্বর
অজয় যে অস্ত্র মোরে দেহ পুরন্দর ।
ইন্দ্র বৈল দিব অস্ত্র কত দিন গেলে
শিবে তুষ্ট যখন করিবে তপোবলে ।
কৃষ্ণ বৈল বর আমি মাগিয়ে তোমায়
অর্জুনেরে স্নেহে তুমি হইবে সহায় ।
হৃষ্ট হইয়া বর দিয়া গেল পুরন্দর
কৃষ্ণার্জুনে বিদায় করিল বৈশ্যানর ।
বর দিয়া নিজস্থানে গেল হুতাশন
আনন্দিত হইয়া চলিল দুইজন ।
পুন্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র
গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডবচরিত্র ।
ব্যাসবিরচিত এই ভারত সুন্দর
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ।

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ।

তদন্তরে অর্জুন প্রভাস তীর্থ দিয়া
দ্বাদশ বৎসর তথা অরণ্যে বঞ্চিয়া ।
তবে পুনঃ কত দিন রহি দ্বারাবতী
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল ভদ্রা লইয়া শীঘ্রগতি ।
যুধিষ্ঠির পায় গিয়া প্রণাম করিল
মুখ চুম্বি ধর্ম্মরাজ আশীর্ব্বাদ কৈল ।
কুন্তি ভীমে প্রণমিল করিয়া বিনয়ে
আশীর্ব্বাদ কৈল দুই মাদ্রীর তনয়ে ।
দ্রৌপদীকে সম্ভাষিতে গেল অন্তঃপুর
পার্থে দেখি দুঃখী কৃষ্ণা হইল প্রচুর ।

অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রোধ মন
কতক্ষন থাকি পার্থ বলিল বচন।
কিহেতু সুন্দরি মোরে হইলে বিমুখ
কোন দোষ দেখি মোর হইলে অসুখ।
দ্বাদশ বৎসরান্তেতে হইল মিলন
ইহাতে অপ্রিয় কেন না বুঝি কারন।
দ্রোপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর
এথা হৈতে গেলে মোর চিত্ত হয় স্থির।
মোর স্থানে তোমার কি আর প্রয়োজন
যথায় যাদবী তথা করহ গমন।
নবকণ্ঠি পাইয়া যেন পূর্ব্বকণ্ঠি হেলা
আমারে বিস্মৃত হইলে পাইয়া নবমালা।
শুনিয়া অর্জুন বীর হইল লজ্জিত
তুমি হেন কহ দেবি না হয় উচিত।

তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে
লক্ষ স্ত্রী হইলে তুমি সভার ওপরে।
আমরা সকলে যার বিক্রীত তব পায়
ভদ্রাহেতু এত ক্রোধ না বুঝি তোমায়।
শুনিয়ে দ্রোপদী তবে হইল ওল্লাস
প্রিয়বাক্যে দুইজনে করিল সম্ভাষ।
তবে কত দিনে আইল রাম নারায়ন
নানা রত্ন আনিল অনেক দাসীগন।
অশ্ব হস্তী ধেনু বৃষ বিবিধ যৌতুক
কৃষ্ণে দেখি ধর্ম্মরাজ পরম কৌতুক।
আলিঙ্গন শিরে ঘ্রান দিল দুইজনে
অন্যোন্যে সম্ভাষ করিল প্রিয় মনে।
কত দিন বই তবে পাণ্ডবের প্রীতে
বলভদ্র গেল কৃষ্ণ রহিল তথাতে।

তবে কতদিনে ভদ্রা হৈল গর্ব্ববতী
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী ৷
দ্বিতীয়চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরন
রূপেতে করিল আলো সকল ভুবন ৷
রূপেতে বীর্য্যেতে হইল জনকসমান
দ্বিজগন নাম দিল করি অনুমান ৷
অভিরাম মনোহর সুন্দর শরীর
মনেতে বিশাল ক্রোধ অধৈর্য্য শরীর ৷
তেকারনে অভিমন্যু দিল তার নাম
পশ্চাৎ কহিব যত তার গুনগ্রাম ৷
দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র পঞ্চজন হইতে
সভাই সমান হৈল রূপেতে গুনেতে ৷

অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগন
প্রতিবিন্দু নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন।
সুতবলি নাম বৃকোদরসুত হৈল
চক্রলক্ষ বলি নাম পার্থসুতে দিল।
সতালিক নাম হইল নকুলনন্দন
সহদেবতনয় নাম হইল জয়সেন।
এই পঞ্চ নাম হইল পঞ্চম কুমার
রূপে গুণে বলে বীর্য্যে জনকসোসর।
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি হইল এমত
দেখি সব পুত্রমুখ হৈল আনন্দিত।
ভারত শুবনে কিছু না থাকে আপদ
দুঃখ শোক দূর হয় বাড়য়ে সম্পদ।
কাশীরাম দেব কহে শুনহে সংসার
ইহা বিনা সংসারেতে সুখ নাহি আর।

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নামে।
তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
কাশীদাস কহে সাধু জনের রচনে
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন এক মনে।
সুধাময় ভারত এই ব্যাস বিরচিল
ফাল্গুনের বিশরোজে সমাপ্ত হইল।

ইতি শ্রীমহাভারতের আদি পর্ব্ব
সমাপ্ত হইল।